নগ-নলিনী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রমোদপুর—প্রমোদ কানন।

(ইন্দুমতী, কুমুদ্বতী ও বিলাসবতী সখীত্রয়ের প্রবেশ।)

ইন্দু। সখীরে—
ফুলদল ফুটিল দেখলো আসি যতনে !
মুঞ্জরিছে তরুবলী, গুঞ্জরিছে সুখে অলি,
উল্লাসিত বনস্থলী, কোকিল গানে !!
আইল বসন্ত বুঝি দেখ ওলো ললনে !!!

কুমু। হাসিছে প্রকৃতি সতী কুসুমবিকাশে রে
নয়নরঞ্জন !
দেখ ইন্দু, নৈশাকাশে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে
আলোকি ভুবন !
বাসন্তী-পূর্ণিমা নিশি, মরি কিবা রূপরাশি !-
হাসিয়ে পড়িছে খসি যামিনী রতন ;
নিশাকর কর সহ, খেলিতেছে গন্ধবহ,
সোণায় সোহাগা যেন হয়েছে মিলন !

বিলা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক)

সুগন্ধি কুসুমকুল কেনলো ফুটিল আজি
এ বিষম কালে !
দাবানলে দহিবারে, কেবা অভিলাষ করে
কহলো সরলে ?
ত্যজিয়ে মলয়গিরি, অনলস্বভাব ধরি
এবে প্রভঞ্জন অরি, দহিছে ভুবন ;
নিশাকর খরতর, বিস্তারি জ্বলন্ত কর
বধে বিরহিণী-প্রাণ, না মানে বারণ।
পুড়িছে অনিলানলে মানবী যখন,
নিশ্চয় কোমল ফুল পুড়িবে তখন।

ইন্দু। অবাক্ কল্লে যে, বসন্ত কালের বাতাস আবার অনল হয়ে কোন কালে দগ্ধ করে ? এ যে আজ নতুন কথা শুন্‌চি।

বিলা। সই ! যদি কখন আমার মত অবস্থায় পড়, তা হলে জান্‌তে পার্‌বে বসন্ত কালের বাতাস আর পূর্ণিমার চাঁদের আলো কত সুখদায়ক ; এখন আহ্লাদ করে কোকিলের গান শুন্‌চো আর হেসে হেসে সকলকে ডেকে শুনাচ্চ কিন্তু তখন ওই কাল্ কুহু রব শুনে আবার উহু উহু করে পালাতে পথ পাবে না।

ইন্দু। তাই কি তোমার ইচ্ছা নাকি ? তা হলেই কি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয় ?

বিলা। না, তা কেন, এই কথার কথা বল্‌চি।

ইন্দু। সই ! আমায় শাঁপ দিলে ভাই !

কুমু। সে তো তোমারই ভাল, তোমার এতো শাঁপ নয় এ শাঁপে বর। ভগবান করুন, আগে বিলাসের শাঁপের গুণে তোমার একটী মনের

মত বর হোক্—বিরহ ত পরের কথা—আগে একটী মনের মত বরই হোক।

ইন্দু। কার মনের মত সই ?

কুমু। দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে—অন্য কারও মনের মত হলে তোমার তাতে কি ? তোমার জিনিষ তোমারই মনের মত হবে তার আর ভাবনা কেন ?

ইন্দু। মাইরি ! তা হলে কি ভুগবো ?

কুমু। বিরহ জ্বালা।

ইন্দু। আর যদি নাগরের সঙ্গ ছাড়া না হয়ে সীতা দেবীর মত সঙ্গে সঙ্গেই থাকি ?

কুমু। আগে ত হোক্ই, তার পর যা মনে আছে তাই কোরো।

ইন্দু। কেন ! আমার কি হবে না ?

কুমু। বালাই, হবেনা কেন ? কত শত হবে।

ইন্দু। আর যাঁরা বিরহিণী—যাঁরা নাগর অভাবে দারুণ বিরহযাতনা ভোগ কর্‌চেন তাঁদের এক একটী করে দেব।

কুমু। মাইরি রস্‌কে—এত রসিক কত কাল ?

বিলা। বসন্ত কালের এমনি গুণ—আমাদের যে ইন্দু, তারও মুখ্‌দে খই ফুট্‌ছে।

ইন্দু। বসন্ত কাল আসাতে কত শুষ্ক গাছ থেকে ফুল ফুট্‌লো, আর একটা হাত পা ওলা মানুষের মুখ্‌দে খই ফুট্‌বে একি বড় আশ্চর্য্য হল।

বিলা। তোর বিবাহ হবার কথা হচ্চে না ?

ইন্দু। হবেনা ত কি আইবুড় থাক্‌ব ?

প্রেমের কুসুম, পিরিতীকাননে,
তুলিব যতনে মনের সুখে ;
সুচারু চিকন গাঁথিব মালা,

মনের জ্বালা জুড়াবে দেখে।
বিরহিণীগণ দেখে হবে খুন,
মনের আগুন উঠ্‌বে জ্বলে,
হয়ে পাগলিনী পালাবে তখন
বসন, ভূষণ, সকল ফেলে।
মন-প্রাণ চোর নাগর গলায়
এ হেন মালায় দিবলো তুলে ;
বলিব, হে নাথ ! অবলা বালায়,
বিলাসের মত বিচ্ছেদ জ্বালায়
যেন, যেওনা যেওনা যেওনা ফেলে।

কুমু। ওমা ! আবার কবি হয়ে পড়লি যে।

ইন্দু। যাক্—সে কথা যাক্, আচ্ছা, বিরহ জ্বালাটা কি, একবার প্রকাশ করে বলনা ভাই শুনি।

কুমু। তাই বলে বুঝি বিবাহের কথাটা চাপা দিলে।

ইন্দু। আমার বিবাহ হবে তার আর দুঃখটা কি ?

কুমু। সেই নাগরটীর সঙ্গে ত ?

ইন্দু। দূর্ মড়া।

বিলা। তুমি কেন ভাই কুমুদকে গাল দিলে ?

ইন্দু। তুমিও না হয় আমায় দাও।

কুমু। নাগর যুটিয়ে ?

ইন্দু। আগে আপনারই কুলুগ্, তার পর পরকে যুটিয়ে দেবেন। এখন বিরহ যে সর্ব্বনাশটা কল্লে তা একবার চেয়ে দেখ। সত্যি ভাই ! বিরহটা কি তা বল্লেনা।

বিলা। ও আপদ শুনে আর কি করবে।

ইন্দু। আমি যে জানি না।

বিলা। ভাই! জান না না ভালই আছ, অতি বড় শত্রু যে তারেও যেন এ পোড়ায় না পুড়তে হয়—এ যে কত মহাপাতকের ভোগ তা আর কি বল্‌ব। খেতে, শুতে, বস্‌তে, দাঁড়াতে কোন মতেই মনের যে সুখ তা আর হয় না, যেন দিবানিশি প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে দেহ দগ্ধ হতে থাকে—তা বাসন্তি সমীরণই বল আর পূর্ণ চন্দ্রের আলোকই বল—প্রাণ যে জ্বালাতন সেই জ্বালাতন। (দীর্ঘনিশ্বাস) হায়! নারিকুলের সর্ব্বনাশের জন্যই বিচ্ছেদ পাহাড় এমন সুখের প্রণয়সাগরে প্রবেশ করেছিল! এর নিদারুণ আঘাতে যে কত প্রেমের তরী নিমগ্ন হচ্চে তার আর সংখ্যা নাই।

ইন্দু। তবে বোধহয় বইয়ের কথা সব সত্যি! আমি জানি কবিরা তিল্‌কে তাল করে বাড়িয়ে বাড়িয়ে লিখে থাকেন—তবেত তারা যা লেখেন সব সত্যি। বইতে যে পড়িচি কোন বিরহিণীকে সুশীতল চন্দ্রকরে দগ্ধ কল্লে, কাহাকেও বা সুস্নিগ্ধ বাসন্তি সমীরণে পুড়িয়ে মাল্লে, আবার কার কার কানে বা বসন্তপ্রিয় কোকিলের সঙ্গীত বিষবৎ বোধ হল—এ সব ত তবে মিছে নয়।

কুমু। কেন, কাদম্বরীতে পড়নি? মহাশ্বেতার জন্যে পুণ্ডরীক কি না করেছিলেন? চন্দ্রকিরণে দগ্ধ হয়ে শেষে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন।

ইন্দু। ও সব ভাই দেবলোকের বিরহ—ও স্বতন্ত্র কথা। মানুষের যদি এক গুণ হয় তা হলে ওঁদের——সই, ঐ বৃক্ষটার পাশে চেয়ে দেখ দেখি ঠিক যেন একটা মানুষের মত দাড়িয়ে রয়েচে না?—আমার ত ভাই বড় ভয় কচ্চে।

কুমু। কই?—দূর্! ওটা যে ঐ গাছটার ছায়া——না, সত্যিওত, ঠিক যেন মানুষের মত। ভাল করে দেখ দেখি।

বিলা। তোরা যেন এক রকম, যেন থাকিস্ থাকিস্ চম্‌কে উঠিস্; ওরে

খেপি! ওটা ঐ গাছের ভিতর দিয়ে চন্দ্রের আলো পড়েছে কি না, তাই ও রকম দেখাচ্চে।

কুমু। (দেখিয়া) সত্যি ভাই, বিলাস দিদি ঠিক্ বলেছে।

ইন্দু। কে জানে ভাই—বাবা সে দিন বলে দিয়েছিলেন, "ইন্দু! তুমি একলা কোথাও যেও টেও না—আমাদের এখন অনেক শত্তুর হয়েছে" তাই ভয় করে, সেই পর্য্যন্ত আমি ভাই কোথাও একলা যাই না।

কুমু। তা ভয় নাই, আমরা এখানে থাক্‌তে কেউ তোকে ধরে নিয়ে যাবে না, আর যদিও তাই হয়, তা হলে তোর বাপের এক ঘর শত্তর কম্‌বে বই বাড়বে না।

ইন্দু। কেন সই, এমন কথা বল্লে কেন?

কুমু। তা বই কি! হাজারই শত্তুর হোক্ না কেন এমন রত্ন নিয়ে গেলে কি আর তোমার বাপের শত্তুর হয়ে থাক্‌তে পার্‌বে—শেষে আবার পায়ে পড়তে পথ পাবে না।

ইন্দু। তবু ভাল, ঠাট্টা!

কুমু। না ভাই, আমি আর তোমাকে ঠাট্টা তামাসা কর্‌বনা—বিলাস দিদি বোধ হয় তা হলে মনে দুঃখু পায়। দেখনা কেন, সেই পর্য্যন্ত মৌনমুখী হয়ে রয়েছেন।

বিলা। না বন্, তোমরা সচ্ছন্দে ঠাট্টা তামাসা কর, আমার মনে ভাই ও সব ভাল লাগেনা—আমার——(মৌনমুখে নিস্তব্ধ)।

ইন্দু। (বিলাসের হস্ত ধারণ করিয়া)

কি কারণ, কহ, সই, কহলো আমায়,
বিরস বদন!
সহসা একিলো দেখি, ছল ছল দুটি আঁখি,
মৌনভাব কেন সখি, করিলে ধারণ?

করে ধরি মাথা খাও, সত্য করি মোরে কও,
কি দুঃখে দুঃখিত হয়ে, হইলে এমন ?

বিলা। রমণী সর্ব্বস্ব নিধি, সতীর জীবন,
অবলার গতি মুক্তি, দুঃখিনী রতন ;
পত্নী-প্রাণাধিক-প্রিয় পরমেষ্ট পতি
না হেরি নয়ন-ধন বাঁচে কি যুবতী
সতী সাধ্বী বিনোদিনী ? এ ছার যৌবন
সমর্পিত যাঁতে,—যিনি জীবন জীবন——
বিরহিত হয়ে তাঁতে, কহলো কেমনে
এবে লো ধৈরজ ধরি এ পোড়া পরাণে !
হৃদয়-মন্দিরে মম ঘোরতর পশি
জ্বলন্ত অঙ্গার প্রায় জ্বলে দিবানিশি
দারুণ বিরহানল ; বিপিনে যেমন
দাহ দাহ রবে জ্বলে দাব হুতাশন।
মনের বিকার—যথা অনল সহায়
প্রভঞ্জন, দ্বিগুণিয়া পুনঃ পুনঃ হায়
জ্বালায় বনস্থ অগ্নি—দহে নিরন্তর
তেমতি লো সহচরি তাপিত অন্তর
মম ; কহ লো কেমনে, অবলা কামিনী
সহিবে এতেক কষ্ট দিবস যামিনী !
কি সুখে যাপিবে কাল সানন্দ অন্তরে ?
মৌন বিনা অন্য ভাব কোন্ মুখে ধরে !

জ্বলিছে অন্তরে যার বিরহ অনল,
মরণ হউক তার জীবনে কি ফল!

ইন্দু। অমন কথা মুখে এনো না; দুঃখের পর সুখ আর সুখের পর দুঃখ এ ত চিরকালই হয়ে আস্‌চে। আজ যে মহাসুখে কাল কাটাচ্চে কাল সে ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশাগ্রস্ত হচ্চে। আবার আজ যে দুঃখ পাচ্চে তার দুঃখ কি চিরকালই থাক্‌বে?—আজ হোক্, কাল হোক্, আর দশ দিন পরেই হোক্,—এক সময়ে না এক সময়ে সে দুঃখ অবশ্যই যাবে—চিরকাল কখনই থাক্‌বে না। না হলে পৃথিবীতে মানুষ বেঁচে থাক্‌তে পার্‌তো না। রাজাই বল, আর দরিদ্রই বল, আশাই সকলকে বাঁচিয়ে রেখেচে। আচ্ছা, বিলাস দিদি! তুমিই কেন বল না, তুমি কি রোজ রোজ আশালতার গোড়ায় জল ঢালচো না? আর সেই জন্যেই তুমি এত দিন জীবিত রয়েছ কি না বল দেখি?

বিলা। তা ভাই সত্যি বল্‌তে কি, এক একবার মনে হয়, যদি তাঁরই দেখা না পেলেম তবে আর এ প্রাণ রেখে ফল কি—আত্মঘাতি হয়ে মরি, আবার ভাবি আমি এই মুহূর্ত্তে মলুম, যদি পর মুহূর্ত্তেই তিনি এসে উপস্থিত হন তা হলেত আর দেখা হবে না। আবার এই বলে মনকে সান্ত্বনা করি; একবছর যখন গেছেন তখন আজকাল এলেন বলে। এই রকম আশা করে করেই বেঁচে আছি, তা নইলে——।

নেপথ্যে। ও বিলাস! বিলাসবতি!

বিলা। তবে ভাই এখন চল্লুম, মা ডাক্‌চেন কেন শুনে আসি। তোমরা ততক্ষণ আমোদ আহ্লাদ কর, আমি এলে কেবল তোমাদের আমোদের ব্যাঘাত হয় বৈ ত নয়।

ইন্দু। না দিদি, তা কেন? তোমার মা কেন ডাক্‌চেন শুনে তুমি আবার এসো। (বিলাসবতীর প্রস্থান।)

আহা! বিলাসের কি মনের কষ্ট!

কুমু। তা আর একবার করে বলচো।

ইন্দু। স্ত্রী লোকের পতি বিনা যে কি কষ্ট তা বিলাসকে দেখেই জান্তে পারা যায়—

কুমু। আর তোমাকে দেখে যা কিছু অল্প অল্প।

ইন্দু। না ভাই, ওর স্বামী যে কোথায় গেল আজ এক বছর ধরে তার আর ঠিকানাটা হলো না—ওর বাপ ত না পাটিয়েচে লোক এমন জায়গাই নেই।

কুমু। কিন্তু তোমার বাপ্‌তো কাকেও কোথাও পাঠান্‌নি—তবে তোমার বর হাতে হাতে এসে যুটল কেন? সই, খুঁজলিই কি পাওয়া যায়—তাঁর যদি এখন আস্‌বার না মত থাকে তা হলে কার সাধ্যি তাঁকে খুঁজে বের করে, আর যখন আস্‌বার মত হবে তখন খুঁজতেও হবে না—কিছু না—তোমার বরের মত হাতে হাতে এসে যুট্‌বে।

ইন্দু। (পরিক্রমণ করিয়া) সই! মল্লিকা গাছগুলিতে কেমন কুঁড়ি ধরেছে দেখ—ও গুলি ফুট্‌লে বাগানের কেমন শোভা হবে!

কুমু। তখন ত হবেই, এখন সরোবরের কেমন শোভা হয়েছে দেখ দেখি। পার্শ্বস্থ নবীন পাদপাবলি মুকুলিত হয়েছে—একএকবার যখন সুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হচ্চে তখন ও গুলি কেমন হেল্‌চে দুল্‌চে। আবার তোর ঠোঁটের মত ঈষৎ রক্তবর্ণ কচি কচি পাতাগুলিতে চন্দ্র-রশ্মি পতিত হওয়াতে কেমন ঝক্ ঝক্ কচ্চে! বোধ হচ্চে যেন বৃক্ষগুলি যামিনীর রূপ দেখে নবীন পত্র-রূপ ওষ্ঠাধরে হাঁস্‌চে। জলে—তরঙ্গমালা সুমন্দ সমীরণে ঈষৎ সঞ্চালিত হয়ে ইতস্ততঃ কেমন নাচ্চে—তাতে হিমাংশু-রশ্মি পতিত হওয়াতে এরাও আবার হাঁস্‌ষে—নাচ্চে আর হাঁস্‌চে। সরোবরের ঠিক্ মধ্যভাগে কুমুদ প্রস্ফুটিত হয়েচে—এতেই সরোবরের আরো শোভা হয়েচে—আচ্ছা ভাই, জলে কুমুদ প্রস্ফুটিত হয়ে অতি সুন্দর দেখাচ্চে না?

ইন্দু। (কুমুদ্বতীর চিবুক ধারণ করিয়া) স্থলেও বড় কম নয়।

কুমু। এত বড় আশ্চর্য্য নয়, যখন ইন্দুকে শত যোজন অন্তরে দেখেও কুমুদ প্রস্ফুটিত হয়ে সরোবরে শোভা করেছে, তখন এই ইন্দুকে এত নিকটে পেয়ে যে কুমুদ্বতীর বদন-কুমুদ আনন্দে বিকশিত হয়ে স্থলে অধিক শোভা কর্‌বে, তার আর বিচিত্র কি? আর তাও বলি, ইন্দুর রূপ দেখে কুমুদ প্রস্ফুটিত হয়, তা আমিও তোমার রূপ দেখে প্রস্ফুটিত হইচি।

ইন্দু। ঈষ্! ভাবে যে একেবারে গড়িয়ে পড়্‌লি!

কুমু। পড়িনি, এইবারে পড়বো।

ইন্দু। কোথায়?

কুমু। তোমার রূপের ফাঁদে।

ইন্দু। মাইরি সই! একেবারে পাগল হলে যে।

কুমু। প্রায় বটে।

ইন্দু। তাইতো।

কুমু। (ইন্দুমতীর চিবুক ধারণ করিয়া) তোমার রূপ দেখে যখন অমন একজন বীর পুরুষই পাগল হয়ে গেছে, তা আমি তো কোন্ ছার, একটা মেয়ে মানুষ বই নয়।

ইন্দু। চক্ষের মাতা খাও। কেবল্‌ই আমার রূপ দেখ্‌চেন—তুই কি আর অন্য কথা জানিস্ না?

কুমু। তা তাই কেন পষ্ট করে বলনা যে, সেনাপতি মহাশয়ের নামটি শুনতে ইচ্ছা হচ্চে।

ইন্দু। তোমার মাথা। আমি কোন কথাই শুন্‌ব না, আমি চল্লুম। (যাইতে অগ্রসর)

কুমু। ওমা তাই ত! তাঁর কথাতেই আর আমাদের ভাল লাগ্‌ল না—ওকি সত্যি সত্যি চল্‌লে নাকি?

ইন্দু। যাবনা তো কি কর্‌বো? যাই, ঘাটের ওপর বসে কুমুদিনীর রঙ্গ দেখিগে।

কুমু। (স্বগত) কে কার্ রঙ্গ দেখে দেখা যাবে এখন (প্রকাশ্যে) তুমি অগ্রসর হও, আমি গোটাকত ফুলতুলে দুছড়া মালা গেঁথে নে যাই।

[ইন্দুমতির প্রস্থান]

কুমু। (স্বগত) আহা ! এটী আমাদের নিষ্কলঙ্ক ইন্দু, দেখ্‌লে মন প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় ; এমন নইলে কি সখী—(পুষ্পচয়ন ও মালাগ্রন্থন)

[নেপথ্যে ইন্দুমতী]

গীত।

রাগিনী আড়ানা-বাহার—তাল যৎ।

অপরূপ রূপ হেরি সরসি সলিলে !
কুমুদী বিকশিত কুতুহলে,
হাসে দুখিনী নিরখি কমলে।

কুমু। আহা ! ইন্দুর কণ্ঠস্বর কি মধুর !

পতি বিনা নলিনী,　　বিষাদে মলিনী,
জ্বলিছে বিরহ অনলে।
সহোদরা দুখ দেখি,　　কুমুদী ! নহ লো দুখি ?
ছি ! ছি ! এ রীতি কোথায় শিখিলে ?

কুমু। (সহাস্যে) আবার কুমুদিনীকে ভৎর্সনা হচ্চে।

অঙ্গে মাখি পরিমল,　　রঙ্গে যত ফুলদল,
যৌবনে ঢল ঢল লো ;
কি আছে তোমার বল,　　————

(চীৎকার করিয়া) সই ! কে আমার হাত ধর্‌লে,—টান্‌চে,—একটা মিন্‌সে,—উঃ !—গেলুম,——

কুমু। (সচকিতে) একি ! একি !

(নেপথ্যে। ওগো আমায় রক্ষা কর ! সখি আমায় রক্ষা কর !)

কুমু। (বেগে গাত্রোত্থান করিয়া) কি সর্ব্বনাশ ! কি সর্ব্বনাশ ! প্রিয়সখি--

(বেগে চন্দ্রভণের প্রবেশ)

চন্দ্র। এই যে !—আরে রাখে তোমার প্রিয়সখি ! (কুমুদ্বতীকে ধারণ)

কুমু। ওমা ! (মূর্চ্ছা) (কুমুদ্বতীকে লইয়া বেগে প্রস্থান)

ইতি প্রথম দৃশ্য।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রমোদপুর—প্রমোদকাননের এক নিভৃত অংশ।

(লতান্তরালে মূর্চ্ছিতা কুমুদ্বতী পতিতা।)

(বিলাসবতীর প্রবেশ)

বিলা। (অন্বেষণ করিতে করিতে স্বগতঃ) কৈ ? এখানে ত তাদের দেখ্‌তে পাচ্চিনা ; গেল কোথা ? আমায় দেখে কি তামাসা করে কোথাও লুক্‌য়ে আছে ! না, তাই বা হবে কেন ? কুমুদ ত আর ছেলেমানুষ নয়, যে এমন সময় তামাসা কর্‌বে ! তবে তারা বাড়ি ফিরে যায় নি তো ? তা হলে কি আমার সঙ্গে দেখা করে যেতো না ?—তবে গেল কোথা ? সরোবর তীর থেকে পুষ্পকুঞ্জ পর্য্যন্ত পাতি পাতি করে খুঁজলেম কোথাও তো কারও দেখা পেলেম না—

কুমু। (মূর্চ্ছিতাবস্থায়) ও—মা।—

বিলা। (সচকিতে) ওকি! কুমুদের মত গলার স্বর শুন্‌চি যে—(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কি সর্ব্বনাশ! কুমুদ এই লতার ভিতর! মূর্চ্ছিতা দেখ্‌চি যে! (ধীরে ধীরে বহিষ্করণানন্তর) ওমা! একি, রক্ত যে! ঈষ্! গা যে একেবারে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে (মোহাপনোদনে নিযুক্তা) এখনও যে চৈতন্য হচ্চে না। আমি ত প্রায় এক দণ্ড অতীত হলো এখানে এসেছি—না জানি এর পূর্ব্বেও এই দশায় কতক্ষণ ছিল। হায়! এত শুশ্রূষা কচ্চি—চৈতন্যের জন্যে এত চেষ্টা কচ্চি, সকলই বিফল হচ্চে! আমার প্রিয়সখীর চৈতন্য-সম্পাদন কত্তে পাল্লেম না! ইন্দুমতীই বা কোথা গেল? তাকেত এখানে এসে পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাইনি। তার ত সখিগতপ্রাণ—সে যে সামান্য কারণে কুমুদকে এরূপ অবস্থায় রেখে পালাবে তা ত কথনই বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয়ই কোন ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটেচে। এই দুটিতে বসে আমোদ আহ্লাদ কচ্চে দেখে, মা কেন ডাক্‌ছিলেন শুন্‌তে গিয়েছিলেম—আর কতক্ষণই বা গিছি, এসেই দেখি সব বিপরীত; সে কুমুদও নাই, সে আমোদও নাই—সে ইন্দুও নাই, সে লজ্জামাখা সরলতার এক বিন্দুও নাই; বাগান খানা যেন খাঁ খাঁ কচ্চে। কুমুদ! ও কুমুদ!

কুমু। (মূর্চ্ছিতাবস্থায়) দুরাত্মা ইন্দুকে ত্যাগ কর—সরলা বালিকা, আমায় স্পর্শ করিস্‌নে—ইন্দু-ইন্দু—পালা-আ—।

বিলা। কি সর্ব্বনাশ! এ আবার কি? ও সই! সই! অমন করে বক্‌চিস্ কেন?—আমি যে এর কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না?—ইন্দুর কি হয়েছে? ও সই, কথা কস্‌নে কেন?

কুমু। উঃ! দারুণ অপমান! পরপুরুষ—কুমারী—অঙ্গস্পর্শ—ইন্দু—ইন্দু তো—।

বিলা। ও কুমুদ! (কুমুদ্বতীর বদন ধরিয়া) কুমুদ! এ মোহনিদ্রায় কত

ক্ষণ অচৈতন্য থাক্‌বি? রাত্রি যে দুই প্রহর হয়ে গেল! তোর স্বামী বোধ হয় কত রাগ কচ্চেন!

কুমু। অ্যাঁ—স্বামী? তিনি এখনও দুরাত্মার মস্তক ছেদন করেন্ নি? দারুণ অপমান—কুমারীর অঙ্গস্পর্শ! (সহসা নেত্র উন্মীলন করিয়া উঠিতে উদ্যত)

বিলা। ওঠ—ওঠ—

কুমু। (বিলাসের দিকে নেত্রপাত করিয়া) কেও বিলাস দিদি! তুমি এখানে কখন এলে? আর আমিই বা এখানে কেন? ইন্দু কোথায় গেল? যা! সর্ব্বনাশ হয়েচে—বিলাস দিদি! আমাদের কপাল ভেঙ্গেছে—ইন্দুকে হয় ত জন্মের মত হারিয়েচি। (রোদন) উঃ! দুরাচার কি নিষ্ঠুর! অনায়াসে সরলা বালিকাকে অপহরণ কল্লে! হায়! তারাই আমাকে এখানে ফেলে গেছে।

বিলা। অ্যাঁ! ইন্দুকে তবে কি সত্য সত্যই হারিয়েচি—তবে তুমি মূর্চ্ছিতাবস্থায় যা বল্‌ছিলে তা প্রলাপ নয়! হা বিধাতা! এ হতভাগিনীকে যে আরও কত যন্ত্রণা দেবে তা ত বলতে পারিনে! হা ভগ্নি ইন্দুমতি! সত্য সত্যই কি তুমি আমাদের ফেলে পালিয়েচ? অত স্নেহ, অত সরলতা সকলই কি তোমার লোকদেখানে? হা অদৃষ্ট! আর কারও দোষ নয় আমার অদৃষ্টের দোষ, পোড়া কপালির কপাল যেমন পোড়া—ঘটেও তেম্‌নি! কোথায় প্রাণপতির নিরুদ্দেশে জ্বলে মর্‌চি—এর ওপর আবার সখীবিরহ-যন্ত্রণা! যে সখী আমার দুঃখে সমদুঃখিনী, সুখে সমসুখিনী এমন সখীকেও হারাতে হল! হা সখি! ইন্দুমতি!

কুমু। (সরোদনে) হায়! বৃদ্ধ যখন এসে ইন্দু, ইন্দু, বলে কাঁদবে, আমি তখন তাঁকে কি বলে বোঝাব? আমি কি তাঁকে বল্‌ব যে আমি ইন্দুর উদ্ধারের জন্য চেষ্টা না করেই, তাহার অপহরণ কর্ত্তাকে দেখেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম্।

(নেপথ্যে। কুমুদ! ও কুমুদ! ইন্দু অমনকরে চেঁচিয়ে উঠেছিল কেনর‍্যা?) ঐ ইন্দুর পিতা আস্‌চে—হায়! আমার মরণ হলো না কেন—তা হলে ত আর এ পোড়ার মুখ দেখাতে হত না, আমি কি করে অমন শোকজীর্ণ বৃদ্ধকে বলব যে, তোমার ইন্দু নাই!

(নেপথ্যে। ও বিলাস! বিলাস! তোরা কথা কস্‌নে কেন?)

কুমু। সখি! এখন কি করি বল দেখি?

বিলা। সখি! তোমার দোষ কি? আমাদের কপালের দোষ—তুমি যদি অজ্ঞান হয়ে না পড়তে তা হলেই কি চেষ্টা করে ইন্দুকে রক্ষা কর্ত্তে পার্ত্তে?

(গোবিন্দরায়ের প্রবেশ)

গোবি। কৈ?—ইন্দু কোথা?—তাকে এখানে দেক্‌তে পাচ্চিনে যে?—তোমরাই বা এমন বিষণ্ণভাবে কেন?

(কুমুদ্বতী ও বিলাসবতীর গাত্রবস্ত্রাদি আচ্ছাদন)

গোবি। তোমরা কথা কওনা যে—হয়েচে কি? ইন্দু কোথা?—ও কুমুদ! তুমি কাঁদ্‌চ কেন—কি হয়েচে ভেঙে চুরেই বলনা ছাই, ইন্দু কোথায় গেল? সে বাড়ীতে যায় নি ত?

বিলা। পিতঃ!—

গোবি। বল্‌তে বল্‌তে আবার চুপ কল্লে কেন? ইন্দুর কি কোন অমঙ্গল ঘটেচে? আমার মা কোথায়? বলনা—আমার মন যে বড় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল, আমার ইন্দু কোথায়?

কুমু। পিতঃ! সর্ব্বনাশ হয়েছে, (রোদন) আমি ইন্দু—আমোদ-প্রমোদ—হঠাৎ একজন—আমি অজ্ঞান—ইন্দু নাই!

গোবি। অ্যাঁ, ইন্দু নাই! হা ইন্দু! (মূর্চ্ছা)

বিলা। সর্ব্বনাশ! কুমুদ ধর ধর—একি হল!

কুমু। ওমা—তাইত, কি হবে!

বিলা। তুমি ততক্ষণ আঁচল দিয়ে বাতাস কর—আমি এই পুকুর থেকে শিগ্‌গির করে একটু জল আনি।

(বেগে বিলাসবতীর প্রস্থান)

কুমু। (বীজন করিতে করিতে সরোদনে) হায়! যা ভেবেছিলুম তাই হলো! বৃদ্ধের ইন্দুগতপ্রাণ—উনি কি এ নিদারুণ সংবাদ শুনে—

(বিলাসবতীর পুনঃ প্রবেশ)

বিলা। কুমুদ! এখন কাঁদবার সময় নয়, ইনি যাতে চৈতন্য পান তাই কর (গোবিন্দরায়ের মুখে জলসিঞ্চন) একটু বাতাস কর।

গোবি। মা! তোমার বৃদ্ধ পিতার আর কেউ নেই—তুমি আমার অন্ধের যষ্টি—মা আমায় ত্যাগ কর না। হায়! আমি যে তোমাকে দেখেই বেঁচেছিলুম, এ সংসারে আমার যে আর কেউ নেই, মা ইন্দু—ইন্দুমতি—(চেঁচিয়ে) মা রে, আমায় ফেলে গেলি, বুড় বাপ্ বলে দয়া হলনা; তোকে যে আমি নয়নের আড়াল কল্লে স্থির হয়ে থাকৃতে পাত্তুমনা। তুমি যাতে ভাল থাক, যাতে তুমি এক মুহূর্ত্তের জন্যে দুঃখিত না হও, আমি যে কেবল তাই কত্তুম—মা কার উপর রাগ করেছ?—আমার ইন্দু নাই? মা আমার নাই? হা নির্দ্দয় প্রাণ! এখনও তুই এ দেহে রয়েচিস্, এখনও বহির্গত হস্‌নি? তোর আধার—আমার ইন্দুকে হারিয়েচি—আর তোকে দরকার কি? এখনই বহির্গত হ—(উত্থান ও বক্ষে করাঘাত)

বিলা। পিতঃ! আর বৃথা রোদন কল্লে কি হবে, যা হবার তা হয়ে গেছে; এখন যাতে ইন্দুর উদ্ধার হয় তারি চেষ্টা করুন—আপনি ত অজ্ঞান নন্, তবে মিছে শোক করে কাল বিলম্ব কর্‌বার আবশ্যক কি?

গোবি। আর বিলাস! মা তুমি কাকে সান্ত্বনা কচ্চ, আমার ইন্দু কি এখনও বেঁচে আছে যে তার উদ্ধারের চেষ্টা করব! যখন পরপুরুষ—কি? পরপুরুষ আমার কন্যার অঙ্গ স্পর্শ করে এখনও বেঁচে আছে?—আমি কি নরাধম! বৈরনির্যাতনের উপায় না করে এখানে স্ত্রীলো-

কের সঙ্গে স্ত্রীলোকেরই মত কেবল কাঁদ্‌চি! আমার শরীরে কি রজঃপুত শোণিতের বিন্দুমাত্র নাই? হা ধিক্! আমায় শত ধিক্! কুমারী বেঁচে থাকে ত—আর যদি নাই থাকে, তা হলেও কি আমি তার অপহরণকর্ত্তাকে নিপাত না করে ক্ষান্ত থাকব? (বেগে গমনোদ্যত, বিলাসবতী ও কুমুদ্বতী কর্ত্তৃক ধারণ)

বিলা। পিতঃ! করেন কি? স্থির হন; হটাৎ এ বেশে গেলে আপনার বিপদের সম্ভাবনা, স্থির হন; বিবেচনা করুন দেখি আপনি কি এ অবস্থায় গিয়ে জ্ঞানীর মত কায কচ্চেন? আর আপনি যাচ্চে-নই বা কোথায়? ইন্দুকে কে হরণ করেচে তা ত আপনি জানেন্ না।

গোবি। ওঃ! ভাল কথা, বল দেখি তার চেহারাটা কেমন? দেখ্‌তে খুব কি কাল?

কুমু। হ্যাঁ, মিশ কাল। ঝাঁটার মত খুব এক এক গোছা গোঁফ, হাত পা গুণো সব পাকানে পাকানে, চোক্ দুটো চিনের সিঁদুরের মত রাঙা। দেক্‌তে যেমন মোটা তেমনি লম্বা—যেন ঠিক যমদূত।

গোবি। আর বল্‌তে হবে না, বুঝেছি—বেশ বুঝিচি যে দুরাত্মা সুখনায়েগেরই এই কায। দুরাত্মা কিনা আমার কাচে এসে বল্লে "আমাকে তোমার কন্যাটী দাও"—আমি অস্বীকার করাতে শেষে কিনা আমাকে শাসিয়ে গেল—বল্লে "দেখ্‌ব কেমন করে তুমি তোমার মেয়ে রক্ষা কর"। চেহারা শুনেও আর কোন সংশয় থাক্‌চেনা। আচ্ছা, থাক্ দুরাত্মা, দেখ্‌ব তুই কত বড় দস্যু। আমার কন্যার গায়ে হাত? (প্রস্থান)

কুমু। আহা! বৃদ্ধের শোক দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়; একে শোকজীর্ণ, কেবল ইন্দুকে দেখেই বেঁচেছিল; তাতে আবার ইন্দু অপহৃত হয়েছে শুনে একেবারে পাগলের মত হয়েচে।

বিলা। তার আর কথা—বৃদ্ধ সত্যি সত্যিই পাগল হয়েচে। দেখ্‌লে না,

কে ইন্দুকে নিয়ে গেচে, তা না জেনে শুনিই, শুধু হাতেই তাকে মারতে ছুট্‌ল।

কুমু। চল সখি বাড়ি যাই, (সরোদনে) আহা! আজ কি আহ্লাদেই এখানে এসেছিলুম আর কি করেই যেতে হল! ইন্দুকে হয় ত আজ জম্মের মতন বিদায় দিলুম।

বিলা। হায়! এ অপমানে ইন্দু কি প্রাণ রাখবে? আজ হয়ত সত্যিই তাকে জম্মের মত হারালুম।

কুমু। হ্যাঁ সখি, ইন্দু যদি বেঁচে থাকে তা হলে কি তার উদ্ধার হবে না?

বিলা। হবে না কেন বন্, যদি বিপদোদ্ধারকর্ত্তা পরমেশ্বর দয়া করেন তা হলে ইন্দুর উদ্ধার হবে বৈ কি।

দয়াময় জগদীশ জগতের পতি,
অনাথের নাথ যিনি অগতির গতি,
দিন-হীন দীনজন বিপদতারণ,
পতিত পাবন যিনি ভয়নিবারণ;
সেই পরমেশ পদে কর প্রণিপাত,
ইন্দুর উদ্ধার তবে হবে অচিরাৎ।

(উভয়ের প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয় দৃশ্য।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রমোদপুর——সমরেন্দ্রসিংহের উপবেশনাগার

(সমরেন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

সম। প্রাণ এক চিন্তাতেই অস্থির, মন এক ভাবনাতেই গাঢ় নিমগ্ন, অন্তর তাহারই জন্য লালায়িত, চিত্ত তাহারই জন্য চঞ্চল; নয়ন তাহারই অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে ইচ্ছুক, শ্রবণ তাহারই মধুরালাপ শ্রবণে সমুৎসুক, রসনা তাহারই পবিত্র প্রেমপূর্ণ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রস্তুত, নাসিকা তাহারই মুখ-পঙ্কজের পবিত্র পরিমলাঘ্রাণে বিস্ফারিত, হৃদয় তাহারই বদনের ঢলিত ভার বহনে আয়ত, বাহুদ্বয় তাহারই সুকোমল ভুজবল্লির সহিত সুখে ক্রীড়া করিতে উন্মুখ, চরণ তাহারই নিকট গমন করিতে অগ্রসর,—জীবন এক জনেরই পক্ষপাতি। রূপগুণ-সম্পন্না সে কামিনী, অকপট, সরলা, রসিকা, প্রেমিকা, রসপ্রিয়া, প্রণয়িনী, অক্ষয়পূর্ণেন্দুবদনা, সুখোচিতা ললনা, রমণী-কুলের স্বর্ণকান্ত মণি, সুরূপসীর অগ্রগণ্যা, কবিকুল-বর্ণনার একমাত্র নিদর্শন, বিধাতার অপরূপ সৃষ্টি!—অথবা বিধাতার বিধাতৃত্ব গ্রহণাভিলাষী অন্য কোন সুচতুর নব শিল্পকরের নব রূপ গঠন—পরিমল-পরিপূর্ণ কুসুমোদ্যান-মধ্যস্থিত স্বচ্ছ-সরোবর-সলিল-বিহারী যে ঈষদারক্তিম পঙ্কজ-পত্র-প্রভা—তাহারই গণ্ড-কান্তি, ; শরৎকালীন স্বচ্ছ ছায়াপথাবস্থিত পূর্ণ শশধরের যে সুবিমল শান্ত-বিভা—তাহারই বদনের কোমল-জ্যোতি; মধুমাস-বিকসিত, হসিত-কুসুমচ্ছবি, তদুপরি উপবিষ্ট মধুলোলুপ মধুপবৃন্দের যে মধুর গুঞ্জন—

তাহারই সুকোমল কণ্ঠবিনিঃসৃত সুমধুর ধ্বনি; বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী, সৌন্দর্য্যের আধার, গুণের আকর ও সতীত্বের প্রথম পথ প্রদর্শিকা; স্মৃতিপথে উদিত হলে অন্তর রাজকার্য্যাদি বিষয় হইতে অন্তরিত হইয়া তাহারই প্রতি ধাবমান হয়; যাহার অদর্শনে সংসার অসার জ্ঞান, ও জগৎ কণ্টকপূর্ণ কাননবৎ প্রতীয়মান হয়, সেই ইন্দুমতীই আমার মনোমন্দিরাধিকারিণী। জগতে আর অন্য রূপ আমার কল্পনার উপযুক্ত নয়, অন্য সৌন্দর্য্য আমার দর্শনের উপযুক্ত নয়। (চিন্তা) সৌন্দর্য্য? ইন্দু যদি ও রূপ সুন্দর না হইত, আমি কি তাহার এ রূপ পক্ষপাতি হইতাম না? আমার হৃদয় মন্দিরের সর্ব্বাংশই কি সে অধিকার করিত না?—আর আমিও কি তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত সর্ব্বত্যাগী হইতাম না? প্রণয় কি রূপের অপেক্ষা করে? কামিনী সৌন্দর্য্যসম্পন্না না হইলে কি কাহারও হৃদয়ে স্থান পাইতে সমর্থ হয় না? অবশ্যই হয়, কারণ প্রণয় স্বতন্ত্র পদার্থ—ইন্দুমতী সেই প্রণয়ের আকর স্বরূপা, প্রণয়িনী রূপবতী——গুণবতী রূপবতী; অবলা কামিনীর আর অধিক কি আবশ্যক? (চিন্তা) সেই সুমধুর হাস্যধ্বনি, সেই সুমধুর প্রেমালাপ, সেই সুমধুর সঙ্গীত আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হচ্চে—কিন্তু গায়িকা কোথায়? উদ্যানে! বসন্ত-রজনীর সুমধুর সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে সমাগতা সখীগণ পরিবেষ্টিতা সুন্দরীর সুকোমল কণ্ঠ বিনিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি প্রমোদপুরস্থ প্রমদার প্রমোদোদ্যান প্রতিধ্বনিত করিতেছিল—আমার চিত্তপটে তাহাই প্রধানতঃ প্রতিফলিত। (চিন্তা) উদ্যানে কি যাব? প্রণয়িনীর প্রণয়পূর্ণ বীণাবিনিন্দিত সুস্বর-লহরি শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয় সার্থক করব? না—না, তা কর্‌ব না,—সহসা পুরুষ দর্শনে সলজ্জ ম্লানমুখী সুন্দরী সঙ্গীত ভঙ্গ কর্‌বে, না তা কর্‌বনা; অন্তরালে দাঁড়িয়ে অন্তরের অন্তরের অন্তর অবগত হব। (চিন্তা) ভ্রমর ঝঙ্কার নিস্তব্ধ—বুঝি সুন্দরীর সুস্বর

শ্রবণে লজ্জাবশতই নিস্তব্ধ। আমি কি এতই অজ্ঞান যে, সহসা দর্শন দিয়া সেই সুমধুর সঙ্গীত নিস্তব্ধ করাব? না তা হবেনা—সম্মুখীন হবনা, অন্তরাল হতেই শুন্‌ব। (চিন্তা) জননীবিহীনা বালিকা—জননী স্মরণে কখনও বা ম্রিয়মানা, আবার পরক্ষণেই বালিকা-স্বভাব-সুলভ চপলতানিবন্ধন প্রফুল্লমুখী; গোবিন্দরায় বৃদ্ধ,—পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠাপ্রদর্শিনী তৎস্মরণে ম্লানমুখী, আমিও সেই জন্য সমদুঃখিত। লোকে বলে সমরেন্দ্রসিংহ ইন্দুমতী লাভাশায় বৃদ্ধের এত ভক্ত—আমি তজ্জন্যে লজ্জিত হই—কিসের লজ্জা? লোকে বলে বলুক, আমি কাহারও কথা গ্রাহ্য করিব না। যাহার সরল অন্তঃকরণের সহিত আমার অন্তরের তিলমাত্র অনৈক্য নাই, তাহার দুঃখে দুঃখী—সুখে সুখী—অনুতাপে অনুতপ্ত—সৌভাগ্যে ভাগ্যবান হব, বিচিত্র কি?

(ভোজনসিংহের প্রবেশ ও এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

স্থির ক্ষণ-প্রভানিভ নবীনা যুবতী,
কমলনিন্দিত কিবা কোমল প্রকৃতি!
শান্তবিভা শারদেন্দু সরমদায়িনী,
রসিকা, প্রেমিকা, মন-প্রাণ-নন্দয়িনী,
ললনা-ললামভূতা, মধুর বাদিনী——
শ্রবণ-ললিত, বীণা-বিনিন্দিত-ধ্বনি,
দূরীভূত শোকতাপ, পুলকিত মন;
প্রাণনাথ বলে ডাকে প্রেয়সী যখন।

ভোজ। (স্বগত) তাই ত! এঁকে যে রমণী-প্রেমাসক্ত দেখচি! রূপ বর্ণনার ঘটাটাই বা কি! আবার "প্রাণনাথ" বলে ডাকে—ভাল, তার পর শুনাই যাক্।

সম। ইন্দ্রিয় সকল যদি হইত শ্রবণ,
করিতাম মনোসুখে সুরব শ্রবণ,—
সুমধুর, সুকোমল, সুস্বরলহরি,
অকপট, সুললিত, প্রাণ-তৃপ্তি-কারী।
সর্ব্বাঙ্গ আমার যদি হ'ত নেত্রময়
দেখিতাম আশা মত সৌন্দর্য্যনিচয়,—
অলৌকিক আভাময়ী রূপবতী নারী,
ব্রীড়া-সঙ্কুচিতা সতী,—মধুর মাধুরী,
সুশীলা, সুমতি, শান্ত, সরলা, সুন্দরী,
হৃদি-নভ-পূর্ণ-ইন্দু ইন্দু প্রাণেশ্বরী।

ভোজ। (স্বগত) ইন্দু! (চিন্তা) হুঁ! সেই জন্যই গোবিন্দরায়ের এত ভক্ত! তবে তো জনরবটা মিছে নয়!

সম। না হেরি তাহারে মন সদা উচাটন,
ঘোরতর অমাবৃত নিরখি ভুবন,
বাসনা বাসিতে বনে বরাননা বিনে,
পলকে প্রলয় জ্ঞান যার অদর্শনে ;
জগতে অপর বস্তু দেখিবার নাই,
সে ধন বিহনে বুঝি নয়ন হারাই,—
প্রাণ বিসর্জ্জিতে পারি কি ছার নয়ন!
যদি না দেখিতে পাই ইন্দু-সুবদন।

ভোজ। (স্বগত) ও বাবা! এর ওপর আবার বিরহ! প্রাণত্যাগ কর্ত্তেও প্রস্তুত! যা হোক্ খুব রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা কচ্চেন বটে! পাত-

শাহ যে এঁকে ভীলদিগের আক্রমণ নিবারণ কর্ত্তে নিযুক্ত করেছেন তার উদ্যোগ এই বটে! তা এঁরই বা দোষ দিব কি? ইনি আপনিই দেখ্‌চি বিরহের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত, তা অন্যের উপর আক্রমণ নিবারণের উদ্যোগ কর্‌বেন কি? ওঁর তো একটা বই প্রাণ নয়—তা তাকেই যে কতবার কত স্থানে ত্যাগ কচ্চেন তার আর সংখ্যা নাই! একবার প্রেয়সীর জন্য, একবার প্রেয়সীর বিরহের জন্য, আবার সম্রাটের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন ভীলদিগের আক্রমণ নিবারণের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ কর্‌বেন! তাই ত গা! মিন্‌সে পাগল হল নাকি? আরে! প্রাণটা কি ছানাবড়া না মতিচুর, যে এ পাতে এক্‌টু ও পাতে এক্‌টু ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেবে। আর তাই যেন হল, তা হলেও যাদের পাতে দিচ্চেন তাদের মন উঠ্‌বে কেন? বাবা, ছানাবড়া হেন জিনিস কি একটু আধটু খেয়ে তৃপ্তি হয়? না ভাঙ্গাচুরগুলো মুখে তোলা যায়?

সম। প্রণয়-পয়োধি মাঝে স্বর্ণ-কান্ত মণি,
উত্তমতা গর্ব্ব খর্ব্ব কারিণী রমণী,
মনমন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবী সুবিমলা,
সতীত্ব সুরেণু সহ গ্রথিত সরলা;
সে মম প্রাণের প্রাণ প্রেয়সীরতন,
জীবন যাহার তরে ধরিছে জীবন;
প্রাণ-ধন বিনে বুঝি প্রাণধন যায়,
প্রবারিতে তারে আর না দেখি উপায়,
কোথা সতী ইন্দুমতী প্রশ্রিতা প্রেয়সী!
প্রয়াণ-উন্মুখ প্রাণ রাখ হে রূপসি!

প্রাণ রাখ প্রাণ তুমি দিয়ে দরশণ,
প্রাণের অভাবে প্রাণ হতেছে নিধন।

ভোজ। এই নাকে কান্না আরম্ভ হল! এখন প্রণয়ের চারপো বিরহ উপস্থিত, ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে হচ্চে, এখন কোথা প্রিয়ে! আঃ, উঃ, স্তব, স্তুতি প্রভৃতি এসে যুটলো, এখন মরণ সময় ইষ্টদেবী প্রণয়িনী না হলে আর কেউ তরাতে পার্‌বেনা। হায় রে প্রণয়! আর হায় রে বিরহ! তোমাদের ধিক্! এমন করেও মানুষকে জ্বালাতন করে মার্‌তে আছে; পড়তে শর্ম্মার পাল্লায় তো টের্‌টা পেতে—আহার নিদ্রার ধূমে ছুটে পালাতে পথ পেতে না। তা শক্তের কাছে তো এগুতে পার না, কেবল ফচ্‌কে ফচ্‌কে ছোক্‌রাদের পেছনেই লাগ্‌তে শিখেছ! (চিন্তা করিয়া) আর কতক্ষণই বা এঁর ছড়া শুন্‌বো—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ছুটো একেবারে ধরে গেছে।

সম। যাক্ প্রাণ তাতে ক্ষতি নাহিক আমার,

ভোজ। (সহসা সম্মুখে আসিয়া)

রাজাজ্ঞা পালন ভাল হতেছে তোমার।

সম। (চমকিত হইয়া) অ্যাঁ?——কেও! তুমি—তুমি কখন—কতক্ষণ এখানে এসেছ?

ভোজ। এই যতক্ষণ আপনি রূপ বর্ণনার ছড়াটা কাটাতে আরম্ভ করেছেন, অধিকক্ষণ নয়!

সম। না, না—এই দেখছিলুম—একটা রূপ বর্ণনা করে দেখ্‌ছিলুম, কেমন হয়।

ভোজ। কার?

সম। অ্যাঁ!—কার?—এই কোন একটী সুন্দরীর।

ভোজ। সুন্দরী ত বুঝলুম—সুন্দরী না ত কি একটা কদাকার স্ত্রীলোকের

রূপ বর্ণনায় এত ছড়ার দরকার? ভাল লোকটা কে, ভেঙে চুরেই বলুন্ না।

সম। না, এমন কেউ নয়—তবে কি না একটা রচনা করে দেখছিলেম।

ভোজ। তা ইন্দুমতীই বুঝি কবি মহাশয়ের প্রথম লক্ষ্য হল?—না ভাল বটে; প্রণয়, বিরহ, সব সমেত রচনাটী ভালই হয়েছে।

সম। (অপ্রতিভ ভাবে) ভোজন!——

ভোজ। আহা! নামটি কেমন স্থন্দর দেখুন দেখি! কি ইন্দুমতী ইন্দুমতী করছিলেন, এর কাছে কি আর তা লাগে? ভো-জ ন, কি স্থমধুর! শুন্‌লে কর্ণ পবিত্র হয়, এতে আমার বাপ মার যে কত পুণ্য প্রকাশ হচ্চে তা এ পাপ মুখে আমি আর কি বলিব! বেচে বেচে কি চমৎকার নামটী রেখেছেন বলুন দেখি? আর আমার তাঁর——

সম। উত্তম, কিন্তু বিবাহ——

ভোজ। আজ্ঞা, যদি অনুমতি করেন, তা না হয় ঘটকালিটা করে দেখি; আর কিছুদিন চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ত আছেই।

সম। না—না—তা কেন, তা কেন, বলি এ——।

ভোজ। ক্ষতি কি?—বিরহের পর মিলনটা বড় স্থখদায়ক, এটা উভয়তঃ।

সম। অ্যাঁ? উভয়তঃ! সে কি রকম?

ভোজ। আজ্ঞা, এটা আর বুঝতে পাল্লেননা? এই আপনি যেমন ইন্দুমতীর বিরহে হাহাকার কচ্চেন—আমার উদরধামও আহারের বিরহে দিবারাত্র সেই রকম খাঁ খাঁ কচ্চে। ঘট্‌কালিটা যদি কত্তে পারি, তা হলে আপনারও যেমন স্থখ, আমার সেই রকম মনের অপার আনন্দ। গোবিন্দর মেয়ে যেমন আপনার, আহারীয় দ্রব্যাদিও তেমনি আমার; তার অদর্শনে আপনার চক্ষের দোষ ঘটে, ভোজনাভাবে আমিও তদ্রূপ চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখি; কেমন, এখন বুঝলেন?

সম। ভোজন! আর আমায় লজ্জা দিওনা ভাই! ও সকল কথা তোমাকেই বলতেম—তা তুমি আগে শুনেছ ভালই হয়েছে।

ভোজ। না, একটী সুন্দরীর রূপ বর্ণনা করে দেখছিলেন না?

সম। আর কেন ভাই—আর লজ্জা দিবার দরকার কি?—তা এখন কোথা থেকে আস্‌চ?

ভোজ। আমি আর কোথা থেকে আস্‌ব—ওই ময়রা মহাত্মার গোলোক-ধাম থেকেই আপাততঃ আস্‌চি।

সম। রাজবাটীর সংবাদ কি?

ভোজ। সেটা বড় খারাপ।

সম। কেন? তোমার আহারের কিছু ক্রটী হয়েছে নাকি?

ভোজ। (কল্পিত ক্রোধে) অ্যাঁ! কি? আমি যবনদত্ত আহার গ্রহণ করব? অর্থই যেন নিয়ে থাকি——

সম। তবে সংবাদটা কি মন্দ?

ভোজ। আমি কিছু বল্লেই আপনি খাবার খোঁটা দেবেন; আর কিছু বল্‌ব না।

সম। না না, তামাসা কচ্চি নে, সত্য করে বল।

ভোজ। বলব? তবে বলি?

সম। অনুমতি চাচ্চ না কি?—কি বলবে বল।

ভোজ। কে জানে শুনছিলুম দক্ষিণ পাড়া থেকে একটা মেয়েকে ভীল ব্যাটারা চুরি করে নিয়ে গেছে। সম্রাট সেই জন্য বড় ব্যাকুল হয়েচেন; তাদের অত্যাচার দিন দিন বাড়্‌তেই লাগল।

সম। দক্ষিণ পাড়ার? কার্ কন্যা?

ভোজ। তা আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারিনে।

সম। আমি দুদিন এখানে ছিলেম না বলে এতদূর বাড়িয়েচে? কুলস্ত্রী অপহরণ?

ভোজ। আজ্ঞা আপনি এখানে যতদিন থাকেন ততদিন ভয়ে কিছু কত্তে পারে না, আপনি যদি এখান থেকে এক পা নড়্‌লেন তাহলেই ওরা যো পেয়ে বসে। ঐ যে বলে——

"যার কর্ম্ম তারে সাজে।
অন্যে যেন লাঠি বাজে॥"

তা আপনার কায কি আর কেউ চালাতে পারে? না অনন্ত দেবের ভার একটা ঢোঁড়া সাপে বইতে সক্ষম হয়?

সম। গোবিন্দ রায় আর তাঁর বাড়ির সকলে ভালত?

ভোজ। (স্বগত) "যার যেখানে ব্যাথা; তার সেখানে হাত"—ঐটিই আদৎ

সম। চুপ্‌করে রইলে যে? তাদের কোন——

ভোজ। পরশু বৈকালে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কই, তাঁর মুখেত অন্য কিছু শুনলুম না। তা এখন অনেক ক্ষণ আসা হয়েছে, চলুন, রাজবাটীর দিকে একবার যাওয়া যাক্।

সম। (উঠিয়া) হ্যাঁ চল, যাওয়া যাক্।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জেবুয়া——সুখনায়েগের উপবেশনাগার।

(সুখনায়েগ ও চন্দ্রভণ আসীন)

সুখ। চন্দ্রভণ! আমার সুখ সাগরে সুখের জল সব উথ্‌লে উথ্‌লে উঠ্‌চে, মাইরি, আর ধরে না!

চন্দ্র। সে তো কানায় কানায়ই ছিল, তবে ঐ ছুঁড়িটাকে এনে অবধি যা বল।

সুখ। ছুঁড়ি ত নয় যেন একটা আভাঙ্গা অপ্‌সরি—আহা! সেই বাগানটার ভিতর যে কি গানই গাচ্ছিল, আহাহা! মরে যাই, তা আর কখন ভুল্‌তে পারবনা। তেমন মিষ্টি আওয়াজ আর কখন কানের ভিতর যায় নি——সেই অবধি আমি মরে আছি।

চন্দ্র। তুমি কেবল ঐ শুনেই মরেছ বুঝি?

সুখ। ও কি সামান্যি র‍্যা!

চন্দ্র। না বাবা, ওকে ধরে আন্‌বার সময় যখন পথে ওর মুখ চেপে ধরি তখনই আমি মরেছি। বাপ্‌ মায়ের ভারি পুণ্যির জোর যে তখন অজ্ঞান হয়ে পড়িনি।

সুখ। যা বল্লি তা বড় মিছে নয়, তবে আমি এ কাযে খুব ভুক্তভোগী কিনা, তাই তখন ঠিক ছিলুম, ছুঁড়ির গা খানা যেন ননি!

চন্দ্র। আমি কিন্তু বাবা মুক্তি লাভ করেছি,——দর্শনে পর্শনে মুক্তি।

সুখ। আর আমিই কি পতিত আছি ?

চন্দ্র। না বাবা, নরকের চৌষট্টি টা কুণ্ড তোমার জন্যে সাজান রয়েচে।

সুখ। ওরে সে তো শুভদিষ্টির কথা—নরক তো গুল্‌জার।

চন্দ্র। হাঁ তা বই কি, এখন তোমার শুভদৃষ্টি হলেই হয়।

সুখ। ওরে, নরক কি এখন সে রকম আছে যে, সেখানে যেতে ভয় করব? কত শত ইয়ার সেখানে ইয়ার্‌কি মার্চ্চে—কত পর্‌পুরুষ সোহাগী মেয়ে মানুষ সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে—কত গান, নাচ, বাজনা সেখানে রাত্তির দিনই হচ্চে—বাবা, নরক কি আর এখন সে নরক আছে, এখন স্বর্গের উপর ধ্রুব লোকের মত নরক একটা আলাদা লোক হয়ে পড়েচে ———এখন সেটা ইয়ার লোক—ইয়ার হলেই বাবা সেখানে যেতে খুসি হবে।

চন্দ্র। আহা! তোমার বুদ্ধি খানি কি শরু!

সুখ। মাতার চুলের চেয়েও।

চন্দ্র। তবে নাই বল্লেই হয়।

সুখ। ও আপদ না থাকাই ভাল। শেষ কালে অতি হয়ে পড়্‌লে দড়ি বইতে বইতে প্রাণটা যাবে।

চন্দ্র। তার আর সন্দেহ কি!

সুখ। মাইরি! যা কিছু ছিল, কদিন হল আর তাও নাই। ঐ ছুঁড়িকে এনে অবধি আমার বল বুদ্ধি সব গিয়েচে, ও ত আমার কথায় কোন মতেই রাজি হয় না, আবার সে দিন একটা ভারি খারাপ্ কথা বলেচে—

চন্দ্র। বাপান্ত করেচে নাকি ?

সুখ। তা নয়, কিন্তু তার কাছাকাছি।

চন্দ্র। তবু কি রকম ? বের—

সুখ। দূর! আমায় বাবা বলে ফেলেচে—বল্লে "তুমি আমার পিতে, তুমি আমার পিতে, তুমি আমায়—"

চন্দ্র। যা! সর্ব্বনাশ করেচে তো?—তবে তোর দফা গয়া দেখ্‌চি, ও হতে আর তোর কিছুই হবে না, তবে যদি একটা দউত্তুর করে নিতে পারিস্, তাহলে মলে এক গণ্ডুষ জল পাবার পিত্তেস্ থাক্‌বে।

সুখ। দুর্ বেটা পাজি!

চন্দ্র। তবে তুমি ভাই আজ থেকে আমার শ্বশুর হলে। মাইরি, শ্বশুর মহাশয় প্রণাম হই।

সুখ। নে,—তুই একটু মদ আনতে বল্, গলা শুকিয়ে উঠ্‌চে।

চন্দ্র। শ্বশুর মহাশয়ের অনুমতি হলেই হয়, (নেপথাভিমুখে) ওরে মদ নিয়ায়।

(এক জন দাসের মদ্য দিয়া প্রস্থান)

সুখ। (মদ্যপানানন্তর) খাও চাঁদ, একটু সুধা খাও, অমর হবে।

চন্দ্র। শ্বশুর মশাই! জামাই ব্যাটা কি এত ব্যল্লিক যে তোমার হাত থেকে মদের গেলাষ নিয়ে তোমার সুমুকেই খাবে? (পশ্চাৎ ফিরিয়া মদ্যপান)।

সুখ। তুই ত খুব হিসেবি ছেলে দেখ্‌তে পাই!

চন্দ্র। যোড়া পাওয়া ভার।

সুখ। তুমি বেঁচে থাক বাবা। (মদ্যপান)

চন্দ্র। তোমার হরণ করা মেয়ের স্বামী হয়ে।

সুখ। বকিস্ কেন? সে যখন বলেছিল তখনই বলেছিল এখন ত আর নয়?

চন্দ্র। (মদ্যপানান্তর) তোমার শশিপ্রভা কিন্তু ওর কাছে ঝক্ মেরেচে—

সুখ। ওরে, ঢাকের কাছে কি ট্যাম্ টেমের বাদ্যি—না সুয্যির কাছে পিদ্দিপের আলো? ও ছুঁড়ি এক চিজ্ জন্মেচে—রত্নবিশেষ!

চন্দ্র। রত্নহার কিন্তু হনুমানের গলায় পড়েছে।

সুখ। জলেই জল বাদে, বাবা, রত্নর কাছেই রত্ন আসে।

চন্দ্র। তুমি একটি মহারত্ন! শ্বশুর মহাশয় প্রণাম হই; আশীর্ব্বাদ কর বাবা।

সুখ। জন্মএইস্ত্রী হয়ে থাক, হাতের [illegible] যাক্, পাকা চুলে সিঁদুর পর, আর মরণ কাল পর্য্যন্ত মদ খাও—

চন্দ্র। দে বাবা, তুই পায়ের ধুল দে (পদধুলি গ্রহণ)।

সুখ। হ্যাঁ, তোমার্ বুদ্ধি হয়েচে——একটু মদখাও—

চন্দ্র। আর না, ঢের খেয়েছি।

সুখ। অগ্নির মন্দাগ্নি কেন বাবা——ঢক্ করে এইটুকু গিলে ফেল, লক্ষী চাঁদ আমার—(মদ্যদান)

চন্দ্র। আপনি হচ্চেন শ্বশুর—গুরুলোক, আপনার কথা অগ্রাহ্য কর্ত্তে পারিনে (মদ্যপান)

সুখ। চন্দ্র! কি করি বল্ দেখি, ছুড়ি ত কোন মতেই রাজি নয়, সুমুকে গেলেই একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে, বলে "গলায় দড়িদে মর্‌ব, পাহাড় থেকে ঝাঁপ খেয়ে প্রাণত্যাগ কর্‌ব——"

চন্দ্র। তোমার যেমন পাহাড়ে পিরিত!

সুখ। কেন, আমিত খুব রসিকতা কত্তে পারি, তা সে নিজে অরসিক তা, আমি কি কর্‌ব বল। আমার ত কিছু অপরাধ নাই।

চন্দ্র। তোমার না হয় আমারই যেন হল, তা এখন——

সুখ। এখন কি করি বল্ দেখি, আপনি ত কিছু উপায় দেখ্‌তে পাইনি।

চন্দ্র। বাবা, সাপ ধরা পড়েই কি পোষ মানে? আগে বিষ মারা হোক্, তার পর যে দিকে নাচাবে সেই দিকেই ন.চ্‌বে।

সুখ। মাথার উপর তুলে নাচাবো।

চন্দ্র। তুমি একটু বস, আমি খোসালকে ডেকে আনি; মদ ফুরিয়েচে।

সুখ। আর নাই!

চন্দ্র। ঐ বোতলে যে টুকু আছে। (প্রস্থান)

সুখ। শশিকে ডেকে দাও তো!——(স্বগত) শীকার মুখে পেয়েও কি ত্যাগ কত্তে হল? এ তো কম দুঃখের কথা নয়। এত কষ্ট করে নিয়ে এলুম কি ওর্ চোক্ রাঙ্গানি দেখবার জন্য? ওঃ! শালী

যেন আমায় বোকা [illegible]ছে। ওগ্‌রাতেও পারিনে ফুকরাতেও পারিনে——যেমন বোবার মত যাই তেমনি বোবার মত ফিরে আসি।

(শশিপ্রভার প্রবেশ)

শশি। আবার আমার খোঁজ পড়েছে কেন?

সুখ। আলোর জন্য।

শশি। এই দুপুর রদ্দুরে আবার আরো আলো?

সুখ। আলো ত এখন হল, এতক্ষণ অন্ধকারেই ছিলুম। বলি, চাঁদমুখে একটু মদ দেবে?

শশি। আমি তোমায় পঁচিশ দিন বলেছি আমায় ও সব কথা বলনা, ফের আমায় ও কথা!

সুখ। উঃ! রাগ হলো নাকি?

শশি। এক্‌তো আমার সতীত্ব খেয়েছ আবার মদ খেতে বল লজ্জা-করে না?

সুখ। বেহায়ার আবার লজ্জা কি?

শশি। তা মিছে নয়,——তোমার মত বেহায়া কি আর পৃথিবীতে আছে? যে তোমাকে পিতা সম্বোধন করেছে তুমি কোন মুখে আবার তার কাছে প্রণয় জানাতে যাও? তোমার কি মৃত্যু নাই—যম কি একেবারে তোমায় ভুলেচে?

সুখ। কেন, সতিন হবে বলে এত রাগ বুঝি।

শশি। পেটের মেয়ে আবার সতিন হবে কি?

সুখ। (সহাস্যে) তুমি কি তার গর্ভধারিণী?

শশি। তা যা হোক্, আমায় ডাক্‌লে কেন এখন বল?

সুখ। কেন একটু দাঁড়াতে পার না? ঘোঁড়ায় জিন লাগিয়ে এসেছ নাকি?

শশি। তাকে খাবার দাবার দিতে হবে না? সে ছেলে মানুষ এত বেলা

পর্য্যন্ত না খেয়ে থাকতে পার্‌বে কেন? একেইত একেবারে দড়ি হয়ে গেচে।

সুখ। তাই বলনা কেন, তবে—

শশি। ডেকেছিলে কেন বল?

সুখ। বলি, তুমি আমার কথা রাখবে তো?

শশি। অত শত জানি না, বল্‌তে হয় বল, শুনে যাই।

সুখ। বলি, সে কি বলে?

শশি। বল্‌বে আবার কি?

সুখ। কেন?

শশি। তোমার চেষ্টার চেষ্টাই ফল, যত্নের যত্নই ফল, আর বেশি কিছুর পিত্তেশ করো না।

সুখ। অমন কথা বল না, আমার মাথায় পা দিয়ে ডুবিও না, একবার তুমি একটু মনোযোগ কর তা হলেই আমি বাঁচি।

শশি। আমি কি করবো?

সুখ। বলে কয়ে ওর মনটা একটু নরম———

শশি। মূর্খ! সতী কি কোন কালে অসতী হয়ে থাকে? আমার সাধ্য কি যে তার মন নরম করি, দেবতারাও তা পারেন কি না সন্দেহ।

সুখ। তবে আমার দশা কি হবে?

শশি। যা হবার তাই হবে।

সুখ। তুমি আমায় মেরে ফ্যাল না কেন? তা হলে ত আর এ যন্ত্রনা ভুগ্‌তে হবে না।

শশি। মরণ আর কি!

সুখ। সুখের তাতেও সুখ যদি না তাকে পাই।

শশি। তোমার মরণ ঐ রকমেই হবে। তোমার কপালে বিস্তর ভোগ আছে! ভেবে দেখ দেখি, কত শত কুৎসিত কায তোমার দ্বারা হয়েছে, কত কুলকামিনী তোমার করাল কবলে পড়ে সতীত্ব রত্ন

হারিয়েছে, তুমি কত শত লোকের জন্মের সুখের হন্তা হয়েছ, কত পরিবারকে একেবারে শোকার্ণবে মগ্ন করেছ, কত নিষ্কলঙ্ক কুলে কালি দিয়েছ, কত পিতামাতাকে অপত্যশোক প্রদান করেছ; তোমার জীবনে ধিক্, তোমার লোকের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা করেনা? তেজেন্দ্রসিংহের কন্যা শশিপ্রভাকে কে মজালে? তুমিই ত। তুমিই তাকে তার স্নেহশীল পিতার ক্রোড়শূন্য করে জেবুয়ার গিরী-দুর্গে এনে তার সতীত্ব রত্ন হরণ করেছ, আবার গোবিন্দরায়ের কন্যাকেও এনেছ। উঃ! পৃথিবীতে এমন ঘৃণিত কার্যই নাই, যা তুমি না কত্তে পার।

সুখ। (স্বগত) উঃ! বেটির মুখ দিয়ে যেন খই ফুট্‌চে, কি বল্‌ব এখন ওর হাতে রয়েচি, তা না হলে ওর নৎনাড়া এক চড়ে ঘুরিয়ে দিতুম।

শশি। তুমিই আমার ইহকাল পরকাল নষ্ট করেছ। তোমার অদৃষ্টে সামান্য দুঃখ নাই—তোমার পরকালে কি হবে কখন ভেবে দেখেচ?

সুখ। পরকাল আবার কি? পরকাল কি আছে? সে সব কথার কথা।

শশি। হায়! আমায় জন্মের মত মজিয়েচ, আমার যে এর পর কি হবে তা বল্‌তে পারি না (রোদন)।

সুখ। তোমার পায়ে পড়ি, রাগ করোনা; (চরণ ধারণ) আমার দিকে একবার মুখ তুলে চাও; তুমি তাকে একবারটি বল, তোমার সুপা-রিষে হতে পারবে।

শশি। পা ছেড়ে দাও, ওকি! পুরুষমানুষ হয়ে মেয়েমানুষের পায় ধত্তে আছে?

সুখ। না, আমি ছাড়্‌ব না; তুমি একবার বল্‌বে বল?

শশি। কি বল্‌ব? ও কি বলবার কথা; পা ছেড়ে দাও।

সুখ। তা কখনই ছাড়্‌ব না—বল তুমি সুপারিষ করবে?

শশি। সেও কি কথা! শত্তুরকেও যে মানুষ এ কথা বল্‌তে পারে না।

এক তো জান্‌তে পাচ্চি এ কাযে কত সুখ, তাতে আবার আমি কোন মুখ নিয়ে তাকে এই ছাই কথা বলব!

সুখ। আমি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব (মস্তক খুঁড়ন)।

শশি। কি কর, পাগল হলে নাকি? আঃ! পা ছেড়ে দিয়ে বলনা—নেহাত পাগলের মত কথা বার্ত্তা কও যে।

সুখ। আমি পাগলই হয়েছি—তুমি বল বলবে তা না হলে এই দেখ মরি (মস্তক খুঁড়ন)।

শশি। (স্বগত) এ তো বিষম বিপদে পড়্‌লুম দেখ্‌তে পাই—ছিনে জোঁক ছাড়েনা; কিই বা করব, আহা! বাছা যেন সরলতার প্রতিমা খানি! কপটতা কি পাপ-প্রবৃত্তি কাকে বলে কিছুই জানেনা, কি করেই বা তাকে অমন কথা বলি। তার এখানে আসা অবধি আমি তাকে আপনার মেয়ের মত দেখি—সেও আমাকে মার মত ভক্তি করে, তাকে কি করে বলব যে, যে পুরুষ শত শত স্ত্রীলোকের পরকালের পথের কাঁটা হয়েচে, যার শরীরে দোষ বই গুণের লেশমাত্র নাই, যে পৃথিবীর সমস্ত পাপের আকরস্থান, তাকে তুমি ভজনা কর? সেই বা তা হলে আমাকে কি মনে করবে! তা যাই হোক্, এখন ত বলব বলে এর হাত থেকে এড়াই, তার পর-——

সুখ। চুপ করে রইলে যে? বল তুমি বলবে, তা নইলে (মস্তক খুঁড়ন) এই মরি।

শশি। আচ্ছা বলব—তোমার আর মাথা খুঁড়তে হবে না।

সুখ। তা আমি শুনিনে; তুমি তিন শত্তুর কড়ার কর।

শশি। আচ্ছা, বলব—বলব—বলব, এখন পা ছেড়ে দাও।

সুখ। কেবল তাই নয়, আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে শুন্‌ব কিন্তু।

শশি। কেন, আমার কথায় কি তোমার বিশ্বাস হয় না? তিন সত্যি করে যখন বল্লুম তখন বলবই এখন; আমার কি ধর্ম্মভয় নাই?

সুখ। (স্বগত) তোর ধর্ম্ম বড় আছে কিনা, তাই তোর ধর্ম্ম ভয় থাক্‌বে;

(প্রকাশ্যে) না, তুমি বলবে তা আমি জানি ; তবে কি না, সে কি বলে তাই লুকিয়ে শুন্‌ব। (স্বগত) বেটী আমাকে বোকা ভোলাচ্চেন, উনি বলবেন বল্লিই আমি যেন বিশ্বাস কর্‌ব ; তবু তিন শত্তুরটা করিয়ে রাখলুম, মেয়ে মানুষ, যদি ওতেই ভয় করে।

শশি। (স্বগত) তবেই ত মহা বিপদে ফেল্লে দেখ্‌তে পাচ্চি ; এ মায়াবী কি সামান্য কুচক্রী ! তা যা বলব বলে ফেলেছি তা বলতেই হবে ; আমার আবার লজ্জা আর মানের ভয়।

সুখ। তা চল এখন।

শশি। তোমার যে আর দেরি সয় না দেখতে পাই, তাকে নাইতে খেতে দেও। সে তো আর তোমার মত পাগল হয় নি।

সুখ। না – না —বলি, তাই বলছি কখন যাবে।

শশি। এখন ত স্নানাহার করবে চল, তার পর বলা যাবে এখন।

সুখ। হ্যাঁ চল, তবে তাই যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

ইতি প্রথম দৃশ্য।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জেবুয়া——সুখনায়েগের কারাগার।

(শশিপ্রভা ও ইন্দুমতীর প্রবেশ)

শশি। ————তা আমি কি কর্‌ব বাছা, আমি পরাধীন মেয়েমানুষ, ও আমায় যা বলবে তাই আমায় কত্তে হবে ; পাছে আমি তোমাকে

ওকথা না বলি, বলে আবার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিল। এই চলে গেল ; এখন আমি খুলে বলচি যে, ওকথা আমি তোমাকে মনের সহিত বলি নাই——কেবল ওর মন রক্ষার জন্য যাই হোক্। তা না হলে পেটের মেয়েকে কি মানুষে ওকথা বল্‌তে পারে ?

ইন্দু। মা ! আপনি আমার এই বিপদ সাগরের এক মাত্র সহায়, এ দুদ্দি-নের এক মাত্র বন্ধু, আপনারই স্নেহে ও যত্নে আমি এখানে বেঁচে রয়েছি ; আপনার মুখে ওসব কথা শুনে আমাতে আর আমি ছিলুম না, তা না কেঁদে আর কি কর্‌ব ?

শশি। (স্বগত) আহা ! এমন মিষ্টি কথা ত কখন শুনি নাই। বাছার যেমন রূপ তেমনি গুণ ! যে এত ভাল তার অদৃষ্টে এত দুঃখ ! আমি পোড়াকপালী ওকথা বলে কি কুকার্যই করেছি !

ইন্দু। (সরোদনে) আমার মত হতভাগিনী রমণী কুলে আর কেহ কখন জন্ম গ্রহণ করে নাই, বাল্যকালে স্নেহময়ী জননীকে হারিয়েছি, তার পর বৃদ্ধ পিতার স্নেহ মমত্বে সেই মহাশোক এক প্রকার বিস্মৃত হয়ে কথঞ্চিৎ সুখে ছিলুম ——তাও আবার এই পাপ পিশাচ জলাঞ্জলি দিয়েছে !

শশি। (হস্ত ধারণ করিয়া) ইন্দু ! তুমি আর কেঁদো না মা ! তোমার কান্না দেখলে আমার বুক ফেটে যায় ! তুমি চুপ্ কর। পূর্ণিমের চাঁদ কি মেঘে ঢেকে থাক্‌লে ভাল দেখায় ?

ইন্দু। আপনি আমাকে রোদন কত্তে বারণ কর্‌বেন না ; এই দুস্তর বিপদে আমার চক্ষের জলই একমাত্র সহচরী,—— এ পাপের একমাত্র শান্তি-জল !

শশি। তোমার আর পাপ কোথায় মা ! তোমার মত সতী সাধ্বী কি আর এ জগতে জন্মাবে ?

ইন্দু। যখন দুরাত্মা আমাকে স্পর্শ করেছে তখনই আমার দেহ কলুষিত হয়েছে, হায় ! আমি পূর্ব্ব জন্মে যে কত পাপ করেছি তার আর সংখ্যা

নাই, কত পুত্রকন্যাকে যে পিতামাতায় বঞ্চিত করেছি, কত শত সতী সাধ্বী পতিব্রতা কামিনীকে যে পতিধনে বঞ্চিত করেছি, তা আর বলতে পারি না, তা না হলে আর আমার এ দশা ঘটে ?

শশি। তোমার মত গুণবতী মেয়ে আর জন্মাবে না; তোমার অদৃষ্টে যে এত দুঃখ ছিল তা স্বপ্নের অগোচর !

ইন্দু। আমার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।

শশি। ও কথা মুখে এনো না, আপনি আপনার মরণ কামনা কি কত্তে আছে ? কেন, রাবণ যখন সীতা দেবীকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে গিয়েছিল, তখন কি তিনি সেই পাপে প্রাণত্যাগ করেছিলেন—না পুনরুদ্ধারের আশায় প্রাণ ধারণ করেছিলেন ?

ইন্দু। আমারও সেইরূপ ঘটেছে, দস্যুপুরী রাক্ষসপুরী হতেও ভয়ঙ্কর; তুমিই আমার সেই অশোকবনের সরমা—বিপদের একমাত্র সহায়, জীবনধারণের একমাত্র উপায়; তোমারই স্নেহগর্ভ প্রবোধ বাক্যে আমি জীবন ধারণ করে আছি ! এখানে আমাকে আমার বলে এমন আর কেহই নাই (রোদন)।

শশি। আবার কাঁদ কেন ? চুপ্ কর।

ইন্দু। মা ! কাঁদ্‌বার জন্যেই যে আমার জন্ম হয়েচে; তা আমি কাঁদ্‌বনা ত আর কাঁদবে কে ?

শশি। ইন্দু ! দস্যুদের কারাগারে বদ্ধ থাক্‌বার জন্য কি বিধাতা তোকে এত সুন্দরী করেছেন ?

ইন্দু। এ পোড়া রূপই আমার কাল হয়েছে ! হায় ! পরমেশ্বর যদি আমায় কুৎসিত কত্তেন তা হলে বোধ হয় আমায় দস্যুরা স্পর্শও কর্‌ত না; এত যন্ত্রণাও ভোগ করতে হত না। উঃ ! আমার প্রাণের ভিতর কেমন কচ্চে।

শশি। দিন রাত কেবল কেঁদে কেঁদে আর গুম্‌রে গুম্‌রে বেড়াবে, তা

প্রাণের আর অপরাধ কি ? না হয় আমার কোলে একটু মাথা দিয়ে শোও (উপবেশন)।

ইন্দু। শুয়েই বা আর কি হবে, আমার শোয়া বসা দুই সমান, যে জ্বালা সেই জ্বালা।

শশি। (ইন্দুর হস্ত ধরিয়া) আমার কথাটাই শোন—একটু ঘুমোও দেখি।

ইন্দু। (দীর্ঘনিশ্বাসে) তবে তাই করি, (শশিপ্রভার ক্রোড়ে মস্তক দিয়া শয়ন) প্রাণটা এমন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে কেন ?

শশি। ঘুমিয়ে পড়, সব সেরে যাবে।

ইন্দু। দক্ষিণ চক্ষুটা অনবরত স্পন্দিত হচ্চে—এ সব ভারি অমঙ্গলের লক্ষণ, এর চেয়েও যে আমার আরো কি বিপদ ঘটবে তা ত বল্‌তে পারি না——(ক্রমশঃ নিদ্রিতা)।

শশি। আমি কি পাপীয়সী ! এই সরলতার নিদানস্বরূপা কামিনীরত্নকে দস্যুকরে সতীত্বরত্ন অর্পণ করতে অনুরোধ করছিলুম ; সতী অসদভিপ্রায় সাধনের উপকরণ হবে আমি তাতে উৎসাহ দিতে প্রবৃত্ত হচ্ছিলুম ; হায় ! আমার শরীরে কি মনুষ্য চর্ম্মের নাম মাত্র নাই ! আপনি অধঃপাতে গিয়েছি—সতীত্বে জলাঞ্জলি দিয়েছি, তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে আবার এই পবিত্র কুল-কামিনীকে সেই কুৎসিত পথের পথবর্ত্তিনী করবার জন্য, লজ্জার মাথা খেয়ে, মুখ ফুটে এই কুৎসিত কথা বল্লুম ! লজ্জা ? বেশ্যার আবার লজ্জা কি ? রে কুলকণ্টকী কলঙ্কিনী শশিপ্রভা ! উপপতির মন রক্ষার্থে এমন স্বর্ণলতিকাকে দারুণ কণ্টকবনে নিক্ষেপ কত্তে উদ্যত হয়েছিস ! ধিক্ তোকে ! তুই কোন্ মুখে এই সর্ব্বনেশে কথা উচ্চারণ করলি ? যে তোকে জননীর মত জ্ঞান করে, যে তোকে এই বিপদসাগরের একমাত্র তরণী বলে জ্ঞান করে, তুই কোন মুখে তাকে এমন নিষ্ঠুর কথা বল্লি ! সেই দণ্ডে তোর জিহ্বা স্পন্দরহিত হলো না ! সেই ক্ষণে ঘোর রবে প্রজ্জ্বলিত অশনি পতিত হয়ে তোর মস্তক শতধা বিদীর্ণ

কল্লে না? সতীর সতীত্ব নাশ! তার আয়োজন! উঃ! পৃথিবি! তুমি যথার্থই সর্ব্বংসহা! এরূপ পাপিয়সীকেও বক্ষে ধারণ করে আছ! হায়! বালিকা ইন্দুমতীর যে বুদ্ধি আছে, সে যে উপায়ে আপনার সতীত্ব রক্ষা কচ্চে, তার শতাংশের একাংশও যদি আমার থাক্‌ত তা হলে——

(নেপথ্যে। হুঁ—হুঁ—হুঁ—তা—না—না——

পুনর্নেপথ্যে। ওরে কাঁদে কেরে? মহারাজার মত গলার আওয়াজটা শুন্‌ছি যে!

পুনর্নেপথ্যে। চন্দ্রভণ! না ভাই আমি কাঁদচি না—আমি গান গাচ্চি।

পুনর্নেপথ্যে। তবু ভাল, আমি মনে করেছিলেম কতগুণো বুনো শোরকে কে বুঝি ঠেঙাচ্ছে!)

ঐ বুঝি দুরাত্মা সুখনায়েগ এই দিকেই আস্‌চে; ও পামরের মুখ দেখ্‌তে আর তিলার্দ্ধও আমার ইচ্ছা নাই। আহা! সরলা বালিকাকে দুরাত্মা কত কটু কথা বল্‌বে এখন, আমি তা শুন্‌তে পারব না, তার চেয়ে আমি ওর আস্‌বার আগেই স্থানান্তরে যাই। (ইন্দুমতীর মস্তক ধীরে ধীরে ভূমিতলে রাখিয়া প্রস্থান)

(সুখনায়েগের প্রবেশ)

সুখ। (নিদ্রিতাচেতন ইন্দুমতীকে দেখিয়া) আহা! আমি যে সে দিন ছুঁড়িকে বিদ্যুল্লতা বলেছিলুম তা বড় মিথ্যা নয়! মাটীতে পড়ে আছে, আহা! যেন যথার্থই বিদ্যুৎখানি আকাশ থেকে খসে পড়েছে! তা এমন মেয়ে মানুষ যদি আমার স্ত্রী না হল, তা হলে ত আমার জন্মটাই বৃথা। সুন্দরি! আর কত কাল আমায় এরূপ কষ্ট দেবে? তোমার এ বিড়ম্বনা আর সহ্য হয় না; তোমার পায়ে ধরি একবার কথা কও। (ইন্দুমতীর চরণ ধরিতে অগ্রসর) (পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া) উঃ! একেই কি সতীর তেজ বলে! এই তেজপ্রভাবেই

কি সেই কাননস্থ নিযাদ একেবারে ভস্মরাশি হয়েছিল? (চিন্তা) এখন উপায় কি! সম্মতি? তা কি হবে? বল্‌তেও পারি না; ভাল, একবার ডেকেই দেখি না কেন? সুন্দরি! মন্মোহিনি! তোমার চিরদাস সুখনায়েগের প্রতি একবার করুণা কটাক্ষ নিক্ষেপ কর—এ গোলামের জন্ম সফল হোক।

ইন্দু। (নিদ্রাপগমে সহসা দণ্ডায়মানা হইয়া) স্বপ্ন-দৃষ্ট যমদূত? (হস্ত দ্বারা নয়ন মর্দ্দনানন্তর সুখনায়েগেকে দেখিয়া) কি পাপ! আপনি? আপনি আবার এখানে কেন? আমি ভেবেছিলেম সেই স্বপ্ন-দৃষ্ট যমদূত বুঝি এখনও আমার সম্মুখে রয়েছে।

সুখ। সুন্দরি! স্বপ্নেও কি আমায় দেখে থাক? তা এতটা না হলে কি আর ভালবাসা হয়! তবে আর কেন আমায় ছলনা কর! একবার সদয় হয়ে একটু প্রেম-কটাক্ষ নিক্ষেপ কর, অধিক কিছুর প্রয়াস করি না।

ইন্দু। (সক্রোধে) আবার ঐ কথা?

সুখ। কোকিলকণ্ঠি! কেন, আমি তোমার কি অপরাধ করেছি যে, তোমার এত বিষ নয়নে পড়্‌লুম? বল-পূর্ব্বক হরণ করে এনেছি বলে কি এত রাগ?

ইন্দু। ওরূপ কথা বল্লে আমি এই দণ্ডেই প্রাণত্যাগ করব; তুমি যাও।

সুখ। তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব? প্রিয়ে! তুমি কি আমার হবে না?

ইন্দু। দুরাচার! পামর! নরাধম! সে দিন যে তোকে পিতা সম্বোধন করেছিলেম, এই কি তারই মত উক্তি? রে নিচাশয়! তুই পশু অপেক্ষাও ঘৃণিত! তাদেরও এ জ্ঞান আছে! তারাও আপনার সন্তান সন্ততিকে সন্তান সন্ততি বলেই জ্ঞান করে, তোর মত পাপ চক্ষে দেখে না।

সুখ। হাঁ, সে কথা সেদিন বলেছিলে বটে, তা সে দিন ত আমি তোমাকে আর কিছু বলিনি, সে কথা আর আজ কেন? তা এখন একবার—

ইন্দু। বসুমতি! তুমি দ্বিধা হও, আমি প্রবেশ করে সকল যন্ত্রণা হতে নিষ্কৃতি পাই, বারম্বার এ অপমান আর সহ্য হয় না।

সুখ। সুন্দরি! যদি তোমার এতই স্থানাভাব হয়ে থাকে ত আমার হৃদয়-মন্দিরে এসে প্রবেশ কর, না হয় এই অসির দ্বারা দ্বিধা করে দি। প্রেয়সী! তবে এস। (ইন্দুমতীর হস্ত ধরিতে অগ্রসর)

ইন্দু। দুরাচার! (ক্রমশঃ মূর্চ্ছিতা)

সুখ। এ আবার কি? মরে গেল নাকি? এ যে দেখ্‌ছি হিত কর্ত্তে বিপরীত হল, এখন করি কি? বেটীত ছুঁতেও দেবে না যে, কোন রকমে সেবা শুশ্রূষা করে দেখি; এর দেখছি সব সৃষ্টিছাড়া, এই শশীপ্রভাকেও ত এমনি করেই এনেছিলুম, তা সে তো এত কারসাজি করে নাই, দুদিন ধরে বোঝাতেই নরম হয়ে গেল, কিন্তু এর কাছে এলেই একটা না একটা কাণ্ড করে বসে; ভাল আপদ!

ইন্দু। (মূর্চ্ছান্তে) এখনও আমার সম্মুখে আছিস্?

সুখ। তা আর যেতে বল কোথা? ডান পাশে নাকি?

ইন্দু। অর্ব্বাচিন! যদি মরণের ভয় থাকে ত এই দণ্ডেই আমার সম্মুখ হতে দূর হ।

সুখ। হা হা হা, তোমার কাছে আমার মরণের ভয়? বলে "বড় বড় হাতি ঘোঁড়া গেল রসাতল, মসায় ধরে কত বল" বলি, এখনও তোমার ঘুমের ঘোর আছে নাকি?

ইন্দু। তুই দূর হ, নচেৎ যে উপায়ে পারি, আমি তোর প্রাণ বধ কর্‌বো; অবলার উপর বল প্রকাশ? ভীরু! ক্ষমতা থাকে বলবানের কাছে যা।

সুখ। (সরোষে) কি?

ইন্দু। পামর! তুই কি মনে করেছিস যে তোর রাগকে আমি ভয় করি? নিশ্চয় জানিস্ যে, রাজপুত কন্যা মরণেও ভীতা নয়!

সুখ। তবে এই মর্ত্তে প্রস্তুত হ। (অসি নিস্কাষন)

ইন্দু। আমি কেন ? তুই প্রস্তুত হ, একটু অপেক্ষা কর্, আগে তোর সেই প্রাণান্তক মহাস্ত্র আনি, তার পর দেখিস্ কে মরে ? (বেগে প্রস্থান)

সুখ। (ইন্দুমতীর পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া) রাক্ষসি ! পালাস কোথা ?

(বেগে প্রস্থান)

(নেপথ্যে বামাকণ্ঠবিনির্গত আর্ত্তনাদ)

(দ্রুতবেগে চন্দ্রভণের প্রবেশ)

চন্দ্র। সর্ব্বনাশ হল ! মহারাজ ইন্দুমতীকে বিনাশ কল্লেন নাকি ! ওঁর রাগ হলে ত জ্ঞান থাকে না। যদি মেরেই ফেলবেন ত এত কষ্ট করে আনা কেন ?

(বেগে সেই দিকে প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয় দৃশ্য।

তৃতীয় দৃশ্য।

জেবুয়া——সুখনায়েগের উপবেশনাগার।

(কৃষ্ণদাসের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (ঘর পরিষ্কার করিতে করিতে স্বগত) আমি ত একটি আকাট মুখ্য ; আমি মনে করি আমার চেয়ে মুখ্য বুঝি আর পৃথিবীতে নাই ! সেটা কিন্তু আমার মস্ত ভুল, আমার চেয়েও আরো মুখ্য আছে !! তবু ভাল, আমার ফিরে দেখ্বার একটা লোক হল। এই জেবুয়া দেশের মধ্যে আমি সকলের সেরা মুখ্য বলে আমাকে এই কুৎসিত কাপটা

দিয়েছে—আমি ঘর ঝাট দিই, পথ পরিষ্কার করি; কিন্তু আমার মনিব যে আবার আমার বাবা—আমার চেয়েও একশগুণে আক্কুটে, তা আমি জানতুম না! আহা! অমন পরির মত মেয়েমানুষটার গায় কেমন করেই বা হাত তুল্লে! সুধু হাত তোলা নয়, একেবারে দু-খানা করে কেটে ফেল্লে গা!! যদি কেটে কুটেই ফেল্‌বি তো এত কষ্ট করে চুরি করে আন্‌বার দরকারটা ছিল কি? মেয়েমানুষ ত নয়, ঠিক যেন পিরতিমে খানি! রূপও যেমন নামটাও তেমনি! কি বলে, ইদ্—না না, ইঁদু—ইঁদুর মাটি, এই বার ঠিক হয়েছে—না, তবুও হলো না, যাই হোক্ তার নামটি কিন্তু ভাল। হুঁঃ! উনি আবার তার মন ভোলাতে গিয়েছেন! আরে, একি আর কেউ মেয়েমানুষ যে বলবামাত্রই তোর মাগ হবে? এ যে রাজপুত মাগ—মাগের বেটি মাগ, যাকে বলি মাগ!——

(গোবিন্দরায়ের প্রবেশ)

কেও গা? কে তুমি? এখানে কেন? কাকে খোঁজো?

গোবি। বাপু! আমি তোমাদের রাজাকে খুঁজি, তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

কৃষ্ণ। তুমি কে?

গোবি। আমি যে হই না কেন, তিনি কোথায় বল, আমি তাঁর কাছে যাব।

কৃষ্ণ। ওঃ! "তিনি কোথায় বল, আমি তাঁর কাছে যাব"—কেহে বাপু তুমি এত লম্বা লম্বা কথা বল? নাম না বল্লে তাঁর দেখা কখনই পাবে না।

গোবি। (স্বগত) দুরাত্মার সবই সমান!

কৃষ্ণ। কি গো, কি বলনা?

গোবি। তুমি বল গে যে, গোবিন্দরায় বলে একটি লোক আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কত্তে এসেছে।

কৃষ্ণ। (সাশ্চর্য্যে) সে কি তুমি?

গোবি। তাঁকে তুমি এই কথা বলগে।

(কৃষ্ণদাসের প্রস্থান)

গোবি। (স্বগত) যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করে ত এই পঞ্চলক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ করে আন্‌লেম, এখন আমার ইন্দুকে পাই ত সকলই সার্থক হবে, নচেৎ পথের ভিখারি। রামবল্লভ লোকপরম্পরায় শুনেছিল, যে পাঁচলক্ষ টাকা পেলেই নরাধম ইন্দুকে প্রত্যর্পণ কর্‌বে, তা কি সত্য? যদিই সত্য হয়, পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে সত্য সত্যই যদি ইন্দুকে—আমার জীবনসর্ব্বস্ব ইন্দু ধনকে প্রত্যর্পণ করে, তা হলেও সে কি সামান্য অপমান!——উঃ! কি পরিতাপ! জগন্মান্য রজঃপুত বংশে জন্মগ্রহণ করে অর্থদ্বারা কন্যাকে উদ্ধার কর্ত্তে হল? কোথায় কন্যার অপমানের প্রতিশোধ নিব, না আরো অপমান ক্রয় করে কন্যাকে উদ্ধার কত্তে হল! দৈব প্রতিকূল হলে সকলই হয়; এখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, দেহে আর তাদৃশ বল নাই, তাদৃশ ক্ষমতাও নাই, সহজেই দুরাত্মার কথায় সম্মত হতে হল।

(সুখনায়েগ ও খোসালপাঁড়ের প্রবেশ)

সুখ। কি গো! কি মনে করে?

গোবি। (স্বগত) নয়ন অন্ধ হও, দুরাত্মার পাপ মুখ আর দর্শন কোরো না, রসনা অবশ হও, পাপাত্মার নিকট আর বাক্যব্যয় কোরো না। ইন্দ্রিয়গণ! তোমরা এই নরাধমের নিকট স্ব স্ব কার্য্য করণে বিরত হও, আমি ঐ পাপাচারের, পাপকথার কিম্বা পাপাবয়বের কিছুই যেন অনুধাবন কর্‌তে না পারি। পামর! নরাধম! দুরাচার! বর্ব্বর! তুই আমার ইন্দুকে হরণ করেছিস্‌——তোকে দর্শন কর্‌লে নয়নদ্বয় কলুষিত হয়, তোর সহিত বাক্যালাপ কর্‌লে রসনা অপবিত্র হয়! কি বল্‌ব! যদি আমার দেহে যৌবন কালের বলের সহস্র অংশের একাংশও থাক্‌ত, তা হলে এই দণ্ডেই তোর দেহ খণ্ড খণ্ড করে শৃগাল

কুক্কুরদিগের সুখাদ্য প্রস্তুত করে দিতেম -- বসুমতীকে অসহ্য পাপ-ভার হতে মুক্ত কর্ত্তেম ! কিন্তু দৈব-বিড়ম্বনায় আমার সে সকল কিছুই নাই—এখন সে সকল উপকথার ন্যায় বোধ হয়, সহজেই তোর তোষামোদ করতে হচ্ছে।

সুখ। কাটের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলে যে ?

খোস। (জনান্তিকে) ওর্ যে কষ্ট হয়েছে সে ওই জানে।

সুখ। আরে থাম্, (গোবিন্দের প্রতি) কি বল না ?

গোবি। (স্বগত) সময় গুণে তোর্ মুখেও এই সকল পরুষ বাক্য শুন্তে হল, হা বিধাতঃ ! (প্রকাশ্যে) আপনি আমার——আমার কন্যাকে হরণ করে এনেছেন।

সুখ। আরে সে ত পুরাণ কথা, নতূন কিছু থাকে ত বল, আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকৃতে পারি না।

গোবি। (স্বগত) হস্তী পঙ্ক-মগ্ন হলে শৃগালেও পদাঘাত করে (প্রকাশ্যে) আপনি তাকে প্রত্যর্পণ কর্‌বেন ?

সুখ ও খোস। টাকা চাই—টাকা চাই, অম্‌নি হবে না।

সুখ। বাবা, আন্‌তে যে কষ্ট হয়েছে তা আমিই জানি, আর চন্দ্রভণ কিছু জানে। ছুঁড়ি কি না রাস্তার মাঝখানে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, মুখ বাঁধ্‌লুম, না তার ভিতর থেকেই গোঁ গোঁ করে ! তাকে কি কম কষ্টে চুপ করিয়েছিলুম !

গোবি। (স্বগত) কর্ণ বধির হও ! কন্যার দুর্গতির কথা আর শুনিতে পারি না ; পামর কি না তাই আবার আমার সম্মুখে বর্ণনা করে স্পর্দ্ধা করছে ! (প্রকাশ্যে) টাকা এনেছি।

সুখ। কত ?

গোবি। (স্বগত) পঞ্চলক্ষ মুদ্রা ত দিতেই হবে ; কিন্তু প্রথমে ওকথা বল্লে যদি আরো অধিক চেয়ে বসে, তা হলেই ত নিরুপায় ! তা অপেক্ষা আগে তিন লক্ষ টাকার নাম করি।

সুখ। কি? ভাব্‌ছ কি? কত এনেছ?

গোবি। তিন লক্ষ টাকা।

খোস। অ্যাঁ! বল কি? অমন পরির মত রূপসী, তার দাম কি তিন লক্ষ টাকা? বাবা, বল্‌তে একটু লজ্জা হল না?

সুখ। তাইত! আমরাই না হয় তোমাকে তিন লাখ্‌ টাকা দি, তুমিই কেন তোমার মেয়েকে আমাদের নিস্বার্থে দিয়ে যাও না, সে ত আরো ভাল!

গোবি। আপনি কত চান্‌?

খোস। সে ত মহারাজ প্রচার করেই দিয়েছেন।

সুখ। (পঞ্চাঙ্গুলি দেখাইয়া) দেখ, পাঁচ লাখ্‌ টাকা।

গোবি। যে আজ্ঞা, তাই দিব।

খোস। তবে দর করে দেখ্‌ছিলে নাকি?

সুখ। সঙ্গে এনেছ?

গোবি। সঙ্গেই এনেছি।

খোস। (সুখনায়েগের প্রতি জনান্তিকে) বুড় ত দেখ্‌চি মেয়েটাকে বড্‌ড ভাল বাসে! একেবারে নিয়ে যাবে বলে আবার টাকা গুলি সঙ্গে করে এনেছে!

সুখ। আচ্ছা! খোসালপাঁড়ে, যাও, ও ঘরে গিয়ে টাকা গুনে নেওগে। (গোবিন্দের প্রতি) আপনি তবে টাকা গুলি বুঝিয়ে দিয়ে আসুন, আমি এই ঘরেই আছি।

খোস। (স্বগত) টাকার নাম শুনে প্রভু বড় খুসি। এতক্ষণ তুই মুই হচ্ছিল, এখন আবার আপনি আপনি বলে শিষ্টাচার দেখাচ্ছেন।

(খোসালপাঁড়ের সহিত গোবিন্দরায়ের প্রস্থান।)

সুখ। (সহাস্যে স্বগত) বুড় মেয়ের উদ্ধারের জন্য টাকা দিতে গেল, নিয়েও যাবে, বড়ই খুসি হয়েছে, কিন্তু নিয়ে যাবে কাকে? ইন্দুকে?

হা হা হা, ইন্দু কোথায় ? (নেপথ্যাভিমুখে) ওরে মদ নিয়ে আয়।

(কৃষ্ণদাসের মদ্য লইয়া প্রবেশ)

বুড়ো টাকা দিচ্ছে ত রে ?

কৃষ্ণ। আজ্ঞা হাঁ। (মদ্য দিয়া প্রস্থান)

সুখ। (মদ্য পানানন্তর) বাবা টাকা কি জিনিস ! ঝম্ ! ঝম্ ! ঝম্ ! শুন্‌তে কেমন মিষ্টি ! ঝম্ ঝম্ শব্দটাতেই কান জুড়িয়ে যায়, মেয়ে মানুষদের নড়্‌তে চড়্‌তে ঐ শব্দ ; শুন্‌লে প্রাণটা ধেই ধেই করে নাচ্‌তে থাকে, সাধে কি আমি মেয়ে মানুষকে এত ভাল বাসি ?

(খোসালপাঁড়ে ও গোবিন্দরায়ের প্রবেশ)

হয়েছে ?

খোস। হ্যাঁ।

গোবি। আমার ইন্দুকে এখন দিন।

সুখ। হা হা হা, ইন্দু ?

গোবি। হাঁস্‌লেন যে ?

সুখ। তার কিছু বিলম্ব আছে, এখনও সময় হয় নাই।

গোবি। সে কি, আপনি কি দেবেন না ?

সুখ। দিব।

গোবি। তবে দিন, আর বিলম্ব কি ?

সুখ। আছে, বিলম্ব আছে। বাবা, যেমনটি এসেছিল তেমনটিই কি যাবে ?

গোবি। আশ্চর্য্য ! টাকা নিলেন্ এখন আমার বস্তু আমাকে দেবেন না ?

সুখ। আঃ ! বল্লুম বিলম্ব আছে, সময় হয় নাই, তবু কেন বিরক্ত কর ? আমার কথায় কি তোমার বিশ্বাস হয় না ?

গোবি। (সানুনয়ে) কেন আর আমার এই কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেন ? আর বিড়ম্বনা কর্‌বেন না, আমার ইন্দুকে আমায় দিন্।

সুখ। ভাল আপদ্ ত হ্যা ! বলি, সত্যি সত্যিই কি মনে করেছ যে তোমার ইন্দুকে আমি ফিরিয়েই দিব ? পাগল হয়েছ ! আকাশের চাঁদ হাতে

পেলে কি কেউ কখন ছেড়ে দিয়ে থাকে?—তা টাকাই দাও আর মোহরই দাও!

গোবি। দুরাত্মা এই তোর ধর্ম্ম? পামর—দুরাচার!

সুখ। আরে, দাও ত হ্যা বুড়কে দূর করে, খোসাল, দে বেটাকে বার্ করে দে।

(হতবুদ্ধি গোবিন্দরায়ের হস্ত ধরিয়া খোসালপাঁড়ের প্রস্থান)

নেপথ্যে। রে অধর্ম্মকারি দুর্দ্দান্ত রাক্ষস! রে দুরাচার পাপ পিশাচ! রে নরাধম পামর! রে দুরাত্মা সুখনায়েগ! এই রূপে তোর পাপ দুরভিসন্ধি সিদ্ধ কর্‌লি? রে প্রবঞ্চক! তুই যেমন ছলে বলে আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ কল্লি—আমার নেত্র-জল সার কল্লি, যদি জগতে ধর্ম্মের লেশ মাত্র থাকে—যদি পৃথিবীতে ঈশ্বরের নাম মাত্রও থাকে, তবে নিশ্চয় তোকে এর্ চেয়ে সহস্র গুণে ভুগ্‌তে হবে! যদি আমি বিশুদ্ধা পবিত্রা সতী জননীর সুসন্তান হই—যদি রজঃপুত শোনিতের বিন্দু মাত্রও আমার শরীরে থাকে—যদি জগন্মান্য রজঃপুত বংশীয় পিতার ঔরসে আমি জন্ম গ্রহণ করে থাকি; যে প্রকারেই পারি এর প্রতিশোধ নিবই নিব! তুই আজ আমায় যেরূপ অদ্যভক্ষহীণ কর্‌লি—আমার সুখের আশা যেমন সমূলে উৎপাটিত কর্‌লি, তেমনি এর উচিত শাস্তি না দিয়ে কখনই ক্ষান্ত হব না! "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন!"

সুখ। খোসালপাঁড়ে!

নেপথ্যে। চল্, হারামজাদ্ চল্।

সুখ। বড় মজাটাই করা গেল, পাঁচ লক্ষ টাকা ঘরে বসে পেলুম। এখন যাক্ বুড়ো আমার যা কর্‌বার তাই করুক্‌গে।

(প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

প্রমোদপুর——অমরেন্দ্রসিংহের অন্তঃপুর।

(কুমুদ্বতী ও বিলাসবতী আসিনা)

কুমু। সেই সর্ব্বনাশ হওয়া অবধি তোমার সঙ্গে আর দেখাটিও হয় নাই।

বিলা। (দীর্ঘনিশ্বাসে) আর বোন্, এ মুখ দেখাতে লজ্জা করে। আমিই ইন্দুর এই দুর্দ্দশার কারণ। আমি যদি তাকে তার বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে না যেতেম, তা হলে বোধ হয় আর এ সর্ব্বনাশ হত না।

কুমু। তা কি দিদি কেউ বল্‌তে পারে ? দোষ তোমারও নয় আমারও নয়, দোষ ইন্দুর অদৃষ্টের ; তা না হলে কোথায় সে দুদিন পরে রাজরাণী হবে না পথের কাঙ্গালিনী হল !!

বিলা। আহা ! বৃদ্ধের কি মনস্তাপ ! সেনাপতি মহাশয় কোথায় ইন্দুকে বিয়ে করে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করবেন, না সেই দুরন্ত দস্যু ইন্দুকে অপহরণ করে তাঁকে একেবারে নিরাশ কল্লে।

কূমু। আর ও কথা বলোনা দিদি, মনে হলে বুক ফেটে যায় ! হায় ! ইন্দুর এই হল ! (রোদন)

বিলা। রে দগ্ধ বিধাত ! তোর মনে এই ছিল !

কুমু। হায়! ইন্দুর বিরহে প্রমোদপুর একেবারে অন্ধকার হয়ে রয়েছে!

বিলা। তার আবার কথা, আচ্ছা সখি! ইন্দুর বাপ এখন কোথা জান?

কুমু। শুন্‌লুম তিনি ইন্দুর উদ্ধারের জন্য গিয়েছেন; দস্যুপতি নাকি ঘোষণা করে দিয়েছে যে, উচিত মূল্য পেলেই ইন্দুকে ত্যাগ কর্‌বে, তাই তিনি টাকা কড়ি নিয়ে ইন্দুকে আন্‌তে গিয়েছেন।

বিলা। টাকা পেলে সত্যি সত্যিই কি সে দস্যু ইন্দুকে প্রত্যর্পণ করবে?

কুমু। শুন্‌চি তো এই রকম, এখন কি করে জানি না।

বিলা। তিনি কবে গেছেন?

কুমু। এই দেড়মাস হলো।

বিলা। এখান থেকে তের দিনেই না সেখানে যাওয়া যায়?

কুমু। হ্যাঁ।

বিলা। তবে যখন এত দেরি হচ্চে, তখন বোধ হয় তিনি ইন্দুকে একেবারে সঙ্গে করে নিয়েই আস্‌বেন।

কুমু। তা বলা যায় না দিদি, সে এখন দস্যুপতির দয়ার উপর নির্ভর কচ্চে।

বিলা। আহা! ভগবান করুন যেন ইন্দুর উদ্ধার সহজেই হয়! ভাল কথা মনে পড়েছে, সেনাপতি মহাশয় কি এ কথা শুনেছেন?

কুমু। না, তিনি এর অঙ্কুরও জানেন্ না।

বিলা। কেন?

কুমু। তিনি ত এখানে নাই, শুন্‌ছি সম্রাট আলাউদ্দিন নাকি কমলাদেবীর বিষয় আশায় সব আনাবার জন্য তাঁকে গুজ্‌রাটে পাঠিয়েছেন।

বিলা। তিনি থাক্‌লে বোধ হয় এতদিন ইন্দুকে উদ্ধার হ'ত; কিন্তু কেমন কপাল তিনিও এখন এখানে নাই, বিপদ যখন আসে তখন এই রকমেই আসে।

কুমু। তা আবার বল্‌ছ দিদি!

বিলা। আচ্ছা বোন, ইন্দুর বাপ কেন সেনাপতি মহাশয়ের আসা পর্য্যন্ত

অপেক্ষা করে দেখলেন না, তা হলে ত আর টাকা দিয়া ইন্দুকে উদ্ধার কত্তে হত না।

কুমু। দিদি, বাপের প্রাণ কি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারে? ইন্দুকে লাভ করাই তাঁর উদ্দেশ্য, তা গেলই বা অর্থ তাতে তাঁর ক্ষতি কি? আর তাঁর টাকাই বা কার জন্য বল।

বিলা। কত টাকা দিতে হল?

কুমু। পাঁচ লাখ টাকা।

বিলা। এত টাকা তিনি কোথায় পেলেন?

কুমু। যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করে।

(নেপথ্যে পদশব্দ)

বিলা। ঐ বুঝি তোমার স্বামী আস্‌চেন, আমি একটু আড়ালে যাই।

(প্রস্থান)

(অমরেন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

কুমু। প্রাণনাথ!

অম। প্রিয়ে! দিবারাত্রি রোদন করে করে একটা মহা পীড়া উপস্থিত করবে নাকি? ইন্দু শীঘ্রই উদ্ধার হবে তার জন্য আর চিন্তা কি? সম্রাট আলাউদ্দিনের চেয়ে কিছু সেই অসভ্য পর্ব্বতবাসী দস্যুরা অধিক বলবান নয়।

কুমু। ইন্দুর বাপ ফিরে এসেছেন?

অম। (অধোবদনে) হাঁ।

কুমু। (সাহ্লাদে) ইন্দু এসেছে?

অম। ইন্দু ফিরে এলে আর যুদ্ধের আয়োজনের কথা বল্‌চি কেন!

কুমু। কেন, ইন্দুর বাপ না টাকা দিয়ে তাকে আন্‌তে গিয়েছিলেন?

অম। সে চেষ্টা বিফল হল।

কুমু। কেন তারা কি সম্মত হল না?

অম। (দীর্ঘনিশ্বাসে) বৃদ্ধের কাছে পাঁচলাখ্ টাকা নিয়ে দুরাত্মা সুখনায়েগ শেষে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে!

কুমু। হায়, বৃদ্ধের দশা কি হল! (রোদন)

অম। চিন্তা কি? রোদন করো না, আমরা যখন জেবুয়া আক্রমন কর্‌বার্ উদ্যোগ কচ্চি, তখন আর এক খানা না করে ফিরে আস্‌চি না; বিশেষতঃ সম্রাট আলাউদ্দিন ভীলদিগের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন, আর-

কুমু। আমার যে মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না, আহা! ইন্দু বালিকা, কেমন করে সে দস্যু-পুরীতে দিন যাপন কর্‌বে, আহা! সখি তোমার কপালে এই ছিল! (রোদন)

অম। প্রিয়ে! তুমি বুদ্ধিমতী হয়েও এরূপ রোদন কত্তে লাগ্‌লে! আমরা যখন আছি—আর সেনাপতি মহাশয় আজ এসেছেন—তিনিও যখন এ কথা শুনেছেন, তখন যে তিনি কিম্বা আমরা সহজে নিরস্ত হব; এ কথা মনেও ভেব না।

নেপথ্যে। অমর! বাহিরে এসো।

কে ডাক্‌চে, তবে প্রিয়ে, আমি এখন চল্লেম, কিছু ভেব না, ইন্দুর উদ্ধার হবেই। (প্রস্থান)

কুমু। (দীর্ঘনিশ্বাসে) হায়! কি হলো!

(বিলাসবতীর পুনঃ প্রবেশ)

বিলা। ইন্দুর কথা কি বল্‌ছিলে? সে এসেছে নাকি?

কুমু। সব বিপরীত হয়েছে, দুরাত্মা বৃদ্ধের নিকট পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়েও ইন্দুকে প্রত্যর্পণ করে নাই তাঁকে আরো উল্‌টে তাড়িয়ে দিয়েছে! আহা! বৃদ্ধ একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হল!

বিলা। অ্যাঁ, সত্য না কি? উঃ! পরমেশ্বর! এমন পাপীকেও আপনার সৃষ্টির মধ্যে স্থান প্রদান করেছেন! ইন্দুমতি! দিদি রে! তোর যে

সেখানে কেউ নাই, তুই যে এক দণ্ড আমাদের না হলে থাক্‌তে পাত্তিস্‌ নে ; এখন কেমন করে সেখানে আছিস্‌! (রোদন)

কুমু। হায়! সেই পাপাত্মার কার্য্য মনে হলে আর জ্ঞান থাকে না, বৃদ্ধকে দেখেও কি তার দয়া হল না! ধর্ম্ম! তুমি যথার্থই এ পৃথিবী পরিত্যাগ করেছ!

বিলা। হায়, ইন্দুর আশায় বুঝি জলাঞ্জলি দিতে হল!

কুমু। অমন সরলা বালিকাকে যে দুর্ভাগ্য এত কষ্ট দেবে তা স্বপ্নেরও অগোচর!

দুর্ভাগ্য খেলিছে সুখে লয়ে ইন্দুমতী,
যাতনা সহিছে কত সুখোচিতা সতী,
দুর্গতির সীমা নাই অবলা বালার,
রাহু কবে রাখে সুখ ষোড়শকলার!
বিদ্যাবতী সতী, স্বরস্বতীর সমান,
দয়া, মায়া, সুশীলতা গুণের নিদান,
দস্যু কারাগারে দুষ্ট ফেলেছে তাহায়,
জানকী দুর্গতি পুনঃ দেখাতে ধরায়!
শমন ভবন প্রায় সে ভীষণ স্থান,
সদাচার যথা হ'তে করেছে প্রস্থান,
লম্পটতা, সুরাপান, কদাচার যত
দুষ্ট দস্যু-দল অঙ্গ আভরণ মত
বিহরে সদত যথা ;—হেন পাপ স্থানে
বাঁচিবে কেমনে ইন্দু জীবনে জীবনে!

বিলা। (দীর্ঘনিশ্বাসে)

মরণ মঙ্গল তার,   জীবনে কি ফল আর,
      বল তার বেঁচে কিবা সুখ !
বিরহিত প্রিয়জন,   জনক সঙ্গিনীগণ,
      পোড়া বিধি যাহারে বিমুখ !!
বীরের নন্দিনী ধনী,   সদানন্দ সুবদনী,
      আদরিণী সকলের কাছে !
প্রমোদপুরের প্রিয়া,   আমোদ-প্রমোদ-প্রিয়া,
      প্রমদার সুখ সব গেছে !!
পরশ্রী-কাতর দুষ্ট,   দুরন্ত দুর্ভাগ্য রুষ্ট,
      সুখিনীর সুখ হন্তা ; হায় !
সুখের পাখিটি সুখে,   দিল মার্জ্জারের মুখে,
      মনদুখে বুক ফেটে যায় !!
কি বলিব সহচরি,   মনের জ্বালায় মরি,
      ধিক্ ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ !
রাজরাণী ভিখারিণী,   ইন্দু কারা-নিবাসিনী,
      কিবা দুখ ইহার অধিক !!
সদত সুখের আগে,   অনুপম সুখভোগে,
      ছিল ইন্দু বাপের আদরে !
পাবে অনুরূপ পতি,   সমরেন্দ্র সেনাপতি,
      ভাসিবে সে সুখের সাগরে !!

হেন সুখোচিতা ইন্দু, নাহি তার সুখ বিন্দু,
পিতা, পতি, বন্ধু পরিহরি,
বন্ধুর পর্ব্বতোপরে, দুখময় কারাগারে,
বঞ্চিতেছে দিবা বিভাবরী !!
দুর্দ্দান্ত অসভ্য ভীল, দুষ্টমতি পাপশীল,
করিতেছে কত অত্যাচার !
বলিতে পারি না সই, মরমেতে মরে রই,
সুজনের এই পুরস্কার !!
দস্যুর দয়ায় হায়, আছে অনাথিনী প্রায়,
বল তার জীবনে কি সুখ !
মরণ মঙ্গল তার, জীবনে কি ফল আর,
পোড়া বিধি যাহারে বিমুখ !!

(নেপথ্যে কণ্ঠশব্দ)

তোমার স্বামী আস্চেন; আমিও অনেকক্ষণ হল এসেছি, এখন চল্লেম।

কুমু। মাঝে মাঝে এক একবার এস, তোমাকে দেখলেও তবু মনটা অনেক ভাল থাকে। (বিলাসবতীর প্রস্থান)
(স্বগত) যে ডেকেছিল তার স্বরটা ঠিক সেনাপতি মহাশয়ের মত; বোধ হয় তিনিই এসেছিলেন।

(অমরেন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

অম। সেনাপতি মহাশয় এসেছিলেন।

কুমু। তিনি কি এ সব কথা শুনেছেন ?

অম। তিনি আগে লোকপরম্পরায় শুনেছিলেন, কিন্তু সে কথা তাঁর তত

বিশ্বাস না হওয়াতে আমার কাছে ভাল করে জান্‌তে এসেছিলেন।

কুমু। তিনি কি বল্লেন ?

অম। বলবেন আর কি ? একেবারে আক্রমণ কত্তেই উদ্যত।

কুমু। সেই পর্ব্বত প্রদেশ !

অম। তাতে আর ভয় কি ?

(নেপথ্যে——হা বিধাতঃ !)

কেও ?—যেন পরিচিত স্বরের মত বোধ হচ্চে, এস এস, দেখে আসি।

(উভয়ের প্রস্থান)

ইতি প্রথম দৃশ্য।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রমোদপুর——রাজপথ।

(গোবিন্দরায় দণ্ডায়মান)

গোবি। বিগতা তমিস্রা ; এবে প্রভাত সুন্দরী
উজলি ভুবন রূপে, মৃদু মন্দ হাসি,
ধীরে নামি প্রাচী হতে, দিলা বামা দেখা
আসি কৃতার্থা মহীরে। উদিল ভাস্কর ;—

রক্তিম চন্দন বিন্দু পরিলা সুন্দরী,
জল স্থল শূন্য আদি প্রকাশিল ধরা
সমুজ্জ্বল সূর্য্যতেজে,——হাসিলা সুন্দরী
মোহিনী কুসুম সাজে, ছুটিল সৌরভ,
বহিল চৌদিকে রূপ-বারতা পবন ;
ঝলিল শিশির বিন্দু দ্যুমনি কিরণে
শ্যাম দুর্ব্বাদল শিরে,—ঝলিল মুকুতা-
মালা সুন্দরীর হৃদে ; কাঁপিল তটিনী
—বিমল সলিলপূর্ণ—পবন হিল্লোলে,
হেলিল দুলিল যথা হার শতেশ্বরী ;
কুঞ্জে কুঞ্জে অলিপুঞ্জ সুস্বরে গুঞ্জিল,——
ঝঞ্চনিল বীণা-তার সুন্দরীর করে।
এমন সময়ে আসি নিবিড় নীরদ
আবরিল নীলাম্বর,——মন্দ্রিল জলদ
বিভীষণ কড়কড়ে,—ছুটিল চঞ্চলা
উড়ায়ে অঞ্চল ভীমা হর্ষে ব্যোম পথে ;
নিস্বরিল প্রভঞ্জন,——টলিল ধরণী ;
ছাইল প্রগাঢ় ঘন সমগ্র ভুবন।
শ্রীহীনা প্রভাত ;—এবে বিকলা, মলীনা ;
না আছে সে অলঙ্কার—পুষ্প মনোরম,
সে মধুর হাসি আর দিনকান্তভাতি ;
বিলুপ্ত চন্দনবিন্দু সুন্দরীর ভালে,——

সরক্ত সতেজ, আদি-দেব দিবাকর,
প্রণষ্ট সে শতেশ্বরী—শোভাহীন এবে ;
লঙ্ঘি বেলাভূমি এবে প্লাবিছে ভুবন
মন্দগতি স্রোতস্বতী,—প্রশান্তা, বিমলা।
এই রূপ ভাগ্য মম ; সৌভাগ্য সুন্দরী
বরষিতে হাস্য-সুধা অভাগা উপরে
র'ত রে নিয়ত, ছিনু সেই সুখে সুখী,
দেখিতাম এ জগতে শোভার ভাণ্ডার ;
স্বপনেও ভাবি নাই দুর্ভাগ্য পিশাচ
পুনঃ, আক্রমিবে মোরে এ হেন বিধানে ;
ভঙ্গ এবে ভ্রান্তি-নিদ্রা—সে সুখ-স্বপন,
হারায়েছি প্রাণধন কুমারী ইন্দুরে ;
দুর্দ্দান্ত পিশাচ দস্যু, ঘোর কপটতা-
জালে বদ্ধ করি মোরে, হরিয়াছে যত
পার্থিব সম্পদ্ মম ; হায় আমি এবে,
আশাহীন, বাসাহীন, পথের ভিখারি !

(অমরেন্দ্র ও ভোজনসিংহের প্রবেশ)

অম। (স্বগত) রে ভীল-কুল-কলঙ্ক দুর্দ্দান্ত নরপিশাচ সুখনায়েগ ! তোর হৃদয় কি বজ্র অপেক্ষাও কঠিন ! তোর অন্তরে কি দয়া তিলার্দ্ধও স্থান পায় নাই ! এমন বৃদ্ধকেও কন্যা-শোক প্রদান কর্‌লি ? কিছু-মাত্র সঙ্কুচিত হলি নে ?—সুধু কন্যা-শোক নয়, প্রবঞ্চনা করে তার যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে আবার তাকে পথের ভিখারি কর্‌লি ; উঃ ! যথার্থই তোর রাক্ষস-কুলে জন্ম বটে ; এই কার্য্যই তার সাক্ষ্য স্বরূপ।

ভোজ। (স্বগত) দেখ দেখি, একবার বামুনে কপালখানা দেখ দেখি ; আমি কোথায় টেঁকে বসে আছি, আজ কাল বাজারভাব বড় গরম, সেনাপতি মহাশয়ের বিয়ের সময় একেবারে কিছু করে নিব, তা না হয়ে সব উল্‌ট ! সন্দেশের জাহাজখানা, গুয়োটা ভীল কিনা, নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের উপর আট্‌কে রাখলে ! আবার শুন্‌চি সেখানি বিঘোরে মারা পড়েছে ? আহা ! তা হলে, আমার ত ছেড়েই দাও, মহাজন বেচারির ভারি লোক্‌সান হবে !—তার সবে ঐ খানি।

গোবি। উঃ ! শঠের দুরভিসন্ধি কি কুটিল ! দুরাত্মার মায়াজালে পতিত হয়ে বহুদর্শী বৃদ্ধও প্রবঞ্চিত হল। উঃ ! দারুণ অপমান ! নীচহস্তে দারুণ অপমান ! পামরের অনুচর বলপূর্ব্বক আমায় দ্বার-বহিস্কৃত করে দিলে ! হায় ! তাও বরং আমার সুখজনক হত, যদি দুরাত্মা দস্যুপতি আমার ইন্দুকে আমায় দিত ; কিন্তু সব বিপরীত হল ! দুরাত্মা অর্থও নিলে ; অথচ ইন্দুকেও প্রত্যর্পণ কল্লে না——হায়, আমি এখন পথের ভিখারীর চেয়েও দুর্দ্দশাগ্রস্ত ! তাদেরও বরং দাঁড়াবার একটু স্থান আছে, কিন্তু আমার এখন তাও নাই। আগে দক্ষিণ পাড়ার অধিকাংশ স্থানই আমার অধিকারভুক্ত ছিল, কিন্তু এখন আমি আমার বলি, এমন একটুও স্থান নাই। এতেও সন্তুষ্ট হতেম, যদি আমার ইন্দুকে আমি ফিরে পেতেম। রে দুরাচার দস্যুপতি ! আমি তোর কি অপকার করেছিলেম, তুই কেন আমার প্রাণ বধ কর্‌লি নে, বালিকা কন্যাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে তোর কি উপকার হল ? আহা, মা আমার ! তোমার অদর্শনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্চে। আমার আর কেহই নাই ! মা, তুমি আমার জীবন-সর্ব্বস্ব, কেবল তোমাকেই অবলম্বন করে আমি এত দিন জীবন ধারণ করেছিলেম। (চিন্তা) হায়, জন্মেই কেন তোর মৃত্যু হল না, তোর গর্ভধারিণীর সঙ্গে সঙ্গেই কেন তুই অকালে কালগ্রাসে পতিত হলি নে—তা হলে ত আমায় এ দারুণ অপমান সহ্য কত্তে

হত না। দস্যুপতির আবাসভূমি পাপপূর্ণ; সে স্থানে থেকে কেমন করেই বা আপনার সতীত্ব রক্ষা কর্‌বি? অসতীর মরণই শ্রেয়স্কর। কিঃ! কন্যা দস্যুগণের উপভোগ্যা দাসী হয়ে থাক্‌বে, আমি পিতা হয়ে তা সহ্য করব? অসভ্য ভীল জাতি দ্বারা আমার সূর্য্যতুল্য নিষ্কলঙ্ক রাজপুত বংশ কলঙ্কিত হবে, আর আমি রাজপুত হয়ে তা সহ্য করব? যথাসর্ব্বস্ব ত গেছেই, এখন প্রাণ যায় সেও স্বীকার, এ অপমানের প্রতিশোধ নিবই নিব!

ভোজ। (অমরেন্দ্রের প্রতি) বলি হ্যাঁগা, ছোট সেনাপতি মহাশয়! বলি টাকাগুণও নিলে আর ইন্দুকেও ফিরিয়ে দিলে না?

অম। তা না হলে আর এত দুঃখ কিসের? যদি দুরাত্মা প্রথমেই বলত যে ইন্দুকে প্রত্যর্পণ করব না, তা হলে আমরা যুদ্ধ করেই তার উদ্ধার কত্তেম।

ভোজ। (স্বগত) রামবল্লভের মুখে যে রকম শুন্‌চি, তাতে বোধ হয় ইন্দুর আর বিন্দু বিসর্গও নাই। (প্রকাশ্যে) তা কত টাকা লেগেছে?

অম। তা ঢের—বৃদ্ধের আর কিছু নাই——পাঁচ লক্ষ টাকা।

ভোজ। বাবা! পাঁচ—লাখ—টা—কা! মুখ দে উচ্চারণও করা যায় না, দুর কর ছাই, ও কথা শুনেই কাজ নাই!

অম। কেন?

ভোজ। আর মহাশয়! আমরা আদার ব্যাপারি, জাহাজের খবরে কায কি? আমাদের একটা টাকা যে কত কষ্টে হয়, তা আমরাই জানি—বত্রিশ্‌টি ফলার না যুটলে ত আর একটা টাকা হয় না; তা এ কত ফলারের দক্ষিণা ভেবে দেখুন দেখি।

অম। দুর ভাঁড়! তোর সকল সময়েই আহারের কথা?

গোবি। (অমরেন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া) অমর! আমার কি হল!

অম। মহাশয়! তার জন্য আর কাতর হবার আবশ্যক কি—আমরা কালই জেবুয়া আক্রমণ করব।

ভোজ। (জনান্তিকে অমরেন্দ্রের প্রতি) আর আক্রমণ! কার জন্যই বা যাবেন, রামবল্লভের মুখে শুনলুম সুখনায়েগ বেটা ইন্দুকে কেটে ফেলেছে।

অম। রাম, রাম, অমন নিষ্ঠুর কথা মুখে এনো না।

ভোজ। সত্যি গো! সে নিজে গিয়ে তাদের লোকের মুখে শুনে এসেছে।

অম। এ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা; বোধ হয় পৃথিবীতে এমন কোন পাষণ্ড অদ্যাপি জন্ম গ্রহণ করে নাই যে, সে কর্ম্ম করতে পারে। রাম, রাম, অমন কথা মুখে এনো না।

ভোজ। সে লোকটি বল্লে, তার কাটা মুণ্ডু দেখেছে।

অম। চুপ্, চুপ্!

গোবি। আর চুপ্ কেন, আমি বুঝিছি—বুঝিছি—আমি বুঝিছি—হা ইন্দু! (মূর্চ্ছা)

অম। ভোজন! কল্লে কি?

ভোজ। বাঃ! আমার দোষ হল বুঝি? আপনিই ত আগে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন!

অম। আচ্ছা, সে কথা থাক্—এখন এঁকে ধর।

ভোজ। আমি বাবু ধর্‌তে টর্‌তে পারব না—ও মরে দানো পেয়েছে, ঐ শোন কি বক্‌ছে।

গোবি। (মূর্চ্ছিতাবস্থায়) ইন্দু! যাস্‌নি মা—যাস্‌নি—আমিও যাই—

ভোজ। ঐ শোন।

অম। কি বিপদ্! যা বল্লুম তাই কর না?

ভোজ। কে প্রাণ খোয়াবে বাবা! ব্রাহ্মণীকে বিধবা করা কি তোমার ইচ্ছা?

গোবি। (মূর্চ্ছিতাবস্থায়) আমি যাই—দাঁড়াও।

অম। মহাশয়, ইন্দু যাবে কোথা? আমি বেশ বল্‌ছি তার জীবনের কোন অনিষ্ট ঘটে নাই—এখন আপনি উঠলেই সব স্থির হয়।

গোবি। আমি উঠলে সব স্থির হয়, আমার জন্য অপেক্ষা? তবে এই উঠেছি, (উঠিয়া) কই?—কই? আমার ইন্দু কোথা? আন্‌লি নি?

প্রবঞ্চনা? দেখ্ পাজি!——কেও অমরেন্দ্র! তোমায় আমি কি বল্লুম?—কিছু মনে কর না, ভোজনের মুখে ঐ কথা শুনে—উঃ! প্রাণ যায়, ইন্দু নাই?—ইন্দু নাই! (মূর্চ্ছা)

অম। ভোজন! ধর, চল এঁকে বাড়ীতে নিয়ে যাই—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এখন ত টের পেলে জীবিত আছেন।

ভোজ। তাই ত! তবে চলুন্।

অম। এই কঠিন অপরিষ্কার পথে পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা গেলে প্রাণনাশের সম্ভাবনা—চল বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করি গে।

(মূর্চ্ছিত গোবিন্দরায়কে লইয়া উভয়ের প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয় দৃশ্য।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রমোদপুর——সমরেন্দ্রসিংহের শয়নাগার।

(সমরেন্দ্রসিংহ বিষণ্ণভাবে পর্য্যঙ্কোপরে উপবিষ্ট)

(অমরেন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

অম। সেনাপতি মহাশয়! একি? আপনার এরূপ বিষণ্ণভাব দেখে আমি যে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হচ্চি! প্রবল শত্রুদল জীবিত থাকৃতে যে আপনি এরূপ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রয়েছেন; এর কারণ ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

সম। নিশ্চিন্ত ?

অম। না হয় অত্যন্ত চিন্তান্বিতই রয়েছেন, কিন্তু সে চিন্তায় মগ্ন থাকা আর অরণ্যে রোদন করা,—উভয়ই সমান।

সম। আমি তবে কি করব ?

অম। শত্রুনাশ—ইন্দুমতীকে উদ্ধার।

সম। ইন্দু! কৈ ? সে কোথা ? এই যে আমার বাম পার্শ্বে ছিল, কোথা গেল ? (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ) সব ফাঁকি! কেহই নাই! হা প্রিয়ে! (শয়ন)

অম। এ যে দেখছি অর্দ্ধোন্মাদ!

সম। এত দিনের পর প্রমোদপুর প্রমোদ শূন্য হল, বুঝি প্রমোদপুরের সুখ-সূর্য্য অপুনরুদয়রূপে অস্তমিত হল! এত কালের পর পৃথিবী হতে ধর্ম্ম বুঝি একেবারে তিরোহিত হল,—অধর্ম্ম স্বীয় পাপ-পক্ষপুট বিস্তার করে সংসারময় ব্যাপ্ত হল! এত দিনের পর দুরাত্মা সুখনায়েগের দুষ্টাভিসন্ধি পরিপূর্ণ হল! জগতের একমাত্র ললামভূতা ললনার শ্রীভ্রষ্ঠ হল, নিরপরাধী বৃদ্ধ সর্ব্বস্বান্ত হল, সমরেন্দ্রের অচল মনও বিচলিত হল!

অম। সেনাপতি মহাশয়! বলেন কি ? সামান্য কারণে আপনি যদি বিচলিতান্তকরণ হবেন, তা হলে ভূমণ্ডলে সহিষ্ণু হবে কে ? দৃঢ়ই বা হবে কে ? অল্পমাত্র বায়ুপ্রবাহে পর্ব্বত কি কখন কম্পিত হয় ?

সম। অল্পমাত্র বায়ুপ্রবাহ নয়,—এ প্রবল ঝটিকা ; (উঠিয়া) ওরে দুর্বৃত্ত ভীল! তোর্ যে বড় স্পর্দ্ধা দেখতে পাই, শৃগাল হয়ে সিংহরমণী-হরণ! আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর, দেখ্‌ব তোর কত ক্ষমতা। অমর! যাও, গোবিন্দরায়কে একবার ডেকে আন।

অম। আপনাকে এরূপ অবস্থায় রেখে আমি কোথাও যেতে পারি না।

সম। সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই ; তুমি যাও, শীঘ্র তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো। উঃ! আর সহ্য হয় না, আর তিলমাত্র বিলম্ব কর্ত্তে

পারি না, তুমি তাঁকে নিয়ে এসো, আমি শীঘ্রই সেই দুরাত্মার বৃথা গর্ব্ব খর্ব্ব কর্‌ব !

অম। আমি যাচ্চি, কিন্তু সাবধান ! (প্রস্থান)

সম। নিরানন্দ, অন্ধকার, শূন্য আজি ধরা,
সদানন্দাননী ইন্দু চিত্তেন্দু বিহনে ;
ক্ষীণ-প্রভ প্রভাকর ; মগনা অবনী
তিমিরাকূপার ঘোরে——অতল, অসীম।
স্তব্ধগতি স্রোতস্বতী ; তরঙ্গনিচয়
আর নাচে না সাগরে সহাস্য আননে ;
নড়েনা পাদপবৃন্দ মন্দানিল ভরে ;
হাসেনা প্রকৃতি সতী কুসুমবিকাশে
আর নেত্র-তৃপ্তিকরী। কোথা গো মেদিনি !
মোহিনী সে বেশ তব, সে সুন্দর হাসি,——
অনুপ আননে যাহা অবিরাম নাচি
হাসাত বিচিত্র রূপে স্থাবর জঙ্গমে ?
কোথা সে সুস্নিগ্ধ, শুভ্র শরদিন্দু ভাতি ?
ললাটিকা নিশামনি——কুমুদ-রঞ্জন ?
ফেলিয়াছ দূরে কি সে ললন্তিকা শোকে,——
বিমল সলিল-যুতা শ্যামল হ্রদিনী,
মন্দ বায়ুভরে যাহা মন্দ মন্দ দুলি
কোমল হৃদয়ে তব, মোহিত মানসে ?
কোথা সে মধুর রূপ অপরূপ ফুল-

কুল-সাজ, পুঞ্জ পুঞ্জ মধুব্রত যাহে,
মধুলোভে অন্ধ হ'য়ে পড়িত নিয়ত ?
কোথা সে অমৃত-সিক্ত মধুপ-গুঞ্জন,—
কমনীয় কম্বু-কণ্ঠোত্থিত গীত-ধ্বনি ?
কোথা সে শ্রীঅঙ্গ-শোভা-সাধিকা নলিনী,
দ্যুতিমতী কান্তি তরে যার, প্রভাময়ী
ছিলে সদা তুমি ? **নগ**শিরে সে **নলিনী**
এবে ; দুষ্ট দস্যুপতি, পশি কালবেশে,
হরিয়াছে সে রতনে ;—বিষাদাব্ধি-নীরে
ডুবায়েছে আজি যত স্থাবর জঙ্গমে !
না বহে নগ-নন্দিনী খরতর বেগে
আজি সেই সে কারণ ! হাসে না প্রকৃতি
কুসুমবিকাশে আর চিত্ত-মত্তকারী !
খঞ্জন খঞ্জনী আর কলাপ কলাপী,
সদা নৃত্যশিল যারা, নাহি নাচে আর ;
চাতক চাতকী দোঁহে শাখিশাখোপরে
রহে মৌনমুখে, তৃষ্ণাতুর অতি, তবু
জলদের কাছে আর ডাকে না সঘনে
বিদরি কোমল কণ্ঠ, বলি সকাতরে,
দে জল, দে জল, প্রাণ যায় রে তৃষ্ণায় !
মানবিনী নহে ইন্দু ; অজ-প্রিয়া যথা,
(অজ-প্রিয়া ইন্দুমতী দোঁহে এক নাম !)

অমর আলয় ছাড়ি, সমুজ্জ্বল রূপে,
আবির্ভূতা মর্ত্ত্যভূমে বুঝি শাপবসে।
সামান্য মানবী তরে না হলে কি কভু
বিলাপে স্বভাব ? প্রাণ ! বৃথা আশা তোর !
বামন সক্ষম কভু হয় কিরে, ক্ষিপ্ত !
স্পর্শিতে গিরিশিখর, লভিতে চন্দ্রমা
করতলে ? উচ্চ আশা-পরিণাম এই !——
উহু ! কি দুঃসহ জ্বালা ! দহেরে জীবন
নির্দ্দয় বিরহ-ক্ষিপ্ত বিষ-লিপ্ত বাণে !—
নিদাঘ মধ্যাহ্নে——যবে প্রখর তপন
দহিবারে ধরাতল, ধরাবাসী জীব
বিষম বহ্নিতে, নিজতাপে তপ্ত হয়ে
উগরেন অংশুরাশি—অনল যেমন ;——
প্রমত্ত মারুত যবে, আদিত্যে সহায়,
ধূলি কঙ্করেতে ধরি কপর্দ্দকী বেশ,
মাখিয়া সর্ব্বাঙ্গে অগ্নি, বহি ভীম বেগে,
দহে জীবকুল-দেহ ; যদিরে তখন,
প্রজ্বলিত হুতাশন—শিখা ব্যোম-স্পর্শি—
বেষ্টি কোন নিরুপায় হতভাগ্য নরে,
আক্রমে ক্রমশঃ, হায় ! তার যে যন্ত্রণা,
তুচ্ছ মোর কাছে ! রাজদণ্ডে অগ্নিপানে
দুরদৃষ্ট কোন, হয় রে দণ্ডিত যদি,

সে যন্ত্রণা মোর সনে নহে সমতুল !—
উহু ! কি নির্দ্দয় প্রাণ তোর রে পাষণ্ড,
ভীল-কুল-কুলক্ষণ ! হরিলি কেমনে
সহস্র মানব-প্রাণ—সুশীলা, সুমতী,
সতী, ইন্দুমতী ধনে ? হ'ল না দয়ার
লেশ ? বসুমতি ! ধন্য সহ্যশিলা তুমি !
অনায়াসে হেন পাপাত্মারে বহিতেছ
বক্ষে তব ! যাও—যাও রসাতলে ত্বরা।
উহু ! কি যন্ত্রণা ! বুঝি যায় রে জীবন
দারুণ বিরহানলে দগ্ধীভূত হয়ে !
নির্দ্দয় পরাণ ! করি অনুনয় তোরে,
কররে বিলম্ব কিছু, দেখি জনমের
মত প্রিয়া-মুখ-পদ্ম-চিত্র একবার।
দেখা দাও প্রাণপ্রিয়া মানস-মোহিনী,—
হা সতি !—হা ইন্দুমতি!— হা **নগ-নলিনি** ! ! !

নেপথ্যে। ওমা ইন্দু ! তোর কোমলাঙ্গে সেই পাষাণহৃদয় কেমন করে অসি প্রহার কল্যে মা !

(বেগে গোবিন্দরায়ের প্রবেশ)

গোবি। ইন্দ্ রে ! তুই বিনষ্ট ! মাগো ! (মূর্চ্ছা)

সম। কি ? ইন্দ্ বিনষ্ট ! হা প্রিয়ে ! (মূর্চ্ছা)

(বেগে অমরেন্দ্র ও ভোজনসিংহের প্রবেশ)

অম। হায় হায়! সর্ব্বনাশ হল! (নেপথ্যাভিমুখে) ওরে, কে আছিস্, শীঘ্র একখান পাখা আর একটু জল নিয়ে আয়।

ভোজ। "এক পাগলে রক্ষা নাই সাত পাগলের মেলা"।

(দাসের প্রবেশ ও বৃন্তাদি দান)

অম। (গোবিন্দরায়ের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়া) ভোজন! সেনাপতি মহাশয়কে তুমি দেখ। (ভোজন সমরেন্দ্রের শুশ্রূষায় নিযুক্ত)

সম। হা ইন্দু! (উঠিয়া) কৈ? সব ফাঁকি! হা প্রিয়ে! (মূর্চ্ছা)

অম। ভোজন! ভাই, বাতাস কর, বাতাস কর।

গোবি। (উঠিয়া) আছে বৈ কি, আছে বৈ কি, ইন্দু! কৈ? কৈ?

(বেগে প্রস্থান)

অম। (উঠিয়া) ভোজন! তুমি এঁকে দেখো। (বেগে প্রস্থান)

ভোজ। এ যে হয়েও হয় না গা, কি গ্রহ! এই উঠ্‌লেন আবার প্রিয়ে বলেই অজ্ঞান; "বাতেন কদলী যথা" "পপাত ধরণীতলে"। (বীজন) একেই বলে বিধিলিপি! এই ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দে নেহাৎ একটা চেংড়া ছুঁড়ির বিরহে এঁর এই রকমে অপঘাত মৃত্যুটা হবে, তা কার সাধ্য খণ্ডন করে? তা আমিই বা বাতাস দিয়ে আর কি করব! যদি তাইই হয়ে থাকে, তা আমি চুলোয় যাই, আমার চৌদ্দপুরুষ এসে বাতাস করে করে হাতে সাতটা কড়া পড়ালেও কিছু হবে না;—আর যদি পরমায়ুঃ থাকে ত আপনিই জ্ঞান হবে, কারও কিছু কর্ত্তে হবে না। তবে তাই ভাল, পাখা খানা রেখেই দি; ভূতের ব্যাগার কেন খাটি? (বৃন্ত ত্যাগ)

(অমরেন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

অম। চুপ্ করে বসে আছ যে?

ভোজ। "ললাটে লিখিতং ধাত্রা বদ কেন নিবার্য্যতে"। মনুষ্যের কি ক্ষমতা!

অম। কি বিপদ! সর, দেখি। (পরীক্ষা করিয়া) না, ভাল বুঝ্‌ছিনে, চল এঁকে সেই শীতলগৃহে লয়ে যাই, এখানে কিছুই হবে না।

ভোজ। তিনি আবার কোথা গেলেন?

অম। কৈ তাঁকে ত দেখতে পেলেম না, কোথায় যে গেলেন, তাও ত বল্‌তে পাচ্চিনে, তাঁর জন্য আমার বড় ভাবনা হচ্চে। যা হোক্, এখন এঁর যা হয় করা যাক্। (দাসের প্রতি) তুই ধর; ভোজন! তুমিও ভাই ধর।

(মূর্চ্ছিত সমরেন্দ্রকে লইয়া সকলের প্রস্থান)

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জেবুয়া——সুখনায়েগের কারাগার

(ইন্দুমতী গবাক্ষ-পার্শ্বে দণ্ডায়মানা।)

ইন্দু। পৌর্ণমাসী নিশি ; শশী ষোড়শী রূপসী,
অমল অম্বরাসনে সমুদিতা দেবী
পূর্ণরূপে, উদে বামা শৈল-সুতা যথা
শারদ পার্ব্বণে, যবে মহোৎসবে মগ্ন
চির বঙ্গ-বাসী-মন। সমুজ্জ্বল বিভা
তারারাজি দাঁড়ায়েছে থরে থরে সবে
ঘিরি চাঁদে,—ঘিরে বঙ্গকুল-বধূকুল
বরিবার কালে যথা মোক্ষদায়িনীরে,
বরষি অমৃতমাখা হাসি, মনোহর
বিম্বাধর হ'তে। শ্বেতাঙ্গিনী শশিপ্রভা,
হর্ষোৎফুল্ল মনে, কত যে খেলিছে রঙ্গে
অম্বরে, ভূতলে, জলে,—বর্ণিতে অক্ষম।
শিখরী শিখর-জাত, বিচিত্র বরণ

কুসুম-নিচয়, সবে ফুল্লমুখী ; এবে
মোদিছে নাশায় মরি, বর্ষি মনোরম
পরিমল রেণু। সুশীতল নৈশবায়ু
বহে মৃদু মৃদু ; সচঞ্চল বনস্থলী ;——
যাহে দীর্ঘ তরুকুল, শ্যামল বরণ,
ফলে ফুলে বিভূষিত, হেলে মন্দ মন্দ ;
শিশির কণিকা-চয়, পুষ্প মধুমাখা,
পড়ে অবিরল শ্যাম দুর্ব্বাদল-শিরে,
শোভে, শত শত মুক্তা-মালা যেন, বেড়ি
জনক-দুহিতা-চিত্ত-চন্দ্র কম্বু-কণ্ঠ।
কেন রে প্রকৃতে ! হেরি এ হেন মূরতি
তোর আজি পুনঃ ? এক দিন অভাগীরে,
—হায়রে, সে দিন ইন্দু-চিত্ত-পটে সদা
রবেরে চিত্রিত গাঢ় !—হায়, এক দিন,
এই কাল রূপ তোর, ছলি অভাগিনী
মুগ্ধা মোরে, লয়েছিল প্রমোদ কাননে,
(সদানন্দ যথা ইন্দু পেত হাতে হাতে,)
শুভানুধ্যানশালিনী সঙ্গিনীর সহ
ছিনু মত্তা হাস্যালাপে, চিত্তামোদে, গীতে ;
কত যে সুখ-স্বপন, বীচি প্রায় উঠি
পুনঃ পেতেছিল লয় ;—কহিব কেমনে !
উদিলে স্মরণে, ফাটেরে বিষাদে প্রাণ !

অকস্মাৎ কাল-বেশে দুষ্ট দস্যুপতি
পশি সে সুখ-কাননে হরিল আমারে ;
হারালেম—হায়, কিরে জনমের মত !—
স্নেহশিলা সখীদ্বয়, বৃদ্ধ পিতা, প্রাণ-
পতি ? প্রিয়সখি ! অভাগিনী ইন্দু বদ্ধ
দস্যু কারাগারে—ভাব কি তোমরা কভু
তারে ? পিতা গো—হা পিতঃ ! স্মরিলে তোমারে
বিষাদে বিদরে প্রাণ !—আছ কি জীবিত ?
একে শোক-জীর্ণ তুমি—দারুণ আঘাত,—
শেল সম, হায় ! বাজিয়াছে বক্ষে তব
কুমারী-বিরহ শোক। কত যে কেঁদেছ
তুমি মোর তরে—কত যে করেছ চেষ্টা
উদ্ধারিতে মোরে, তাহা না পারি বলিতে ;—
আর প্রাণেশ্বর ? নাথ ! ভাব কি দাসীরে
তুমি দিনান্তে বারেক ? অভাগিনী কিন্তু
তব তরে শোকাকুলা অতি ;—নিরবধি
করে ধ্যান ও পদ-পঙ্কজ মনে। এবে
উদ্দেশে চরণে তব করি প্রণিপাত ;——
হা নাথ !—হা প্রাণনাথ !—হা নাথ !!—হা নাথ !!!

(অসি হস্তে সুখনায়েগের প্রবেশ)

সুখ। আমার জন্যে হা হুতাস কচ্চ ? তা এই যে আমি এসেছি। (ক্ষণ-

পরে) চুপ করে রইলে যে ?—কথাটা বুঝি অতুচ্ছ হল ? (তরবারি দেখাইয়া) এখন হয় আমার কথা শোন্, নয় এর এক ঘা খা।

ইন্দু। তুমি আমায় কেটে ফেল।

সুখ। হারামজাদি, তোর জন্যেই ত আমার প্রাণের শশিপ্রভাকে হারিয়েছি ; এখন তোকে দিয়ে সে শোধ তুল্‌ব, তবে ছাড়্‌ব।

ইন্দু। শশিপ্রভা যে পথে গেছে—আমাকেও সেই পথে পাঠাও।

সুখ। আগে তার মত হ, তার পর পারি ভাল, না পারি রয়ে গেলি।

ইন্দু। (স্বগত) হা পরমেশ্বর ! আর কত দিন আমায় এ যন্ত্রণা দিবে। বার বার এ অপমান আর সহ্য হয় না।

সুখ। ঐ যে চুপ্ করে থাকাটা, আমি বেশ জানি, রাজি হবার চিহ্ন ; ঐ যে কথায় বলে "মৌন সম্মতি লক্ষণ", তাইই ত ? কেমন ইন্দু ! তাই ত ?

ইন্দু। তুমি আমার পিতা হও,—শশিপ্রভাকে আমি মা বল্‌তুম, তুমি আমার পিতা হও।

সুখ। বার বার এক কথা ? তবে যা, তুই শশিপ্রভার পাশে যা ! (অসি উত্তোলন) (ইন্দুমতী মূর্চ্ছিতা)।

(বেগে চন্দ্রভণের প্রবেশ)

চন্দ্র। (সুখনায়েগের হস্ত ধরিয়া) কর কি ? কর কি ?

সুখ। চন্দ্র ! ছেড়ে দে, ছুঁড়ির নষ্টামিটা ভাঙি, এর একঘায় ওকে ওর মামার বাড়ী দেখিয়ে দি।

চন্দ্র। পাগল হয়েছ নাকি ?—চল।

(বলপূর্ব্বক সুখনায়েগকে লইয়া প্রস্থান)

(কৃষ্ণদাসের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। আমাদের ঘরে কিন্তু বাবু এমন্‌টি নেই ; রাজি হল না, ছেড়ে দে, যার বাছা তার কাছে যাগ্। তা না আবার কাট্‌তে যায় ! কেন রে

বাবু, কাটবার তুমি কে? (ইন্দুমতীকে বীজন) সে দিন কোথাও কিছু নেই, খামোকা সে মাগীটাকে কেটে ফেল্লে! বাবা, এর ফল ভুগ্‌তে হবে, আমি সে দিন স্বচক্ষে দেখেচি, পাহাড়ের নীচে—রাম! রাম! রাম! (ইন্দুমতীর গাত্রোত্থান)

ইন্দু। কে তুমি?

কৃষ্ণ। মা, আমি কেষ্টদাস, তুমি মাটিতে অচ্যাতন হয়ে পড়ে রয়েছিলে দেখে, একটু বাতাস দিতে এসেছিলুম।

ইন্দু। আচ্ছা বাপু, এখন আমি শুধ্‌রেছি, তুমি যাও। ভগবান যদি কখন আমায় দিন দেন ত——

নেপথ্যে কোলাহল।——ঐ গো, ঐ কন্ধকাটা! ওরে নারে, ওটা মাম্‌দো!

কৃষ্ণ। রাম! রাম! রাম! আমি পাহাড়ের নীচে ওকেই দেখেছিলুম, বাবা, আমি পালাই। (বেগে প্রস্থান)

পুনর্নেপথ্যে। ওরে, এটা পাহাড়ে ভূত! ঐ উঠ্‌ছে, সব পালা; দোর জানালা বন্দ কর। রাম! রাম! রাম!

ইন্দু। (সাশ্চর্য্যে) সত্য নাকি? না, ভূতযোনি ত নাই—ও সকল কথার কথা। ভাল একবার দেখি, (গবাক্ষদ্বার দিয়া দর্শন) কি ওটা? এ যে ঠিক্ মানুষের মত, ওমা! আবার এই দিকেই আস্‌চে যে! তাই ত! কোন ভীল ত কুঅভিপ্রায়ে আসচে না? খুব সতর্ক! ধীরে ধীরে পা ফেল্‌ছে! ওমা! আবার দেল ধরে উঠ্‌ছে যে! আমি পালাই। (দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া) যা, কে আবার কপাট বন্ধ করে গেছে! এখন যাই কোথা? করি কি? পরমেশ্বর! তুমিই এ অধিনীর রক্ষাকর্ত্তা। (অন্ধকারাচ্ছন্ন এক কোণে লুক্কায়ন)

(অসিদ্বারা গবাক্ষের গরাদিয়া কাটিয়া এক জন বিকটাকার পুরুষের প্রবেশ)

বি-পু। এ ঘরেও নাই! দুরাত্মা তবে যথার্থই বিনাশ করেছে, হা ইন্দু!

ইন্দু। (অগ্রসর হইয়া) বাবা! বাবা! (রোদন)

বি-পু। মা রে! কই তুই! মা, তুই বেঁচে আছিস? আয় মা, কাছে আয়।

আমি তোর সেই বুড় বাপ—সেই শোকজীর্ণ গোবিন্দরায়। (মুখাবরণ ত্যাগ)

ইন্দু। (গোবিন্দরায়ের চরণে পতিত হইয়া) বাবা! এ দুঃখিনীকে কি মনে আছে? (রোদন)

গোবি। সে কি মা! (ইন্দুমতীর হস্ত ধরিয়া) ওঠো, ওঠো। (বস্ত্রদ্বারা ইন্দুমতীর নয়নজল মার্জ্জন) মা! লোকমুখে তোমার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ শুনে আমার প্রাণান্ত হবার উপক্রম হয়েছিল, তা তুমি জীবিতা আছ দেখে সেই প্রয়াণোন্মুখ প্রাণ আবার এ দেহে থাক্‌তে ইচ্ছা কচ্চে; মা, এ জনরব উঠ্‌ল কেন? আর অনেকেই বা এতে বিশ্বাস করেছিল কেন?

ইন্দু। যে কাণ্ডটি হয়েছিল তা সাধারণের বিশ্বাসযোগ্য বটে।

গোবি। কি হয়েছিল?

ইন্দু। সে কথা বল্‌তে গেলে আমার মনে বড় দুঃখের উদয় হয়, (দীর্ঘ নিশ্বাস) দুরাত্মা দস্যু আমাকে এখানে আন্‌লে পর, আমি একেবারে অকুল বিপদসাগরে পড়্‌লেম, এখানে আমাকে আমার বলে, এমন কেউ ছিল না, কারও কাছে যে মনের দুঃখ প্রকাশ করি, কিম্বা কেউ যে আমার দুঃখে দুঃখিত হয়, এমন কাকেও দেখতে পেতেম না, কেবল শশিপ্রভা বলে একটী স্ত্রীলোক—যদিও সে দুশ্চরিত্রা ছিল, কিন্তু আমায় খুব স্নেহ যত্ন কর্‌তো—আমাকে আপনার মেয়ের মত দেখ্‌ত।

গোবি। সে না তেজেন্দ্রসিংহের কন্যা?

ইন্দু। হাঁ—তারই মুখে ঐ নাম শুনেছিলেম।

গোবি। মা, সে যে তোমার মাতুলানী! তোমাদের কি এ পরিচয় হয়েছিল?

ইন্দু। মামী! কৈ, না; তা ত আমি শুনি নাই।

গোবি। আচ্ছা, তার পর।

ইন্দু। একদিন দুরাত্মা সুখনায়েগ এসে আমায় যৎপরোনাস্তি কটু কথা বল্লে, তাতে আমার এত দূর অপমান বোধ হল যে, ইচ্ছা কল্লেম এ প্রাণ আর রাখব না—আত্মঘাতী হয়ে মরব, আবার ভাবলেম, যদি আত্মহত্যাটা কর্ত্তেই হল, ত—দুরাত্মাকে মেরে মরাই ভাল। এই ভেবে এক খান অস্ত্র আন্‌তে দৌড়ুলেম, ওও তলোয়ার নিয়ে আমার পশ্চাদ্ধাবিত হল, আমি দৌড়ে এসেই শশিপ্রভার ঘরে প্রবেশ কল্লেম; সেই অস্ত্র খানা ঐ ঘরেই ছিল, তা কোথা রেখেছিলেম মনে ছিল না বলে, দ্বারে খিল দিয়ে খুঁজতে লাগ্‌লেম। তার পর একটা আর্ত্তনাদ শুনা গেল—সেই আমার শশিপ্রভার—আমার মামীর—(রোদন)

গোবি। অসতী স্ত্রীলোকের মৃত্যুই ভাল, সে জন্য আর রোদন কর না, তার পর।

ইন্দু। তার পর শুন্‌লেম, শশী দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, দস্যু অন্ধকারে না চিন্তে পেরে, আমাকে মনে করে তাকে কেটেছে। আর অন্য অন্য সকলে তাই মনে বিশ্বাস করেছিল,—এই সেই জনরবের মূল।

গোবি। মা! ভগবানই তোমাকে রক্ষা করেছেন।

ইন্দু। বাবা, তবে এখন আমায় নিয়ে চলুন।

গোবি। সেকি মা! এখন আমি তোমাকে কেমন করে নিয়ে যাব?

ইন্দু। কেন, আপনি যেমন করে এলেন।

গোবি। আমি যে রকমে এসিছি তা আর কি বলব! মা, তুমি তা পার্‌বে না। পদস্খলন হয়ে কত বার যে পড়ে গেছি তার আর সংখ্যা নাই, মা, তুমি গেলে তোমার প্রাণনাশের সম্ভাবনা, আমার অত্যন্ত কঠিন প্রাণ তাই এখনও আমি জীবিত আছি।

ইন্দু। আমার প্রাণও কম কঠিন নয়, এত অপমানেও এ দেহে রয়েচে! বাবা, আমার প্রাণনাশের আশঙ্কায় আপনি আমায় নিয়ে যেতে চাচ্চেন না, কিন্তু এ পাপ স্থানে থাকা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই ভাল। আর, এখানে আর কিছু দিন থাক্‌লে তাই হবে।

গোবি। না মা, আর তোমাকে এখানে অধিক দিন থাক্‌তে হবে না, যখন স্বচক্ষে দেখলেম যে তুমি জীবিতা আছ, তখন শীঘ্রই তোমার উদ্ধার করব।

ইন্দু। এ জনরব উঠবার আগে কেন আমার উদ্ধারের চেষ্টা করেন নি?

গোবি। মা, আমি কি নিশ্চিন্ত ছিলেম! দুঃখের কথা কি বল্‌ব, পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছিলেম—

ইন্দু। সে কি?

গোবি। তা কি তুমি শোন নি?

ইন্দু। কৈ, না।

গোবি। আর মা! সে অপমানের কথা আর কি বল্‌ব! দুরাত্মা সুখনায়েগ ঘোষণা করে দিয়েছিল যে, পাঁচ লক্ষ টাকা পেলেই তোমাকে ত্যাগ করবে, তাই আমি যথাস্বর্ব্বস্ব বিক্রয় করে ঐ টাকা গুলি সংগ্রহ করে নিয়ে, তোমাকে নিতে এসেছিলেম; কিন্তু কি বল্‌ব, দুরাত্মা টাকা গুলি সব নিয়ে, আমাকে চাকর দিয়ে দ্বারবহিষ্কৃত করে দিলে।

ইন্দু। হা ভগবান! (নেপথ্যে পক্ষিকলরব)

গোবি। একি! এর মধ্যেই প্রভাত হল! মা, তবে আমি আর বিলম্ব কর্ত্তে পারি নে, এ শত্রুপুরী, যদি কেউ দেখে ত মহা গোলযোগ উপস্থিত হবে, তা এখন——

ইন্দু। আমি কেমন করে থাক্‌ব; (রোদন) তুমি আমায় নিয়ে চল।

গোবি। নিয়ে যাওয়া কি সহজ কথা? তুমি আমার সঙ্গে গেলে উভয়ের মৃত্যুপথকে প্রশস্ত করা হবে; মা, তাই কি ভাল? তুমি কিছু অপেক্ষা কর শীঘ্রই তোমাকে উদ্ধার করব।

ইন্দু। (সরোদনে) তবে কি আমায় এ রাক্ষসপুরিতে একাকিনী রেখে চল্লে?

গোবি। মা, চুপ কর, কেঁদোনা, ধৈর্য্য হও। (ক্ষণপরে স্বগত) কখনই না, আমার ইন্দু কখনই অসতী হয় নাই; সতী আছে। (চিন্তা) বিশ্বাসও হয় না, শাস্ত্রে বলে "স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং, দেবা ন

জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ”। কিন্তু সে রকমও দেখাচ্চে না। আর যদি দস্যুরা বলপূর্ব্বক এর সতীত্ব নষ্ট করে থাকে! তা হলে কি——

ইন্দু। বাবা, কি ভাবছ ?

গোবি। ইন্দু! মা! (স্বগত) হায়! কন্যাকে কেমন করেই বা এই কুৎসিত কথা বল্‌ব।

ইন্দু। বল্‌তে বল্‌তে চুপ কল্লেন কেন ? কি বল্‌বেন বলুন না।

গোবি। মা, আমি তোমাকে যে কথা বল্‌ব তা আমার যোগ্য নয়, কিন্তু কি করি, আমার মন অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হয়েছে, তাই——

ইন্দু। সন্দিগ্ধ ? আমার চরিত্রের জন্য ?

গোবি। (নিস্তব্ধ)

ইন্দু। (বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে এক খানি ছুরিকা বাহির করিয়া সদর্পে) আজও এই অস্ত্রখানি ইন্দুমতীর শোণিতে কলঙ্কিত হয় নাই। যে দিন তার চরিত্রে কলঙ্ক হবে, সেদিন এ চন্দ্রহাসও——

গোবি। আর বল্‌তে হবে না মা; (সাশ্চর্য্যে) মা, তুমি এ কোথায় পেলে ?

ইন্দু। সুখনায়েগকে নিপাত কর্‌বার জন্য শশিপ্রভাতে আর আমাতে এই অস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেম। (নেপথ্যে পদশব্দ)

গোবি। মা, মনুষ্যের শব্দ শুনতে পাচ্চি, আর বিলম্ব কর্ত্তে পারিনে, এখন আমি যাই।

ইন্দু। বাবা! কুমুদ, বিলাস ভাল আছে ত ?

গোবি। হাঁ, তারা সব ভাল আছে।

ইন্দু। আর আর সবাই ? (নেপথ্যে পদশব্দ)

গোবি। মা, আর না, চল্লেম। (ইন্দুমতীর রোদন) চুপ কর, চুপ কর, কেঁদো না, আমি শীঘ্রই তোমার উদ্ধার কর্‌ব,—দুদিন অপেক্ষা কর।

ইন্দু। দুদিন পরে আপনাকে দেখতে পাই ভাল, নচেৎ আর——

নেপথ্যে। এ ঘরে কথা কয় কেরে ?

গোবি। (ব্যস্তভাবে) তবে চল্লেম। (মুখাবরণ গ্রহণ)

ইন্দু। আপনি নাবুন, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। (গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মানা) (গবাক্ষদ্বার দিয়া গোবিন্দরায়ের প্রস্থান)

ইতি প্রথম দৃশ্য।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিন্ধ্যাচল-সন্নিকটস্থ প্রদেশ——সমরেন্দ্রসিংহের শিবির।

(ভোজনসিংহের হস্ত ধারণ করিয়া অমরেন্দ্রসিংহের প্রবেশ।)

ভোজ। দোহাই বাবা, ছোট সেনাপতি মহাশয়! তোমার সাত দোহাই বাবা, ব্রহ্মহত্যা কর না—আমায় ছেড়ে দাও, তোমার পায় পড়ি,—

অম। "পায় পড়ি" কি ভোজন? ব্রাহ্মণ হয়ে কি ওকথা বল্‌তে আছে!

ভোজ। তবে তোমায় আমি মন খুলে আশীর্ব্বাদ কচ্চি,—তোমার সোণার দোত কলম হোক্——ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক্; বাবা গরিব ব্রাহ্মণকে ছেড়ে দাও! বাবা ব্রাহ্মণীর আর কেহই নাই। (রোদন)

অম। ছিঃ ভোজন! শেষকালে কেঁদে ফেল্লে?

ভোজ। আর বাবা! কাঁদাতেও তোমরা—হাঁসাতেও তোমরা; রাখলে রাখতে পার, মাল্লে মার্ত্তে পার;—বাবা, আর কেন? ছেড়ে দাও; আমার প্রাণটা ঠোঁটের আগায় এসেচে, আর একটু এই রকম কল্লেই ব্রাহ্মণীর আর মাও বল্‌তে নেই—বাপও বল্‌তে নেই! আমিই তাঁর আঁধার ঘরের মাণিক!—তাঁর আলালের ঘরের দুলাল।

অম। ব্রাহ্মণী তোমায় বাপ বলে ডেকে থাকেন নাকি?

ভোজ। আর বাবা; চাম্‌ড়ার মুখ, ক বল্‌তে কি বেরিয়ে পড়েছে, তা ওকথা এখন যেতে দাও, আর আমাকেও তার কাছে——আমার বিরহে সে আর বাঁচ্‌বে না।

অম। তা তুমি আমাদের কাকেও না বলে পালাচ্ছিলে কেন?

ভোজ। অতটা বাবু, তখন আর মনে পড়ে নি; তাড়াতাড়ি এ দেশ থেকে সর্‌তে পাল্লেই হয় মনে করে——(নেপথ্যে রণবাদ্য) বাবা গো! ছোট সেনাপতি মহাশয়! বাবা, (কর্ণে হস্ত প্রদান) তোমার কাছে যোড় হাত কচ্চি, গরিবকে খালাস দেও, আর দগ্ধে মের না; ব্রহ্ম-হত্যা বড় পাপ!

অম। কেন, ভোজন! সেখানে যেতে তোমার এত ভয় কেন? তোমাকে ত আর কিছু কত্তে হবে না—তুমি কেবল আমাদের খাদ্যসামগ্রীর ভাণ্ডার চৌকি দেবে।

ভোজ। আজ্ঞা, ভাঁড়ার—আজ্ঞা তা—চৌকি দিতে হবে? আজ্ঞে তা সে সেখান থেকে কত দূর? কাছেই কি?

অম। না, এমন কাছে নয়, প্রায় যুদ্ধস্থল থেকে আধ ক্রোশ দূরে।

ভোজ। ও বাবা, এ আবার তোমার কাছে নয়! সেখানে তলোয়ারের খোঁচাটাও গিয়ে লাগ্‌তে পারে। না বাবা, আমাকে রেহাই দাও! (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) ও বাবা, এ কে গো!—

(এক জন সৈনিকের প্রবেশ)

ছোট সেনাপতি মহাশয়, আমি চল্লেম বাবা, এখানে আর নয়।

(কম্পিত পদে পলায়নোদ্যত)।

অম। (সৈনিকের প্রতি) ব্রাহ্মণকে ধর ত, পালায় না যেন।

(সৈনিক ভোজনসিংহকে ধরিতে উদ্যত)

ভোজ। (চীৎকার করিয়া) দোহাই বাবা। আমি কিছুই জানি নে, আমি তোমার বাবা, কিছুই করিনে বাবা। (সৈনিকের ভোজনকে ধারণ) দোহাই বাদ্‌সা! দোহাই খিলিজী সাহেব! তোমার রেওত খুন হয়।

অম। যুদ্ধ দেখ্‌তে কি তোমার ইচ্ছা হয় না?

ভোজ। বাবা, আমি ঢের যুদ্ধ দেখেছি।

অম। যুদ্ধ আবার তুমি কোথায় দেখ্‌লে?

ভোজ। তা সকাল সন্ধ্যাই দেখে থাকি,—আপনাদের একটা স্ত্রীলোক নিয়ে এত কাণ্ড হচ্ছে, কিন্তু আমার যোদ্ধাদের একটা সামান্য খাদ্যদ্রব্যের জন্য যুদ্ধের ঘটা দেখে কে?

অম। তারা কারা হে?

ভোজ। আজ্ঞা, আমার উপর নিচের দুপাটি দাঁত,—তারা ভারি যুদ্ধ করে; তা আমার যুদ্ধ দেখবার সাধ এক রকম মিটেছে, আমিও সব দেখ্‌তে চাই না, আমায় ছেড়ে দিন। (নেপথ্যে রণবাদ্য) ঐ গো! ঐ গো! ঐ গুণকে আমি বড় ভয় করি; বুক গুর্ গুর্ কচ্চে!—আচ্ছা যেতে হয় যাব, এখন ছেড়ে দাও, অন্য যায়গায় গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি!

অম। (সৈনিকের প্রতি) তুমি কি মনে করে এসেছিলে?—আচ্ছা, ভোজনকে আগে ও শিবিরে রেখে এস, তার পর শুন্‌ব এখন।

ভোজ। একবার বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আসি না কেন?

অম। না, তা হবে না——

(সৈনিকের সহিত ভোজনের প্রস্থান)

(সমরেন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

অম। সম্রাট কি সে সনন্দপত্র খানা দিয়েছেন?

সম। হাঁ, এই যে; এই দেখ। (পত্র প্রদান)

অম। (সনন্দপত্র পাঠ করিয়া) তিনি এতে আপনাকে সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করেচেন।

সম। হাঁ। অমরেন্দ্র! মুসলমান সৈন্যেরা সব সমবেত হয়েছে কি না, একবার দেখে এসো দেখি, হিন্দুরা সকলে এসেছে,—আমি দেখে এলেম।

অম। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

সম। (স্বগত) ঈশ্বরের কৃপায় আমার প্রাণাধিকা ইন্দু জীবিতা আছেন; নির্ব্বোধ ভোজন যে বলেছিল—দস্যুপতি তাকে বিনাশ করেছে এ কথা সম্পূর্ণ অলিক; অল্প বুদ্ধি মনুষ্যেরাই জনরবে বিশ্বাস করে। হৃদয়! স্থির হও, আর তোমার কোন আশঙ্কা নাই, যখন সে বরাননী জীবিতা আছেন তখন অবশ্যই তুমি তাকে প্রাপ্ত হবে। (নেপথ্যে রণবাদ্য) ঐ বুঝি মুসলমান সৈন্যেরা এল।

(অমরেন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

কেমন হে, মুসলমানেরা এসেছে?

অম। আজ্ঞা হাঁ।

সম। আচ্ছা, তবে এখন চল,—তাদের থাক্‌বার স্থান নির্দ্দেশ করে দেওয়া যাক্ গে। (উভয়ের প্রস্থান)

(একজন মুসলমান সৈনিকের প্রবেশ)

মুস। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) হিঁয়া কৈ ত হায় নেই, ইস্ বখৎ হিঁয়া হাম নিমাজ পড়্‌লেই, উধার ত বহুত সোর সরাবৎ হোতা; (উপবেশন) বড়া হায়রান হো গিয়া! খোদাকা নাম লেনেকো ময় কাঁহা চলে? ইধার বন্দুক, উধার তল্‌বার, হিঁয়া তাঁবু, হুঁয়া ঘোঁড়া; —ময় কাঁহা চলে? চারি তরফ ত ঢুঁড়কে আয়া, কঁহি আচ্ছা যাগ্‌গা মিলা নেই, হিঁয়া কুচ গোলমাল হায় নেই, এহি ফুর্‌সৎমে একদফ্ খোদাকা নাম লেই।

(নেমাজ করণ)

(ভোজনসিংহের প্রবেশ)

ভোজ। এ কে? এ যে যবন দেখতে পাই; এ ব্যাটা সেনাপতি মহাশয়ের শিবিরে কি কচ্চে? (মুসলমানের প্রতি) আরে, কে তুই এ ঘরে? এ বুঝি তোর বাবার ঘর, শালা,—বড় বাবু হয়ে বসে নেমাজ পড়্‌ছিস্ যে, বেরো——

মুস। কোন্ হায় তোম্? হাম হিঁয়া নেমাজ পড়্‌তে হেঁ, কেঁও তোম্ দিক্ কর্‌তা; সোর সার মৎ করো।

ভোজ। আরে শালা মুসলমানের মুখে শোর কিন্না?

মুস। চুপ রহো; আল্লা! বিচ্‌মোল্লা! তোবা! তোবা! (নেমাজকরণ)

ভোজ। রাম! রাম! বেটা এই দুপুর বেলা আল্লা তোবা শোনালে হ্যা, হা রাম!

মুস। হারাম্ কেঁও কয়তেরে?

ভোজ। আপাততঃ কুকুরের মত কেঁউ কেঁউ করে খানিক ডাক্‌তে থাক্, তার পর বল্‌ব এখন। তুই জানিস্ ব্যাটা, তোকে আমি এক কথায় শ্যাল কুকুর দুইই ডাকাতে পারি।

মুস। কেঁও?

ভোজ। এই ত কুকুর ডাক্‌লি।

মুস। হাঁ—হাঁ—হুয়া—হুয়া।

ভোজ। এই দেখ্, তুই আবার শ্যালও ডাক্‌লি।

মুস। আচ্ছা—আবি তোম্ হিঁয়াসে নিকালো, সোর্ গোল মৎ করো।

ভোজ। একশ বার শোর শোর কচ্চিস কেন? তুই শোর খেতে বড় ভাল বাসিস বুঝি?

মুস। ক্যোয়া?

ভোজ। শোর,—শোর,—খাবি?

মুস। তোম ক্যোয়া কয়তে হোঁ, হাম কুচ্ সমজ্‌তে নেহি।

ভোজ। সেই যে স্থূলচর্ম্মী, নরকভোগী, সেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বেড়ায়।

মুস। ক্যোয়া, ঘোঁ ক্যোয়া?

ভোজ। তোরা যাকে হারাম বলিস্।

মুস। হারাম ত তোম্ হায়।

ভোজ। আমি কেন? তুই,—তোর বাবা হারাম।

মুস। মু সামাল্‌কে বাৎ কহো;——উল্লুক্‌কা জানা।

ভোজ। খবর্দ্দার শালা, গালাগাল দিস্‌নে বল্‌ছি, (চড় দেখাইয়া) এক চড় মারবো।

মুস। হাম্‌ বি মার্‌ সেক্‌তা। (তরবারি উত্তোলন)

ভোজ। ওঃ! তলোয়ার দেখাচ্চেন, কে তোমার তলোয়ারকে ভয় করে? আমিও যুদ্ধে যাচ্চি। (স্বগত) সত্যি সত্যি মার্‌বে না ত? বাবা, দেখে যে ভয় করে, কি জানি যদি এর এক ঘা দেয়, তা হলে ত দফা শেষ—ব্রাহ্মণী ত রাস্তায় দাঁড়াবে। (পলায়নোদ্যত)

মুস। (উঠিয়া) আও দেখে; ভাগ্‌তেহোঁ কাহেঁ, তলবার দেখ্‌কে তোম্‌কো ডর্‌ মালুম হোতা?

ভোজ। পালাবো না ত কি ভয় করব? ভয়টা কি? তুই মার্‌বি—কৈ, মার দেখি,—মার না—ওঃ, ভয়! মার না দেখি—(ক্রমশঃ পলায়ন)

মুস। (সহাস্যে) লড়্‌নে আয়া! জান্‌তে নেই হাম্‌ মুসলমান হায়।

(অপর দিক দিয়া মুসলমানের প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয় দৃশ্য।

তৃতীয় দৃশ্য।

জেবুয়া——সুখনায়েগের কারাগারে এক অন্ধকার কক্ষ।

(ইন্দুমতী দণ্ডায়মানা)

ইন্দু। (স্বগত) আর সয় না,—বার বার নীচ-হস্তে এরূপ অপমান আর সয় না,—সয় না। দুদিন গেল, তিন দিন গেল, কৈ, বাবা ত এলেন

না; বোধ হয় তাঁর ইন্দুকেও তিনি আর দেখ্‌তে পেলেন না, ইন্দুর জীবন-দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হয়েছে—আর প্রজ্বলিত হবে না। উঃ! প্রাণ যায়! এখন বুঝি শ্বাস-বায়ু অভাবেই প্রাণ যায়! এ ও আমার ভাল, কারণ আত্মহত্যাটা কর্ত্তে হল না। উঃ! মৃত্যু-যন্ত্রণা কি এত কষ্টজনক! প্রাণ যেন ফেটে যাচ্চে!—মা গো! তুমি স্বর্গে গিয়েচ, তোমার ইন্দুও এখন তোমার কাছে চল্‌ল,—না, না, আমি ঘোর পাপীয়সী, আমার এ পাপ আত্মা সেই পবিত্রধামে স্থান পাবে না।—বাবা গো! সেদিন তোমার যাবার পরেই দুরাত্মা দস্যুরা আমাকে এই অন্ধকারময়, দুর্গন্ধময় ঘরে এনে রেখেছে—সামান্য-মাত্র বায়ু প্রবেশেরও একটু পথ নাই, এখন বুঝি বায়ু অভাবেই প্রাণ বিয়োগ হল!—কুমুদ রে! বিলাস রে! তোদের এত সাধের ইন্দুমতী কি করে প্রাণত্যাগ কচ্চে দেখ্‌——প্রাণনাথ! তোমার স্ত্রী হয়ে আমাকে এই রূপে মর্ত্তে হল! তোমার স্ত্রী? তাই বা কেন বলি? আমিই মনে মনে তোমাকে পতিত্বে বরণ করেছি, কিন্তু তুমি আমায় পত্নী বলে জান কি না তা ত বল্‌তে পারি না; যাই হোক, তুমিই আমার প্রাণেশ্বর; প্রভু! তুমি যার ঈশ্বর, দস্যুরা তা বিনষ্ট কচ্চে, এ কি সামান্য পরিতাপের বিষয়! হায়! ক্রমে বাক্‌রোধ হয়ে আস্‌ছে—ক্রমে জিহ্বা স্পন্দরহিত হয়ে আস্‌ছে—ক্রমে শরীরও অবসন্ন হয়ে আস্‌ছে—— এই বুঝি মৃত্যুর পূর্ব্ব-লক্ষণ! এই সময়ে একবার সেই বিশ্বজননীকে ডাকি!——

কোথা গো মা দয়াময়ি, বিপদনাশিনী!
বিপদে পতিতা দাসী ডাকে সকাতরে,
করুণা-কটাক্ষে হাস সুচারুহাসিনী,
অপঘাতে মরি বুঝি দস্যু-কারাগারে!

অভাগিনী ইন্দুমতী জনমদুখিনী,
জীবন কাটিল তার বিষাদে বিষাদে,
অন্ত কর সে যন্ত্রণা অনন্তরুপিনী,
কৃপা কর কৃপাময়ী এঘোর বিপদে !

কোথা কাল-কান্তা কালি কর গো করুণা
কাতরা কিঙ্করী প্রতি ;—আর কেন, হায় !
এ পোড়া পরাণ রেখে কর বিড়ম্বনা ?——
আজ্ঞা কর কৃতান্তেরে লইতে ত্বরায়।

যেখানে গিয়েছে মোর জননী-জীবন,
পাঠাও এ পাপপ্রাণ সে শান্তি-ভবনে,
বিপন্না দাসীর মা গো এই নিবেদন,
এই শেষ ভিক্ষা মাগি তোমার চরণে !

নেপথ্যে। কেঁদোনা কেঁদোনা, ইন্দু, কেঁদোনাকো আর,
আমি যে এসেছি ; আর কি ভয় তোমার ?

ইন্দু। এ কি ! এ দৈববাণী হলো না কি !——(গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত হইল) (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আ ! (সাশ্চর্য্যে) একি ? সহসা এ ঘর আলোকিত হল কেন ? এই যে, এ দরজাটা খোলা ! খুল্লেই বা কে ? (চিন্তা) মা ভবানী কি আমার প্রাণরক্ষার জন্য এই রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটিত কল্যেন ? ভক্তবৎসলে ! তোমার অপার মহিমা ! (নেপথ্যে হাস্য) এ হাসলে কে ?

(কল্যাণীর প্রবেশ)

কল্যা। হাস্‌ব না ? যার অপার মহিমা সে হাসবে না ত কি কাঁদ্‌বে ?

ইন্দু। (চমকিত হইয়া) আপনি কে ? এখানে ত আপনাকে কখন দেখি নাই !

কল্যা। (সহাস্যে) ও ভাই ; আমি আর কি বলব, ওরা আমাকে কাল ধরে এনেছে।

ইন্দু। দস্যুরা ?

কল্যা। তা না ত আর কারা ? ভাই, কাল যমুনা থেকে জল তুলে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলুম, আর পথের মাঝখানে আমায়,—কে বলে—ঐ যে তার নামটি ভুলে যাচ্চি।

ইন্দু। চন্দ্রভণ ?

কল্যা। চন্দ্র ফন্দ্র নয়, সে একটি অমাবস্যা-অবতার।

ইন্দু। সুখনায়েগ ?

কল্যা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সুক—নায়েগ, সেই এসে আমার হাতটা ধল্লে; আমিও আমার কাঁকের কলসীটা নিয়ে তার মাথায় ফেলে মার্‌লুম,—কল্‌সীটা ভেঙে গেল আর তার মাথা গা সব জলে ভেসে গেল, তাতে সে হেঁসে হেঁসে আমাকে বল্লে, এই ত আমি তোমার পাণিগ্রহণ কল্লেম। ভাই, পাণিগ্রহণকে বিবাহ বলে না ?

ইন্দু। সে কি এই পাণিগ্রহণ ?

কল্যা। তা যাই হোক্, সে প্রকারান্তে আমার ভাতার হল বলে, আমিও তার সঙ্গে সঙ্গেই এখানে এলেম। ভাই, এমন রসিক পুরুষ আর দুটি হবে না, কিন্তু তার রঙটা একটু মাটো মাটো বলে যা বল। তুমি এখানে কত দিন আছ ভাই ! আর তোমাকে কেমন করেই বা এনেছিল।

ইন্দু। সে কথা বল্‌তে গেলে তিন দিন তিন রাত্রেও ফুরোয় না, যদি কেউ সাজিয়ে গুজিয়ে লেখে, তা হলে বোধ হয়, একখানি মস্ত গ্রন্থ হয়।

কল্যা। তবু, চুম্বুক রকম একটু বল।

ইন্দু। আমি আমার সখীদের সঙ্গে একটি বাগানে আমোদ আহ্লাদ কচ্ছি-

লেম, এমন সময় ও দুরাত্মা গিয়ে আমাকে হরণ করে আন্‌লে, সে এই তিন মাস হল।

কল্যা। তিন মাস এসেচ! তা তোমাদের কেমন ভালবাসা হয়েচে ভাই?

ইন্দু। সে কি?

কল্যা। 'সে কি' কি গো? এত দিন এসেচ তবু তোমাদের কি ভাবপ্রণয় হয় নি?

ইন্দু। (সক্রোধে) তুমি সকলকে নিজের মত দেখ নাকি?

কল্যা। আমি বড় কুকাযই করেচি বুঝি?

ইন্দু। তোমার কায তুমি বুঝগে, তাতে আমার কি?

কল্যা। ওরে পাগলি, কেন মিছে কেঁদে কেঁটে মরিস্, ওর প্রতি মন দে, তোর ভাল হবে; কাল শুনলুম—ও বল্লে, তুই যদি একবার ওকে একটু আশ্বাস দিস্, তাহলে তোকে এই দেশের পাটরাণী করে রাখ্‌বে।

ইন্দু। (অতি ক্রোধে) পাপীয়সি! তুই আমার সম্মুখ হতে দূর হ, আমার সঙ্গে কথা কস্‌নি!

কল্যা। আমি পাপীয়সী? আচ্ছা ভাই, তোমারই কটা পুণ্যির ছালা ঝুলচে দেখাও দেখি।

ইন্দু। আবার তুই আমার সঙ্গে কথা কচ্চিস্?

কল্যা। আমি কি বড় মন্দ কথাটা বল্‌চি? ও যদি তোমাকে শুভদৃষ্টিতে দেখে, তা সে তোমার শুভাদৃষ্টের কথা।

ইন্দু। (সক্রোধে) তুই এখনি দূর হ।

কল্যা। আমি দূর হচ্চি, তার জন্য আর ভাবনা কি? কিন্তু আমি তোমাকে ভাল বই মন্দ বল্‌চিনি। দেখ, তুমি ভাবচ যে বাড়ী ফিরে যাবে, কিন্তু তোমার সে আশা করা মিছে; বাবা! এই চারদিকে পাহাড়, তার মধ্যিখানে এই দেশ টুকু! এর ভিতর এসে কেউ যে দাঁত ফুটাতে পারবেন তা কখনই মনে করনা, তাই বল্‌চি যে, কেন মিছে আর গণ্ডগোল করে করে বেড়াও, ওকে——

ইন্দু। (অতি ক্রোধে) কলঙ্কিনি! সে সকল পরামর্শ তোকে দিতে হবেনা, তুই এখনই দূর হ।

কল্যা। তুই ত বড় নিমকহারাম দেখতে পাই, হাঁপিয়ে মর্‌ছিলি আমি দোর খুলে দিয়ে তোর প্রাণ বাঁচালুম, না তুই আমায় একশ বারই অম্লান মুখে আমাকে দূর হ দূর হ বল্‌চিস্। কলিকাল কিনা? তবে তুই যেমন ছিলি তেমনি থাক্, আমি চল্লুম।

ইন্দু। আচ্ছা, তুই যা; মরি আমিই মর্‌ব।

(দ্বার রুদ্ধ করিয়া কল্যাণীর প্রস্থান)

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জেবুয়া——সুখনায়েগের উপবেশনাগার।

(মদ্যপান-পাত্র সহ চন্দ্রভণ আসীন)

চন্দ্র। খাই খাই, ফের খাই, মিটেনাকো আশা ;
যত খাই তত বাড়ে মদের পিপাসা। (মদ্যপান)
এত খাই তবু কেন হয় না রে নেশা,
পেটেতে করেছে বুঝি মরুভূমি বাসা !
যত ঢালি শুষে খায় একি ঘোর দায় রে,
নেশা ত হলনা, হায়, বুঝি প্রাণ যায় রে !
তা আমি দেব না যেতে, বাবা, একি ছেলের হাতের মো,
যে চিলে মার্‌বে ছোঁ !

আজ গলাগলি খাব মদ দেখিব কেমনে,
প্রবঞ্চনা করে নেশা আমার সদনে ! (মদ্যপান)

বাবা, খুজ্‌র কাযে মজুরি নেই, এই গেলাসটিতে কাঁহাতক একশ-বারই একটু একটু করে ঢাল্‌বো আর খাবো ?—তার চেয়ে একেবারে গোড়া ধরেই টান দি। (বোতল লইয়া মদ্যপান) (ক্ষণপরে) না, দেখ্‌তে পাচ্চি, নেশাটা আর হলনা ; দুদণ্ড যে সুরাপ্রসাদাৎ

বিমলানন্দ অনুভব কর্‌ব, তা আর এ পোড়া অদৃষ্টে ঘটে উঠ্‌ল না,—যে এত পাপী তার অদৃষ্টে এমন সুখই বা হবে কেন? (চিন্তা) উঃ! আমার সকল পাপকার্য্যের কথা যখন মনে হয়, তখন আমি আপনিই কম্পিত হই!—কত লোককে যে মজিয়েছি, কত লোকের যে সর্ব্বনাশ করেছি, কত প্রাণ যে বিনাশ করেছি, তার আর সংখ্যা নাই। হায়! আমি কি ছিলেম আর এখনই বা কি হয়েছি! এমন সোণার দলিতা রাজ্য পরিত্যাগ করে অবশেষে ভীল সুখনায়েগ ব্যাটার সঙ্গে যুটে দস্যুবৃত্তি কর্‌ছি, রাজপুত হয়ে সুরাপান করছি, অধিক কি স্বজাতির গৌরব নষ্ট কর্ত্তেও সঙ্কুচিত হচ্ছি না! রাজপুত-বালা শশিপ্রভা ও ইন্দুমতী প্রভৃতি তার সাক্ষ্যস্বরূপ।—এই যে এখন দস্তুর মত নেশাটি লাগল, চুলোয় যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে, কিন্তু আর না। (ক্ষণপরে) মা কালি! তুমি আমাকে সুমতি দাও মা! আর আমায় এ পথে যেতে দিওনা; মা, তুমি রাগ কোরোনা "কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখন নয়"। তুমি বেশ জেনো যে আমি ভারি দায়ে পড়েই এই পাপকার্য্য করেছি। মা, আমার বিস্তর টাকার দরকার হয়েছিল বলেই, ঐ ভীল ব্যাটার সঙ্গে মিশেছিলেম—তা হতেই আমার এই সর্ব্বনাশ হল, আমার জাত গেল, মান গেল, কুল গেল, এমন দলিতা দেশের মোড়লিটুকুও গেল,—সব গেল! মা, তুমি সদয় হয়ে আমাকে কিছু টাকা দাও, যাতে জীবনটা বসে কাটাতে পারি; তা হলে কোন্‌ শালার ব্যাটা শালা আর এ কাজ করবে। বেসি চাইনে মা, তুমি আমাকে একটি লাখ্‌ টাকা দাও, তা হলে একবারে ঢিট্‌ হয়ে যাব, আর কোন পাপ করবো না। মা, যদি সত্যই আমাকে এক লাখ টাকা দাও, তা হলে কোন্‌ ব্যাটা মিছে কথা কয়, আমি তা থেকে বিশ হাজার টাকা ভেঙে ষোড়শোপচারে তোমার পূজা দিব; মা, আমি মিছে কথা বল্‌চি নে। আমি বদ্‌মাইস বলে বিশ্বাস করচ না? কিন্তু দিলে দেখতে পাবে যে আমি কুড়ি হাজার টাকা দে

ডাং ড্যাং করে তোমার পূজা দিচ্ছি; আচ্ছা মা, যদি তোমার এতই অবিশ্বাস হয়, তা হলে আর এক কর্ম্ম ত কর্ত্তে পার! ঐ বিশ হাজার কেটে নিয়ে আমাকে আর বাকি আশি হাজার দাও না কেন, তা হলে ত কোন গোলই রইল না!

(সুখনায়েগের প্রবেশ)

সুখ। কিরে, কার কাছে টাকা চাচ্চিস্?

চন্দ্র। তোর বাবার কাছে। যা, তুই আমার সঙ্গে কথা কস্‌নে; আমি আর তোর সঙ্গে বেড়াবো না।

সুখ। তবে যাও, দলিতার যত ব্যাটা পশুদের সঙ্গে মেসো গে।

চন্দ্র। সে পরামর্শ তোকে দিতে হবে না, তুইই আমার মাথা খেয়েছিস, তোরই কুচক্রে পড়ে আমি এত অধঃপাতে গিছি।

সুখ। অধঃপথে না উঁচুপথে? বেটা, মাটির চেয়ে পাহাড় কত উঁচু জানিস? তুই একেবারে বয়ে গেলি দেখতে পাই যে, খা একটু মদ খা।

চন্দ্র। না আমি মদ ছেড়ে দিয়েছি, আমি খাব না।

সুখ। এই খেয়ে ছেড়চ ত? (বোতল নাড়িয়া) কিছুই রাখনি বাবা!

চন্দ্র। শত্রুর আর কিছুই রাখ্‌বনা না।

সুখ। শত্রু না মিত্র? তুই কিন্তু ভারি নেমকহারাম; যাঁর জন্য এত মজা পেয়েচিস্ তিনি শত্রু?

চন্দ্র। হাঁ সত্যিও ত, আমি নিমকহারামিটি কল্লুমই ত! ভাই, আমার অপরাধ হয়েছে; আচ্ছা, আর কখন অমন কথা বলব না; তুই আমাকে মাপ কর্।

সুখ। চট্‌কা ভাঙ্‌ল বুঝি! এখন মদ খাবি?

চন্দ্র। হাঁ, খাবো বই কি?

সুখ। (নেপথ্যাভিমুখে) কৃষ্ণদাস! মদ আন। (চন্দ্রভণের প্রতি) ওরে দেখ্, বড় এক মেয়েমানুষ পেয়েছি?

চন্দ্র। নূতন?

সুখ। হাঁ—ঐ প্রমোদপুরেরই। চন্দ্র, তুই দেখ, আমি এই ছ মাসের মধ্যেই প্রমোদপুরকে আঁধারপুর কর্‌ব, দিল্লী সহরকে একেবারে ছারে খারে দেব; এ্যালাউদ্দিন ব্যাটার এত বড় স্পর্দ্ধা যে দেবলদেবীকে নিয়ে গিয়ে তার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিলে!

চন্দ্র। এতে তোমার এত রাগ কেন?

সুখ। রাগ নয়? আমাকে বড় আশায় নৈরাশ করেছে! আমি মনে মনে টেঁকে বসে আছি, যে ছুঁড়ীটা একটু বড় হয়ে উঠ্‌লেই, আমি নিয়ে আস্‌ব, না সে ব্যাটা আমার বাড়া ভাতে ছাই দিলে! আমাকে রাগিয়েছে, কিন্তু তুই দেখ সে কেমন করে নিশ্চিন্ত হয়ে রাজত্ব করে!

চন্দ্র। তাইত!—চাই চাই, এতটা না হলে কি আর মহারাজ হতে পারে!

(কৃষ্ণদাসের মদ্য দিয়া প্রস্থান)

সুখ। (নেপথ্যাভিমুখে) ওরে, কল্যাণীকে এখানে আস্‌তে বল্‌ ত। (মদ্যপান) চন্দ্র খাও, আর বৈরাগ্যে কায নেই।

চন্দ্র। খাবনা ত কি? খেতেই ত বসেছি। (মদ্যপান)

(কল্যাণীর প্রবেশ)

ইনিই কি তিনি, না, তিনিই ইনি।

কল্যা। আমিই সেই, সেইই আমি।

চন্দ্র। বাহবা, মহারাজ! এ যে একটি রমণীরত্ন!

সুখ। দেখ্‌ একবার!

চন্দ্র। (মদ্য লইয়া কল্যাণীর প্রতি) এ দিক্‌ চলে?

কল্যা। না ভাই।

চন্দ্র। কেন?

কল্যা। একটু বাধা আছে। ভাই, আমি একটা বর্ত্ত নিয়েছি; তা সেটা উদ্‌যাপণ না হলে এ সব আর কিছু কর্ত্তে পার্‌চি না—তার আর বড় দেরিও নাই; আর দিন দশেক আছে।

সুখ। বর্ত্তটির নাম কি ?

কল্যা। রিপু-নির্যাতন।

চন্দ্র। তোমার মত মেয়েমানুষের শত্রু ! এ যে বড় আশ্চর্য্য কথা বাবা !

কল্যা। তা বলে কি বারবর্ত্ত করব না ?

সুখ। করবে বৈ কি, করবে বৈ কি, তোমার এতে যত খরচ হবে, আমি সব দিব ; কিন্তু তার পরেই আমাকে বিবাহ কর্ত্তে হবে !

কল্যা। আগে সে কায চুকে যাক।

সুখ। (মদ্যপানানন্তর) ইন্দুমতী কি বল্লে ?

কল্যা। নিম্‌রাজি গোচ হয়েচে—কিন্তু তুমি আর সেখানে যেও না যেন, তা হলে আর কিছু হবে না, যা করবার তা আমিই সব করব।

সুখ। প্রিয়ে ! যখন তুমি এসেছ তখন আর আমার ভাবনা কি ?

চন্দ্র। বাবা, ওতে আমারও বক্‌রা আছে।

সুখ। কেন, তুই না হলে কি হত না ?

চন্দ্র। তা হলে রাবন, যার দশটা মুণ্ডু আর কুড়িটা হাত ছিল, সে আর সীতা হরণের সময় মারীচ রাক্ষসকে সঙ্গে নিত না।

সুখ। তুই তবে আমার সেই মারীচ রাক্ষস, বেটা তবে রামের বাণে মর।

চন্দ্র। রাম কৈ বাবা ? এ যে আইবুড় সীতা। (মদ্যপান)

সুখ। চন্দ্র, আর শুনেচিস্‌, ইন্দুমতীর আর একটি নাম বেরিয়েচে, কি বলে, **নগ-নলিনী**।

কল্যা। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমিও শুনেছিলেম, ওর মানে কি জান ?

সুখ। কে জানে ভাই, অত সাধুভাষার ধার ধারি না।—তবে ইন্দুমতীর সঙ্গে কথা কইবার জন্য চন্দ্রভণের কাছে শিখে গোটাকতক মুখস্ত করেছিলেম।

কল্যা। কি জান, তাদের দেশের সকলে তাকে আদর করে বল্‌ত, "এটি প্রমোদপুরের প্রফুল্ল নলিনী"——

সুখ। নলিনী কি ?

চন্দ্র। পদ্ম রে।

কল্যা। আর নগ মানে পাহাড়,--

সুখ। মিল্‌ল কৈ? কোথা পদ্ম জলে জন্মায়, আর কোথায় পাহাড়, না বাবা, এ মিল্‌ল না।

কল্যা। সেই নলিনী এই পাহাড়ের উপর; তাই বলে "**নগ-নলিনী।**"

চন্দ্র। মহারাজ, এ কি কম কায করা গেছে! এ বিধাতার উপর কান্দানী—পাহাড়ে পদ্মফুল!—যা কখন হয় নি, হবে না!

(গাঁজা টিপিতে টিপিতে খোসালপাঁড়ের প্রবেশ)

খোসা। বাবা, আর শুনেছ, এই পাহাড়ের নীচেতে ছ মেসে একটা মসার ন মাস পেট হয়েছে।

চন্দ্র। (মদ্যপানানন্তর) হবে না কেন বাবা, সে যে কলমের চারা!

সুখ। (মদ্যপানানন্তর) মাথাটা এমন ধরলো কেন?

খোসা। একটান টান্‌তে পার ত সব ছেড়ে যায়!

সুখ। দূর, ওতে আরো বাড়ে।

খোসা। বাবা, মা লক্ষ্মী যিনি, তিনিই যখন ছাড়েন, তখন তোমার মাথা ধরাটা যে ছাড়বে একি বড় আশ্চর্য্য হল! (কল্যাণীকে দেখিয়া) ইনি কে গা!

চন্দ্র। তোর বাবা, 'ইনি কে গা!' তোর অত খবরে কায কি?

খোসা। আর শুনেছ, জন যাটেক লোক ঘোড়া চড়ে আজ সন্ধে বেলা জেবুয়ার ভিতর এসেছে।

সুখ। কি?

খোসা। এসেছে, মাইরি।

সুখ। বলিস্‌ কি? সর্ব্বনাশ করলি, তাদের ঢুক্‌তে দিলি কেন?

চন্দ্র। তাইত, তারা যদি প্রমোদপুরের লোক হয় ত সর্ব্বনাশ যে!

খোসা। ঘোড়া বেচ্‌তে এসেছে।

কল্যা। তাই হবে, তা নইলে এখানে আসে কার সাধ্যি?

সুখ। তবু ভাল।

চন্দ্র। না, আমি বড় ভাল বুঝ্‌ছি নে, তাদের এক জনকে ডেকে আন।

খোসা। আর ডাক্‌তে হবে না, ঐ আস্‌চে।

(একজন অশ্ববিক্রেতার প্রবেশ)

সুখ। কেমন খোসাল, এ কি তাদেরই এক জন?

খোসা। বোধ হয়।

অ-বি। বোধ হয় কি মহাশয়! আপনার সঙ্গে যে আমাদের প্রথমেই দেখা হয়েছিল—আপনার কি মনে নাই?

খোসা। হাঁ-হাঁ, তুমিই বটে।

সুখ। (অশ্ববিক্রেতার প্রতি) ঘোড়া বেচ্‌বে?

অ-বি। আজ্ঞা, বেচ্‌তেই ত এনেছি।

চন্দ্র। কটা আছে?

অ-বি। ষাট্‌টি।

চন্দ্র। কি দর?

অ-বি। আজ্ঞা, আপনারা যা দেবেন তাতেই আমরা সম্মত আছি,—তবে একবার দেখবেন আসুন।

সুখ। দেখা দেখি আর কি? আমি এইখান থেকেই এক কথা বলে দি শোন,—পাঁচ টাকা করে এক একটি, তা তার মধ্যে কানা থাকে, খোঁড়া থাকে, ব্যারামী থাকে, সে সব আমার—মোট তিন শ টাকা দিব; কেমন, এতে রাজি হও?

অ-বি। (সাহ্লাদে) যথেষ্ট হয়েছে, মহাশয়! আজ পোনের দিন ঐ ঘোড়াগুলি নিয়ে কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি—তা এমন কারও সাধ্য হলো না যে কেনে।

সুখ। (মদ্যপানানন্তর) তবে কাল সকালে টাকাগুলি নিও।

অ-বি। যে আজ্ঞা; মহাশয়! আমার আর একটি নিবেদন আছে।

চন্দ্র। অত গৌরচন্দ্রিকায় কায কি বাবা, যা বল্‌বে বলে ফেল।

অ-বি। আজ্ঞা, দেখছি আপনারা মদ টদ খেয়ে থাকেন, তা আমাদের কাছে খুব ভাল জাতের আছে, তাই বল্‌ছি, যদি অনুগ্রহ করে কাল আমাদের তাঁবুতে যান, তা হলে——

সুখ। মদ! ভাল মদ!

অ-বি। আজ্ঞা হাঁ, খুব ভাল।

সুখ। তা যাব না কেন? চন্দ্র কি বলিস্?

কল্যা। যাবেন বৈ কি? ওরা যখন নিমন্ত্রণ কচ্চে, তখন যেতে হবে বৈকি।

চন্দ্র। যাব না ত কি? ভাল ভাল মদ, ভাল ভাল মেয়েমানুষ, আর ভাল ভাল ঘোড়া, এ সব ভগবান আমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন; তা আমরা না হলে আর এ সব সম্ভোগ করবে কে?

সুখ। আচ্ছা, তাই কাল যাব। এখন চল যাওয়া যাক্; রাত অনেক হয়েছে।

(সকলের প্রস্থান)

ইতি প্রথম দৃশ্য।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিন্ধ্যাচল——উপত্যকা ভূমি।

(তিন জন অশ্ববিক্রেতার প্রবেশ)

২য় অ-বি। আর সকলে কোথা?

১ম অ-বি। জেবুয়ার ভিতর।

২য় অ-বি। আমার বড় ভয় কচ্চে; বাবা, কিসে যে কি হবে তা ত বল্‌তে পারি নে।

৩য় অ-বি। বাপু, মদ গুলো কোথা ?

১ম অ-বি। আমার কাছেই আছে। মহাশয়! তাদের যে রকম দেখলেম, তাতে বোধ হয় এই মদের দ্বারাই আমাদের অভিষ্ট সিদ্ধ হতে পারে।

৩য় অ-বি। খুব সাবধানের সহিত সকল কায কর্‌বে, যেন তাড়াতাড়ি কিছু না হয়।

২য় অ-বি। তাড়াতাড়ি কেন, খুব আস্তে আস্তেই পারি,—চাই কি, কিছু নাও কর্ত্তে পারি; কিন্তু——

১ম অ-বি। আজকের দিন্‌টা যেন যেতে চাচ্চে না।

২য় অ-বি। অত ব্যাস্ত কেন ? "এসাদিন নেই রহেগা"।

৩য় অ-বি। আমাদের এ দুর্দ্দিন বোধ হয় চিরস্থায়ী,—এ সূর্য্য আর অস্তমিত হবে না—বোধ হয় আমাদের সেই সুখচন্দ্র সেই বিমল সৌভাগ্যাকাশে আর উদয় হবে না।

১ম অ-বি। ক্ষান্ত হোন, এস্থানে এরূপ কাতর হওয়া অনুচিত;—এ বিপদ হতে শীঘ্রই মুক্ত হওয়া যাবে; এমন দিন কখনই থাক্‌বে না।

২য় অ-বি। আমাকে কি বলে ডাক্‌বে ?

১ম অ-বি। সে পরের কথা।

৩য় অ-বি। এক নাম যেন বরাবরই থাকে।

১ম অ-বি। আস্তে! (দ্বিতীয়ের প্রতি) তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর; আমরা আস্‌ছি।

২য় অ-বি। সকলেই যাবেন না কি? না বাবু, আমি তা থাক্‌তে পারবো না।

১ম অ-বি। থাক্‌তে পারবে না কেন ?

২য় অ-বি। অজানিত লোক বলে যদি কেউ উত্তম মধ্যম করে দেয় ?

১ম অ-বি। এখানে কেউ আস্‌বে না, তোমার কোন ভয় নাই;—না হয় এই তরবারি খানা কাছে রাখ।

২য় অ-বি। আমার চৌদ্দপুরুষেও তরোয়াল ফরোয়াল জানে না, না বাবা, আমি তা পারব না।

১ম অ-বি। ভয় কি ? এই নাও। (পরিচ্ছদাভ্যন্তর হইতে তরবারি বহিষ্করণ)

২য় অ-বি। না বাবা, তোমার পায় পড়ি, ওসব আমার কায নেই, ও তুমি তোমার সঙ্গেই রাখ, আমায় ক্ষমা দাও।

৩য় অ-বি। আচ্ছা, তোমাকে হাতে করে রাখ্‌তে হবে না, আমরা এই এক পাশে রেখে যাচ্চি ; কিন্তু সাবধান থেকো।

(প্রথম অশ্ববিক্রেতার অসি রাখিয়া তৃতীয়ের সহিত প্রস্থান)

২য় অ-বি। তা বল্‌তে হবে না,বেশি গোলযোগ দেখ্‌লেই দ্রুত পদে পলায়ন করব। (ক্ষণপরে স্বগত) আমি কে ? কে জানে ! তবে কি আমি আমি নই ? হুঁ, তাওকি হয় ! আমি নই ! বাবা, তা হলেই ত গিছি ! আমার আমিত্ব আমাতেই বরারাবর আছে বটে, কিন্তু এখন আমি আমি নই ;—আমিত্ব মহাশয় সেই কুরঙ্গনয়নী কোকিল-গঞ্জিনী চম্পক-বরণী প্রণয়িনীর কাছে। (পরিক্রমণ) ভাল ভাল আহারীয় বস্তু ত্যাগ করে এখানে এই পেটের জ্বালায় মর্‌চি কেন ? আবার সাবধানে সাবধানে বেড়াচ্চি,—পাছে কেউ জান্তে পারে,—যেন কার কি চুরি করেই এদেশে পালিয়ে এসেছি ! কেন ? এসব কেন ? (উদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে) বাবা, এ পাহাড়ে দেশে থেকে থেকে কোথা হতে আবার এক পাহাড়ে ক্ষুধাও এসে উপস্থিত হল, পেট যেন জ্বলে যাচ্চে ! এখন কোথায় কি পাই যে খেয়ে উদরটিকে ঠাণ্ডা করি ? দেখি, যদি জামাটার বগ্‌লিতে গুঁড়টুঁড়োও কিছু পড়ে থাকে ; না থাকাই অসম্ভব, কারণ আমি হলেম খাদ্য-ভাণ্ডার রক্ষক। (বগ্‌লিতে হস্তার্পণ) আ ! এই যে, প্রভু বগ্‌লির মধ্যে বিরাজ কচ্চেন ! তবে আর দেরি কেন? "শুভস্য শীঘ্রং"। (মণ্ডা বাহির করিয়া ভক্ষণ) (ঊর্দ্ধে দেখিয়া) আ মর, ঐ জান্‌লার ভিতর দিয়ে ঐ মিন্‌সেটা নজর দিচ্চে দেখো, কি করি, এখন একটু নুন পাই কোথা ? (চিন্তা) কায নেই, শুঁকে শুঁকেই খাই (তদ্রূপ করিয়া ভক্ষণ)—মুখের মস্ত মস্ত গোঁপ দাড়িতে বেটার বুক যেন

ভেসে যাচ্চে,—আবার একদৃষ্টে দেখছে? না, বড় ভাল বুঝছি না, আমার বোধ হয়, কোন বেটা ভীল লুকিয়ে আমাদের পরামর্শ শুন্‌চে। তা যদি সত্য হয় তা হলে কি হবে! শেষে কি পাহাড়ের ভিতর প্রাণটি রেখে যাব! (চিন্তা) ওঃ! ভাল মনে পড়েছে, এই যে এখানে একখান তরোয়াল রয়েছে, তবে আর ভয় কি? যদি ও ব্যাটা কিছু করে, তা হলে এই তরোয়াল খানা এই এমনি করে ধরে (কোষিত তরবারির অগ্রভাগ ধারণ) আর এই রকম করে দমাদম পিট্‌বো, তা হলেই ব্যাটা কেটে কুটে একাকার হবে—আর তা হলেই আমার যুদ্ধ জয়, (তদ্রূপ ধরিয়া বারম্বার ভূপৃষ্ঠে আঘাত করিতে করিতে তরবারি নিষ্কোষিত হইয়া পড়িল) ও গো বাবা গো! (লম্ফ প্রদান করিয়া পলায়নোদ্যত)

(প্রথম ও তৃতীয় অশ্ববিক্রেতার প্রবেশ)

১ম অ-বি। কি ও? কি ও?

২য় অ-বি। অ্যাঁ, দেখো না, কে এক শালা ঐ জান্‌লা দিয়ে আমার সন্দেশে নজর দিচ্চে, আর এক একবার ভেঙুচুচ্চে, তা আমার রাগ হয় না? শালা ভীল, এক লাথি মার্‌ব।

৩য় অ-বি। কৈ, কে আবার তোমারে——

২য় অ-বি। ঐ যে, ঐ পাহাড়টার ভিতর দিয়ে দেখুন দেখি।

১ম অ-বি। (ঊর্দ্ধে দেখিয়া) আহা, ও ভীল কেন, ও যে একজন হতভাগ্য বন্দী দেখতে পাচ্চি! (তরবারি কোষিত করণ)

৩য় অ-বি। (দ্বিতীয়ের প্রতি) এ তোমার মিছে কথা, কি করে তরবারি খানা খুলে ফেলেছ তাই ও কথা বলে দোষটা ঢাকচ।

১ম অ-বি। (দেখিতে দেখিতে) দেখুন, যেন পরিচিত ব্যক্তির ন্যায় বোধ হচ্চে।

৩য় অ-বি। (দেখিয়া) হাঁ, কিন্তু চিন্তেও ত পারা যাচ্চে না।

১ম অ-বি। আচ্ছা, আপনারা দাঁড়ান, আমি একটু আগিয়ে গিয়ে দেখে আসি। (প্রস্থান)

৩য় অ-বি। আবার মেঘ কচ্চে কেন? (ক্রমশঃ অন্ধকার) ক্রমে যে অন্ধকার হয়ে এলো।

নেপথ্যে। ভারি অন্ধকার, দেখতে পাই না। (তৎ প্রতিধ্বনি)

২য় অ-বি। রাম, আম, আম!

৩য় অ-বি। কিও, এ রকম করচ কেন?

২য় অ-বি। (কাঁপিতে কাঁপিতে) পা-পাহা—ড়ে মাম্‌-দো—রাম! রাম!

৩য় অ-বি। মূর্খ! এ যে প্রতিধ্বনি। (নেপথ্যাভিমুখে উচ্চৈঃস্বরে) আচ্ছা, ফিরে এসো। (তৎ প্রতিধ্বনি)

নেপথ্যে। যাই—ই——(মেঘগর্জ্জন)

২য় অ-বি। উঃ, বড় ভয় কচ্চে, এখন তাঁবুতে চল। (বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জন)

(প্রথম অশ্ববিক্রেতার প্রবেশ)

১ম অ-বি। বোধ হয় শীঘ্রই বৃষ্টি হবে, চল এখন শিবিরে যাওয়া যাক্।

(সকলের প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয় দৃশ্য।

তৃতীয় দৃশ্য।

(মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি)

জেবুয়া——অশ্ববিক্রেতাদিগের শিবির।

(সুখনায়েগ, চন্দ্রভণ, খোসালপাঁড়ে, কল্যাণী ও প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় অশ্ববিক্রেতা আসীন)

কল্যা। আমিই দিচ্চি, আমিই দিচ্চি, ছুঁতে আর দোষটা কি? (মদ্য ঢালন)

চন্দ্র। যদি এতই অনুগ্রহ হয়ে থাকে ত একবার প্রসাদ করে দাও,— "বামামুখচ্যুত" হোক।

সুখ। অম্‌নি খা না বাবু, আর ভির্‌কুটিতে কায কি? ও যে দিচ্চে এই ভাগ্যি বলে মান্।

চন্দ্র। (মদ্যপানানন্তর) বাঃ! এ যে দিব্য মদ হে! মহারাজ, একবার খেয়ে দেখ দেখি।

কল্যা। এই যে আমি দিচ্চি। (সুখনায়েগকে মদ্য দান)

সুখ। (মদ্যপানানন্তর) তাই ত হে, এ যে বড় চমৎকার!

খোসা। হবে না কেন বাবা, এ কেমন হাত থেকে হয়ে আস্‌চে। (কল্যাণীর প্রতি) কল্যাণ ঠাকুরাণী, একবার এ অধম গাঁজাখোরের প্রতি একটু কল্যাণ কর।

কল্যা। খাও না, যত খাবে তত দিব, এখনও অনেক মদ আছে।

খোসা। (মদ্য লইয়া) একটান গাঁজা যদি এর উপর পাই রে,
নরক গরক করে স্বর্গে চলে যাই রে। (মদ্যপান)

১ম অ বি। ঢের আছে, আশা মিটিয়ে খান।

সুখ। বাবা, ভগবান তোমার ভাল করুন, তোমার সোণার পাল্কিতে হীরের বেহারা হোক্। (মদ্য লইয়া)

অতি সরল তরল লাল রূপং
চাষা-গরল বিরল-কাম্যকূপং
কাচ সুগোল বোতল গর্ভস্থিতং
যত বিশাল মাতাল দল পীতং (মদ্যপান)

চন্দ্র। (মদ্য লইয়া) **মামার ঘরণী ভাগ্নেবৎসলে মামী !**
করিব না আর কভু নিমকহারামী। (মদ্যপান)

কল্যা। (মদ্য ঢালিয়া) এবার একটু বেশি ঢাল্লুম।

সুখ। বেশিই চাই। (মদ্য লইয়া পান)

চন্দ্র। মাত্রা বাড়িয়ে দাও বাবা, বাদ্‌লায় শরীর মিইয়ে গেল।

(চন্দ্রভণ, সুখনায়েগ ও খোসালপাঁড়ের মদ্যপান)

সুখ। কল্যাণ ! আজ না দশ দিন গেল ?

কল্যা। হ্যাঁ, আজই শেষ হবে।

চন্দ্র। ওহে দেখ, এ ঘোড়াওয়ালারা যদি এখানে একখানি মদের দোকান খোলে, তা হলে আমাদের দ্বারাই তিন দিনে বড়মানুষ হয়ে পড়্বে।

কল্যা। (প্রথম অশ্ববিক্রেতার প্রতি) আর এক বোতল দিন। (বোতল লইয়া) ফের চালাই ?

সুখ। চালাও বাবা চালাও। (মদ্য পানানন্তর প্রথম অশ্ববিক্রেতার প্রতি) বাবা, তুমি যে ফি হাত ফাঁক্ দেবে, তা হবে না ; একটু খাও।

১ম অ-বি। আমাকে কেন ? আপনারাই খান।

সুখ। না বাবা, তা হবে না, তোমাকে খেতেই হবে। (মদ্যদান)

১ম অ-বি। (মদ্য লইয়া পানছলে দস্যুদিগের অজ্ঞাতসারে ভূমে নিক্ষেপ)

চন্দ্র। এই ত কথা। (দ্বিতীয় অশ্ববিক্রেতার প্রতি) তুমি খাও।

২য় অ-বি। না বাবা, ওতে আমার গা কেমন করে।

খোসা। আরে ওটা পশু, (তৃতীয় অশ্ববিক্রেতার প্রতি) বুড় ইয়ার, তুমি একটু প্রসাদ করে দাও ত বাবা।

৩য় অ-বি। আমাদের ত আছেই, এখন আপনারা ভাল করে খান।

সুখ। খাও বাবা, তোমার পায়ে পড়ি। (মদ্যদান)

৩য় অ-বি। (মদ্য লইয়া পান ছলে দস্যুদিগের অজ্ঞাতসারে ভূমে নিক্ষেপ)

খোসা। আমাদের এক এক গেলাস হোক।

কল্যা। হবে বৈ কি? (মদ্যদান)

(খোসালপাঁড়ে, চন্দ্রভণ ও সুখনায়েগের মদ্যপান)

সুখ। মদটি ভাল হে, এর মধ্যেই চতুরং দাঁড়িয়েছে।

চন্দ্র ও খোসা। সত্যি বটে, বেশ নেশাটি হয়েছে।

সুখ। ঢাল, ঢাল। (কল্যাণীর মদ্যদান)

(সুখনায়েগ, চন্দ্রভণ ও খোসালপাঁড়ের মদ্যপান)

চন্দ্র। (প্রথম অশ্ববিক্রেতার প্রতি) তোমার নাম কি ভাই?

১ম অ-বি। আমার নাম স—সুরেশ্বর।

চন্দ্র। নামে যা কাযেও তাই বটে,—সুরার ঈশ্বর—সুরেশ্বর।

সুখ। তুমি মেরে ফ্যাল বাবা।

৩য় অ-বি। (স্বগত) একটু অপেক্ষা কর।

খোসা। বড় গা বমি বমি করচে।　　(প্রস্থান)

সুখ। চন্দ্রভণ!

চন্দ্র। কি আজ্ঞে ধর্ম্ম অবতার! (যোড়করে দণ্ডায়মান)

সুখ। না, এখন তামাসা নয়, শুন্‌চি গোবিন্দরায় ব্যাটা কি একখানা সন্দ-পত্র না কি এ্যালাউদ্দিনের কাছে থেকে নিয়েচে, তাইতে মনে কেমন সন্দ হচ্চে।

চন্দ্র। আরে রেখে দে, খাবার সময় শোবার চিন্তা, একটা বাউণ্ডুরে বুড়ো,

আর একখানা কি বাজে কাগজ,--তার জন্য ওঁর মনে আবার সন্দ। কল্যাণ! ঢাল। (কম্পিতকরে কল্যাণীর হাত হইতে মদ্যগ্রহণ ও পান)

সুখ। (কম্পিতকরে মদ্যপানানন্তর) আচ্ছা, কল্যাণ! তুমি একটি গাও! —আর আমি বসে বসে বাহবা দিতে থাকি।

(কল্যাণীর গীত)

রাগিণী—ভৈরবী। তাল—কাওয়ালী।

সহেনা যাতনা আর প্রাণ যে যায়!
বসন্ত হইল অন্ত কান্ত কোথায়!
কপালের দোষে পতি, নিদয় দাসীর প্রতি,
একিরে পিরীতি রীতি, মরি হায় হায়!

সুখ। কি মজা, এ গান শুন্‌লে যে বিরহ জন্মায় বাবা! সত্যিইত, দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে আমার বিরহ উপস্থিত হল, ঐ রে! ঐ বাতির আলো আমাকে পুড়িয়ে মারলে। (শয়ন)

চন্দ্র। (অর্দ্ধ শয়ান হইয়া) মদ।

কল্যা। খাও। (মদ্যদান)

চন্দ্র। (মদ্যপানানন্তর শয়ন)

সুখ। তৃতীয় অশ্ববিক্রেতার প্রতি) বুড় ইয়ার; বাবা তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি; বলি, তোমার ত অনেক বয়স হয়েছে, অনেক দেখেছ শুনেছ, অনেক ব্যাটা বেটীর সঙ্গে পিরিতও করেছ, কিন্তু বাবা, আজ আমাকে একটি পরামর্শ দিয়ে একটু বাধিত কর।

১ম অ·বি। আমি আস্‌ছি। (প্রস্থান)

সুখ। দেথ বাবা, প্রমোদপুর থেকে একটী মেয়েমানুষ এনেছি——

৩য় অ·বি। (স্বগত) আমাকেই?

সুখ। কিন্তু তাকে এত বুঝাই শুজাই, তা সে কোন মতেই বাগ মানে না, তুমি কোন রকম জান টান তো——

৩য় অ-বি। আর সহ্য হয় না; (সরোষে) পাপাত্মা, আজ তোর শেষ দিন — এখন মর্ত্তে প্রস্তুত হ—এখন আপনার প্রিয়বস্তুকে স্মরণ কর।

সুখ। এ কি বাবা, এ ভাব ত কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি নে, প্রিয়বস্তু! সে ত ইন্দুমতী——

৩য় অ-বি। পাপাত্মা! নরাধম! (কৃত্রিম শ্মশ্রু ত্যাগ)

চন্দ্র। কি বলিস্? তুই গোবিন্দরায়? (উঠিতে চেষ্টা)

সুখ। চন্দ্র, আমি উঠ্‌তে পারি না, আমাকে মারে!

গোবি। পামর! তুই যেমন আমার হৃদয়ে দুর্ব্বিসহ কন্যা-বিরহ-শোক-শেল অর্পণ করেছিলি, এখন তাহারি প্রতিশোধস্বরূপ তোর বক্ষে এই ছুরিকা আমূল রোপণ কর্‌লেম। (পরিচ্ছদাভ্যন্তর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া সুখনায়েগের বক্ষে প্রহার)

সুখ। (আর্ত্তনাদে) গে—গে—ম—ম—মলু—। (কল্যাণীর প্রস্থান)

নেপথ্যে কোলাহল। ওরে গেল রে, সব গেল রে, ঘোড়া ওয়ালারা ডাকাত রে—গেল, গেল, জেবুয়া গেল।

চন্দ্র। (উঠিয়া) তবে রে প্রবঞ্চক! (গোবিন্দরায়কে ফেলিয়া দিয়া তাহার বক্ষে উপবেশন)

(বেগে সমরেন্দ্রের প্রবেশ)

সম। (চন্দ্রভণকে ফেলিয়া দিয়া) রে রাজপুত-কুল-কলঙ্ক চন্দ্রভণ! দুর্ব্বল বৃদ্ধের সঙ্গে কেন? যদি ক্ষমতা থাকে ত আয় আমরা উভয়ে যুদ্ধ করি। এই নে, আমিই তোকে তরবারি দিচ্চি। (পরিচ্ছদাভ্যন্তর হইতে তরবারি বাহির করিয়া চন্দ্রভণকে দান)

চন্দ্র। আয়! দেখি তোর কত ক্ষমতা।

সম। এ আর দস্যুবৃত্তি নয়, চৌর্য্যবৃত্তিও নয়, এ সম্মুখ-যুদ্ধ। (নিজ তরবারি ধারণ)

[উভয়ের ক্ষণেক যুদ্ধের পর সমরেন্দ্রের অসি আঘাতে চন্দ্রভণের হস্তস্থিত অসি ভূতলে পতিত হইল ; সমরেন্দ্র চন্দ্রভণকে ফেলিয়া দিয়া তাহার বক্ষে উপবেশন করিল]

সম। কেমন, এখন পরাজয় স্বীকার কর।

গোবি। মেরে ফ্যাল, ব্যাটাকে একেবারে মেরে ফ্যাল।

চন্দ্র। অন্যায় যুদ্ধ! অন্যায় যুদ্ধ! বিশেষতঃ রাজপুতের পক্ষে! মদ খাইয়ে অচেতন করে——

গোবি। রাজপুতের পক্ষে কুলস্ত্রী অপহরণ কি?

(রজ্জু হস্তে অমরেন্দ্রের প্রবেশ)

অম। এ কি? তোমরা আমাকে বিধবা কর্‌লে! আজ আমার রিপু-নির্যাতন ব্রত উদ্‌যাপন হল, আজ যে আমি সুখনায়েগকে বিবাহ করব! এ করেছ কি? তবে আমার এই প্রণয়রজ্জু দিয়ে চন্দ্রভণকেই জন্মের মত বদ্ধ করি। (চন্দ্রভণকে বন্ধন)

সম। (উঠিয়া) এখন চল—আর আর দেখি গে।

২য় অ-বি। বাবা, আমি একেবারে আড়ষ্ট হয়েছিলুম! (কৃত্রিম শ্মশ্রু ত্যাগ)

অম। কি ভোজন?

ভোজ। বাবা, কল্যাণি! তোমার কল্যাণেই আজ রক্ষা পেলুম; —ভাল করে বেঁদো, ভাল করে বেঁদো, ছেঁড়ে না যেন।

সম। এখন চল।

অম। (চন্দ্রভণের রজ্জু ধরিয়া) এসো।

ভোজ। টানো, ছোট সেনাপতি মহাশয়! দাও টান। (চন্দ্রভণকে পদাঘাত করিয়া) হেট্ হেট্—চল্।

(চন্দ্রভণকে লইয়া সকলের প্রস্থান)

ইতি তৃতীয় দৃশ্য।

চতুর্থ দৃশ্য।

জেবুয়া——উপত্যকা ভূমি।

(রজ্জুবদ্ধ চন্দ্রভণ ও খোসালপাঁড়ে পতিত)

(সমরেন্দ্রসিংহ, অমরেন্দ্রসিংহ, ধীরেন্দ্রসিংহ, ভোজনসিংহ, গোবিন্দরায় ও ইন্দুমতীর প্রবেশ)

ধীর। —সেই গবাক্ষদ্বারে আমিই দাঁড়িয়ে ছিলেম—আমাকে দেখেই ভোজন সেই তরবারি খানি খুলে ফেলেছিল।

ভোজ। আমি মনে করেছিলেম ভীল ব্যাটারা বুঝি—এই যে, এই এক ব্যাটা বাঁধা পড়ে রয়েছে। কেমন ব্যাটা, দেখ, এখন মজা দেখ, পরস্ত্রী হরণ করায় কত সুখ, একবার দেখ। (খোসালপাঁড়ের মস্তকে পদাঘাত) এ ব্যাটাও কম নয়! এর আচরণ দেখে আমি অবাক্ হয়েছি, ব্যাটা রাজপুত হয়ে এই কায! আপনার রক্ত আপনি পান কর। (চন্দ্রভণের মস্তকে চপেটাঘাত)

খোসা। কি বল্‌ব, হাতি দঁকে পড়েছে, তা নইলে——

ভোজ। চুপ্ শালা, তা নইলে তুই আমার কর্ত্তিস্ কি?

চন্দ্র। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) উঃ! কি প্রবঞ্চনা!

ধীর। কেমন, এখন দস্যুবৃত্তির পুরস্কার পেলি ত?

চন্দ্র। পাজি! তুই থাম, বরং ওদের পদাঘাত সহ্য হয়, তবু তোর নীচ মুখে উচ্চ কথা সওয়া যায় না—তুই ত আমাদের গোলাম।

ভোজ। আর আমি তোমার বাবা। (পদাঘাত)

ধীর। নির্দ্দোষী লোক্‌কে অকারণে কারাবদ্ধ কর্‌বি?

খোসা। তুই বাপু আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিস্‌নে।

সম। ধীরেন্দ্র! আর বৃথা বাক্যব্যয়ে কাজ কি ভাই!

গোবি। হাঁ—তুমি এদের কারাগারে কিরূপে এলে?

ধীর। মহাশয়! অকারণে ঐ দুর্বৃত্ত (চন্দ্রভণকে নির্দ্দেশ) এক দিন পথের মধ্যে আমার সঙ্গে কলহ উপস্থিত করেছিল।

সম। কেন?

ধীর। ইন্দুমতীর কথায়—ও আমাকে জিজ্ঞাসা কল্যে,—গোবিন্দরায়ের বাড়ী কোথা? আমি বল্লেম,—কেন? তাতে দুরাত্মা বল্লে কি,—তার একটি পরমাসুন্দরী কন্যা আছে, তারির বিবাহের জন্য যাব; আমি ঘটক।

ভোজ। (চন্দ্রভণের প্রতি) তুমিই কি ঘটক? তা এস একবার ভাল রকম করে ঘট্‌কালিটা দি। (প্রহার)

চন্দ্র। কেন এখানে মিছে গোলযোগ কর, যেতে হয় রাজসভায় চল।

সম। (ধীরেন্দ্রের প্রতি) তার পর?

ধীর। তার পর আমি বল্লেম যে, সে বিষয় এক প্রকার স্থিরনিশ্চয় হয়ে গেছে, আমাদের প্রধান সেনাপতি সমরেন্দ্রসিংহের সঙ্গে সে কন্যার বিবাহ হবে।

ইন্দু। (লজ্জাবনতমুখী)

ধীর। তাতে দুরাত্মা উচ্চ হাস্য করে বল্লে—তোদের সেনাপতি আবার মানুষ! সেটা ত একটা পশু। প্রবীণ গোবিন্দরায় কি বলে তাকে অমন সোণার প্রতিমা মেয়েকে দেবেন।

ভোজ। মানুষ কি দেবতা একবার এখন দেখ না; এ যে রামচন্দ্র, রাবণ বধ করে সীতার উদ্ধার কর্‌লেন—ও ব্যাটা কাল্‌নিমে! (মস্তকে চপেটাঘাত)

চন্দ্র। থাক্, আর বড়াই কর্ত্তে হবে না, যার যত ক্ষমতা সব বোঝা গেছে; মদ খাইয়ে, অচেতন করে মেরে ফ্যালায় কিম্বা বেঁধে আনায় আর পৌরুষটা কি?

খোসা। ক্ষমতা দেখ্‌লে ত বাবা, চোকের উপর থেকে অমন জলজ্যান্ত ছুঁড়ীকে ধরে নিয়ে এলো।

অম। দস্যুতায় মহা পৌরুষ।

গোবি। কেন বৃথা ওটার সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা কর্‌ছ!

অম। তার পর তোমাকে ওরা কারাবদ্ধ করলে কেমন করে?

ধীর। তার পর সে দিন ওর সঙ্গে অন্য কথা আর কিছুই হল না, আমি শীঘ্রই রাজসভায় চলে গেলেম। অপর এক দিন সন্ধ্যার সময়, ওখান থেকে বাড়ী যাচ্চি, এখন ও দুরাত্মা প্রমোদপুর-বাসীর ছদ্ম-বেশে এসে আমাকে বল্লে যে,—সেনাপতি মহাশয় দস্যুদমনের জন্য জেবুয়াতে অদ্যই যাবেন, তিনি অনতিদূরে আপনার নিমিত্ত অপেক্ষা কচ্চেন; আমি শুনে জিজ্ঞাসা কল্লেম যে,—তিনি কোথায় আছেন? ও বল্লে—যমুনার তীরে।

অম। ঐ স্থান থেকে আমাকেও হরণ করে এনেছিল।

ধীর। সে কি?

অম। কারাগারে কল্যাণীর কথা শোন নাই!

ধীর। তুমিই সেই কল্যাণী নাকি? এ তো আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

অম। স্ত্রী বেশ ধরে আমিই আপনি এসে সুখনায়েগকে ধরা দিয়েছিলেম।

ভোজ। ও ব্যাটা ধরে বসেনি ত?

অম। হাঁ—কেবল একটা ব্রত উপলক্ষেই———

খোসা। সব চোর রে।

ধীর। তা—ও বেশ ধরবার কারণ কি?

অম। সুখনায়েগের সর্ব্বনাশ, আর (জনান্তিকে) ইন্দুমতীর সতীত্ব পরীক্ষা।

ইন্দু। (স্বগত) ছোট সেনাপতি মহাশয়ের এত চক্র! তাই বোধ হয় আমার প্রাণরক্ষার জন্য সেই অন্ধকার কক্ষের দ্বার সময়ে সময়ে খুলে দিতেন, কিন্তু সেখানে আমার সঙ্গে এত ছলনা করাও ওঁর উচিত হয় নাই।

সম। (ধীরেন্দ্রের প্রতি) তার পর ?

ধীর। তাতে আমি দ্বিরুক্তি না করে ওর সঙ্গে কিছুদূর গেলেম, গিয়ে দেখি ও ব্যাটা এই দুরাত্মার সঙ্গে (খোসালকে নির্দ্দেশ) মিলে, বলপূর্ব্বক আমার হস্তদ্বয় রজ্জুবদ্ধ করলে, তখন আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম, শেষে ছলে, বলে, অনুনয়-বিনয়ে, মুক্তি পাবার জন্য কতই চেষ্টা করলেম, কিন্তু সমুদয় বিফল হল——অবশেষে ওদের মহারাজের সম্মুখে আমাকে সেই দশায় নিয়ে গেল, তার পর সেই সুখনায়েগের সূক্ষ্ম বিচারে আমি নিন্দুক বলে আমার আজীবন কারাবাস স্থির হল।

ইন্দু। (স্বগত) হায়! সেই অবধিই আমার বিলাস দিদির দুঃখ আরম্ভ হল; অনাহার, অনিদ্রা আর দিবানিশি রোদনই তার জীবনের সহচর হয়েছিল।

ধীর। তার পর সেই অবধিই কারাগারে আছি।

গোবি। কারাগারে থেকে ইন্দুর কথা কিছু শোন নাই ?

ধীর। শুনেছিলেম বই কি। বড় ভয়ানক রকমই শুনেছিলেম।

অম। কি রকম ?

ধীর। কারাবদ্ধ হলেম—চন্দ্রভণ সর্ব্বদাই আমাকে তিরস্কার কর্ত্তো আর কতই গালাগালি দিত, একদিন ঐ রকম তর্জ্জন গর্জ্জন করে, এসে আমায় বল্যে—এই বার দেখ্ কে তোদের ইন্দুকে বিবাহ করে? আমি বল্লেম কেন ?—নরাধম ইন্দুমতী হরণের কথা আমায় শ্রবণ করালে;—হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হল, যদি তদ্দণ্ডে মস্তকে অশনিপাত হয়ে প্রাণ বিয়োগ হত, তা হলেও সুখী হতেম।

চন্দ্র। কাপুরুষেরাই এ রূপ মৃত্যু কামনা করে।

ধীর। তার পর কারাবাস-কষ্ট আর কষ্ট বলে বোধ হত না, কেবল ইন্দুমতী-জনিত দুঃখাগ্নি আমাকে দিবানিশি দগ্ধ কর্ত্তো;—আমাদের আহার দিবার জন্য যে এক জন দাস নিযুক্ত ছিল, সে অত্যন্ত ভালমানুষ, তার নাম কৃষ্ণদাস——

ইন্দু। (গোবিন্দরায়ের প্রতি) হাঁ, সে অতি দয়ালু, সে একদিন অনেক যত্নে আমার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করে আমার প্রাণ রক্ষা করেছিল; সে জন্য আমি তার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি যে, যদি ভগবান কখন দিন দেন, তাহলে প্রত্যুপকার-স্বরূপ তার দাসত্ব মোচন করাব।

গোবি। মা, করুণাময় জগদীশ্বর আজ আমাদের সেই দিন দিয়েছেন, তা অবশ্যই তার ভাল করব। অমর! বাবা, সেই কৃষ্ণদাসকে ডেকে আন ত।

(অমরেন্দ্রের প্রস্থান)

ধীর। সেই কৃষ্ণদাসের কাছেই প্রত্যহ ইন্দুমতীর সংবাদ নিতেম—একদিন সে বিষণ্ণবদনে এসে বল্লে, মহারাজ আপনাদের ইন্দুকে কেটে ফেলেছে।

সম। সেই শশিপ্রভার বিষয় বুঝি?

ইন্দু। (স্বগত) সে দুশ্চারিণীই হোক আর দস্যুপতির উপভোগ্যা বেশ্যাই হোক্, তার সেই প্রিয়মূর্ত্তি মনে পড়্‌লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়! যেমন কুমুদ, বিলাস আমার হিতাকাঙ্ক্ষিনী, সেও অবিকল সেইরূপ ছিল। (রোদন)

গোবি। ইন্দু! মা, তুমি কাঁদ্‌চ? (ইন্দু অধোবদন)

ধীর। শশিপ্রভার জন্য বোধ হয় রোদন কর্‌ছেন।

গোবি। মা! সে জন্য বৃথা রোদন কর্‌লে কি হবে, কলঙ্কিনী স্ত্রীলোকের মৃত্যুই শ্রেয়স্কর——

ভোজ। সে না তেজেন্দ্রসিংহের কন্যা? উঃ! তার অন্নপ্রাশনের সময় যে খাওয়াটা হয়েছিল তা মনে পড়্‌লে আর বাঁচ্‌তে ইচ্ছা করে না।

গোবি। কেন?

ভোজ। তেমন খাওয়া ত আর কোথাও পাব না!

ইন্দু। (নিরুত্তরে রোদন)

ধীর। ইন্দু, তুমি এখনও কাঁদ্‌ছ ?

খোসা। আমাদের মহারাজের বিরহে।

ভোজ। হারামজাদা ব্যাটা, যত বড় মুখ তত বড় কথা ? জুতো মেরে মুখ ছিড়ে দিব। (খোসালপাঁড়েকে পদাঘাত)

সম। (গোবিন্দরায়ের প্রতি) মহাশয় ! দুরাত্মা প্রবঞ্চনা দ্বারা আপনার যে সব অর্থ নিয়েছিল তা আপনি নিয়েছেন ত ?

গোবি। যখন আমার ইন্দুকে আমি পেয়েছি, তখন——

সম। তা ত সত্য, কিন্তু অত টাকা দস্যুপুরীতে রেখে গেলে কি ফল হবে ?

(অমরেন্দ্রের সহিত কৃষ্ণদাসের প্রবেশ)

অম। (গোবিন্দরায়ের প্রতি) আপনার সেই পাঁচ লক্ষ টাকা এনেছি ; আর এই সেই কৃষ্ণদাস। (কৃষ্ণদাসের যোড় করে দণ্ডায়মান)

সম। তোমারই নাম কৃষ্ণদাস ?

কৃষ্ণ। (নমস্কার করিয়া) আজ্ঞে হাঁ, আমিই কেষ্টদাস।

গোবি। (ইন্দুমতীর প্রতি) কেমন মা, এই ত ?

ইন্দু। হাঁ।

গোবি। কৃষ্ণদাস, তুমি যে যত্নসহকারে আমাদের ইন্দুমতীর মোহাপনোদন করে সেই বিষম বিপাক হতে তার প্রাণ রক্ষা করেছিলে, সে উপকার কোন মতেই পরিশোধ করা যায় না, কিন্তু যদি তার শতাংশের একাংশও তোমার এই দাসত্ব মোচন করে পরিশোধ হয় ত——

কৃষ্ণ। বুঝ্‌তে পারলুম না।

অম। তোমার দাসত্ব গেল।

কৃষ্ণ। তবে আমি কি করে খাব ?

সম। তদুপযুক্ত টাকা তোমাকে দিব। অমর ! সুখনায়েগ দুরাত্মার দস্যু-বৃত্তি-লব্ধ অর্থের কতক অংশ কৃষ্ণদাসকে দিয়ে এসো।

(হাস্যমুখে কৃষ্ণদাসের অমরেন্দ্রের সহিত প্রস্থান)

খোসা। "পরের ধনে বরের বাপ।"

ভোজ। (স্বগত) এত কালের পর মোগুার জাহাজ খানির কি বাপ্‌রে, এ পাড়ি আর জমে না! কত ঝড় তুফান যে এর উপর দিয়ে গেছে, তা আর কি বল্‌ব! আবার মাঝে শুন্‌লুম একেবারে বান্‌চাল! যা ই হোক, এখন ওঁদের চার হাত এক হলে হয়; তা হলে আমি কিছু করেনি,—কর্‌বইবা আর কি ছাই, কেবল এক পেট খাওয়া বই নয়; তা শাস্ত্রেই ত বলে থাকে "কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতং। বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ"॥

ধীর। (গোবিন্দরায়ের প্রতি) মহাশয়, আজ আমাদের কি শুভ দিন! আজ দস্যুগণ সম্পূর্ণরূপে দমন হল, প্রমোদপুর নিরুপদ্রব হল, আজ সর্ব্বলোচনানন্দবিধায়িনী লক্ষ্মী-স্বরূপিনী আপনার কন্যা ইন্দুমতী ভীলদিগের করাল কবলহতে মুক্ত হল, আর আমিও বহুকাল দস্যু-কারাবাসের পর সবন্ধুজীবলোকে পুনঃ প্রবিষ্ট হলেম!! অতএব যাঁহার একমাত্র বুদ্ধিকৌশলে, যাঁহার একমাত্র চেষ্টায় ও যাঁহার একমাত্র বাহুবলে এই সকল সর্ব্ব-সুখজনক ব্যাপার সাধিত হল, সেই সেনাপতি সমরেন্দ্রসিংহকেই আজ ইন্দুমতী সম্প্রদান করুন। ইহা কেবল আমার ইচ্ছা নয়, প্রমোদপুরনিবাসী আপামর সাধারণ সকলেরই এই মত।

(অমরেন্দ্রের প্রবেশ)

দম্পতীরও এই ঐকান্তিক বাসনা।

— তাই ইচ্ছা গা! (গোবিন্দরায়ের প্রতি) মহাশয়!

দিক যা হয় এক রকম চুকিয়ে ওদিকে

অনুমতি করুন।

াতি) আমাকে এ কথা তোমাদের

বি এ বিষয় স্থির করে রেখেছি।

হের প্রতি) সমর! এসো বাপু, আমার প্রাণতুল্য
তোমার করে সমর্পণ করে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি।
রেন্দ্রের হস্তের উপর ইন্দুমতীর হস্ত রাখিয়া)

াভিল গগনে সুখ-সবিতা-বদন,
হাসিল নলিনী;—হ'ল দুখাপনোদন,—
সুখের প্রভাতে, শুভক্ষণে, সমাদরে
অর্পিলাম ইন্দুমতী সমরেন্দ্র করে।

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণম্।

LILY ON THE HILL

A TRAGI-COMEDY IN BENGALEE

BUILT ON HISTORICAL FACTS.

নগ-নলিনী নাটক।

(ইতিহাস-মূলক।)

কলিকাতা

রামায়ণ যন্ত্রে

শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৯৬।

উৎসর্গ পত্র

বিদ্যানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী,

মান্যবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন

মহাশয়ের শ্রীচরণে

এই গ্রন্থ

উপহারস্বরূপ

অর্পণ

করিলাম।

বিজ্ঞাপন।

বহুল যত্ন ও পরিশ্রমসহকারে এই অভিনব কাব্য নগ-নলিনী নাটকাখ্যায় প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করিলাম; ইহা ইতিহাস-মূলক, তাহা পাঠকগণ অনুষ্ঠান পাঠেই অবগত হইতে পারিবেন। পাঠক মহাশয়গণ! আমি এম, এ,ও নই, বি,এ,ও নই,—বিদ্যালঙ্কারও নই, তর্কালঙ্কারও নই,—আমি রায় বাহাদুরও নই, ডিপুটি মাজিষ্ট্রেটও নই, আমি এক জন সামান্য ব্যক্তি —সামান্য রকমই লেখা পড়া শিখিয়াছি, সুতরাং কখনই এরূপ ভরসা করি না যে, মদ্রচিত এ গ্রন্থ আপনাদের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে। আমার বিলক্ষণ ধারণা আছে যে, গ্রন্থ রচনা করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত অসঙ্গত; কিন্তু কি করি! বাল্যাবধি আমার একখানি বই লিখিবার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, আবার সেই ইচ্ছা আমার কোন একজন বন্ধুর উৎসাহে এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাকে কোন মতেই ক্ষান্ত করিতে পারিলাম না। অবশেষে এই নগ-নলিনী দ্বারা তাহা ফলবতী করিলাম। ইহার ফল যে কিরূপ হইবে তাহা আমি জানি না, পাঠকগণ! আপনারাই দেখুন--একবার পাঠ করিয়াই দেখুন।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, আমার যে অকপট হিতকারী মিত্র আমাকে এই গ্রন্থ প্রণয়নকালে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি এই সম্বন্ধে আমাকে বিস্তর সাহায্যও করিয়াছেন। ইতি।

গড়পার
২৫এ আষাঢ়
সন ১২৮১ সাল

গ্রন্থকারস্য।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

গোবিন্দরায় ...	(রাজপুত)	জনৈক বৃদ্ধ।
সমরেন্দ্রসিংহ ...	(ঐ)	সম্রাট আলাউদ্দিন খিলিজীর হিন্দু সেনাপতি।
অমরেন্দ্রসিংহ ...	(ঐ)	সহকারী সেনাপতি।
ধীরেন্দ্রসিংহ ...	(ঐ)	অপর একজন রাজকর্ম্মচারী।
ভোজনসিংহ ...	(ঐ)	সমরেন্দ্রসিংহের বয়স্য।
চন্দ্রভণ	(ঐ)	দলিতার অধ্যক্ষ।
সুখনায়েগ ...	(ভীল)	জেবুয়ার রাজা।
খোসালপাঁড়ে ...	(ঐ)	সুখনায়েগের অনুচর।
কৃষ্ণদাস	(ঐ)	সুখনায়েগের দাস।

অপর একজন দাস ও অশ্ববিক্রেতাগণ।

স্ত্রীগণ।

ইন্দুমতী	গোবিন্দরায়ের কন্যা।
কুমুদ্বতী	অমরেন্দ্রসিংহের স্ত্রী।
বিলাসবর্তী	ধীরেন্দ্রসিংহের স্ত্রী।
শশিপ্রভা	সুখনায়েগের উপভোগ্যা বন্দিনী।
কল্যাণী	

অভিযোগ-স্থল।

দিল্লী-সন্নিকটস্থ প্রমোদপুর ও বিন্ধ্যাচল-অন্তর্গত জেবুয়া।

অনুষ্ঠান।

সুবিমল নীলাম্বর-তল-বিকশিত
তারকা-প্রসূনচয় মাঝে, হাসে ফুল্ল
ফুলদল-রাণী, যথা কুসুম চন্দ্রমা
নিশীথে অসীতাম্বরা, জিনি তারাদলে
মনোজ্ঞ বর বরণে, আবরি নিশিরে
মরি স্বচ্ছ শ্বেতাম্বরে ;—তেমতি ভুবনে
দেশ-গ্রাম মাঝে শোভে ভারতবরষ
হরষে বিকাশি মুখ, জিনি দেশ গ্রামে।
মাঝে তার ইন্দ্রপ্রস্থ, ইন্দ্রপুরী প্রায়,
মরতে অমরাবতী ;—এই সেই স্থল,
বীরসিংহদল যথা লভিলা জনম,—
আর্য্যকুল-কুলধ্বজ,—আর্য্যসুসন্তান।
কত কাল আর্য্যনৃপ শাসিলা তথায়,
কত কাল পরে তবে দুর্দ্দান্ত যবন,
আসি কালমেঘপ্রায় ছাইল ভারত,
ঢাকিল সৌভাগ্য-সূর্য্য উজ্জ্বল বদন ;
চিরকাল—হায় কিরে চিরকাল তরে ?
  বসিছে যবন এবে শিখীসিংহাসনে
দিল্লী সুখময় স্থানে ; ইন্দ্রপ্রস্থ নহে
ইন্দ্রপ্রস্থ আর, নাম দিল্লী তার এবে।

ভাবুন পাঠকগণ এই সেই কাল
বসিছে সে রাজাসনে,—যাহা এককালে
অলঙ্কৃত করেছিল আর্য্যনৃপগণ,——
খিলিজী আলাউদ্দিন, যবন সম্রাট।
দুর্দ্দান্ত অসভ্য ভীল, বিন্ধ্যাচলবাসী,
দয়া, মায়া, ধর্ম্মভয়ে দিয়া জলাঞ্জলি,
ভূপতি প্রকৃতিপুঞ্জ সরবস্ব ধন
লুটিতেছে অহরহ,—সশঙ্কিত চিত
প্রমোদপুরনিবাসী প্রজাগণ সদা।
দুর্গম পর্ব্বতোপরে নির্ম্মিত জেবুয়া,——
ভীলদেশ রাজধানী,—পরাভূত যাহে
ভারত-গৌরব নৃপ-সেনানীনিচয়।
এই নররক্ষকুল ঘোর অত্যাচার,
প্রসবিল যত লোমহর্ষণ ব্যাপার;
পড়ি সে কুচক্র-চক্রে— মায়াচক্র সম,
দুখিনী নগ-নলিনী লভিল জনম।